রচয়িতা—
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্গীয় শঙ্কর-মঠ, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।
১৩২১।

মূল্য ৷৹ বার আনা।

প্রস্তাবনা।

না দেখায় যে বৈচিত্র্য প্রেম-পয়োধর।
সে বিচিত্রভাবে ঝরে "আনন্দ নির্ঝর"।

সমর্পণ।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

তোমাকে তুষিতে সকলি মহীতে র'য়েছে প্রসাদে বিষাদ দলি'।
প্রকৃতি রূপসী সেজেছে ষোড়শী. সতত সাদরে সেবিবে বলি'॥

তোমাকে বরিতে ব্যাপক গগন, জ্বেলেছে ললাটে দীপক মোহন,
অচল গভীর ধেয়ান-মগন. পূজিছে প্রেমিক প্রণয়ে গলি'।
বহিছে সমীর সুবাস মাখিয়া, নাচিছে জলধি কল্লোল তুলিয়া,
হাসিছে কানন ভূষণ পরিয়া, আবেশে রসিকা পড়িছে ঢলি'।
গাহিছে বিহগ অমিয় ঢালিয়া, বহিছে বাহিনী পরাণ খুলিয়া,
আমি তোমা লাগি' বসুধা ভুলিয়া, স্বভাব-নির্ঝরে ভাসিয়া চলি'।

ভূমিকা

পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০৮ স্বামি পরমানন্দ পুরী
গারাজ বিরচিত 'আনন্দ-নির্ঝর' নামধেয় সঙ্গীতাত্মক গ্রন্থের সমালোচনায়
মামাকে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, মাদৃশ ব্যক্তির
এবংবিধ গ্রন্থের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা আমি বুঝিতে
অক্ষম। তবে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদের পথাবলম্বী
র্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারী স্বামীজীর গ্রন্থ-সমালোচনায় আমাদের অধিকার আছে
লিয়া কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হইলাম। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত-
রতঃ গুণ, দোষ আবিষ্কার করিবেন।

গ্রন্থ সমালোচনা করিতে গেলে পূর্ব্বেই গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদান
করা বিধেয়। কারণ ভগবতীশ্রুতি বলিয়াছেন—"ন বাচঃ বিজিজ্ঞাসীত
বক্তারং বিদ্যাৎ"—বাক্যকে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে।
এই শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে,—বক্তার জ্ঞানই গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়া
লোকের উপকার কিম্বা অপকার সাধন করে। মানুষ মাত্রই ভ্রমপ্রমাদ-
যুক্ত, তজ্জন্য ধীমান্ পুরুষগণ মানুষের বাক্যে আস্থা স্থাপন করেন না।
তবে যদি বক্তা ভ্রমপ্রমাদশূন্য মূলবাক্য অনুসরণ করিয়া লোককে
উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু
বিদ্যমান নাই।

এই গ্রন্থের রচয়িতা সন্ন্যাসী, তাঁহার নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে;
তদ্ভিন্ন পরিচয় প্রদান করা শাস্ত্র ও সম্প্রদায় বিরুদ্ধ। যদি নিতান্তই
পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তবে এইমাত্র বলা যায়, ইনি বরেণ্য ব্রাহ্মণ
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখের কোমল অঙ্কে লালিত হইয়াও, অপরিসীম

সুখ লাভের জন্য ক্ষণিক বিষয়জ সুখ উপেক্ষাকরতঃ পারিব্রাজ্য আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন বলিতে হয়—বিশুদ্ধ ব্রহ্মের বংশে জন্ম অথচ অজন্মা। তরুতল—নিবাস, ভূমিতল—শয়ন, লোষ্ট্র বা উপল—উপাধান, ভিক্ষাদ্রব্য—অশন, কৌপীন বা অম্বর—বসন। সুতরাং এবংবিধ পুরুষের লোকহিতকর কার্য্যব্যতীত পরপ্রতারণার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক লোকের ন্যায় ইঁহার ভ্রান্তজ্ঞান বিস্তার করিয়া সমৃদ্ধি কিংবা প্রসিদ্ধি লাভের বাসনা নাই। ইনি কেবলমাত্র লোকের হিতের জন্য করুণা পরবশ হইয়া প্রকৃত সত্যবিষয় আবিষ্কার করিবার অভিলাষী হইয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। যে বাক্য অনাদি, অপৌরুষেয়, যাহা মানবমতি প্রসূত নহে, এবম্প্রকার বেদবাক্যকে মূল প্রমাণ স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা।

সমালোচ্য গ্রন্থের নাম "আনন্দ-নির্ঝর"। জীবমাত্রই নিরন্তর সুখ অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই সুখই আনন্দ পদবাচ্য। আনন্দ হইতেই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহৃতি হইয়া থাকে। এই সত্য শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"। লোক বিষয় উপভোগ করিয়া যে আনন্দ অনুভব করে, তাহা ভূমা আনন্দের কণামাত্র। জীব যখন সেই অখণ্ড আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর খদ্যোতপ্রভ বিষয়জ আনন্দে আসক্তি থাকে না; কোন্ মূঢ় পুরঃস্থিতা পূতসলিলা ভাগীরথিবারি পরিত্যাগ করিয়া কূপোদকে তৃষ্ণানিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়? এই গ্রন্থ সেই ভূমা আনন্দের নির্ঝর। যেরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিদাঘের তপন-তাপে তাপিত হইয়া নির্ঝরবারি পান করিয়া তাপবিমুক্ত হয়, সেইরূপ তাপত্রয়-সন্তাপিত সাংসারিক জীব এই আনন্দ নির্ঝরের বারিবিন্দু সেবন করিয়া, তাপসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত :—(১) স্বভাব-সঙ্গীত, (২) বিষাদ-সঙ্গীত, (৩) বিবেক-সঙ্গীত, (৪) বিরহ-সঙ্গীত, (৫) প্রেম-সঙ্গীত ও (৬) যোগ-সঙ্গীত। ইহার মধ্যে স্বভাব-সঙ্গীতের বিষয় প্রথম আলোচ্য। অনেকের ধারণা স্বভাব শব্দের অর্থ—প্রকৃতি (nature) অর্থাৎ যাহা আপনা আপনি হয়, যাহার কোন কারণ বিদ্যমান নাই; এই জগৎ স্বতঃই উৎপন্ন, প্রতিভাত এবং বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত স্বভাব শব্দ ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্বভাব শব্দের অর্থ নিজস্বরূপ; যে বস্তু একই ভাবে—অবস্থাতে বিদ্যমান আছে, কাল, দেশ ও বস্তু যাহার অন্যথা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে, এরূপ পদার্থ 'স্বভাব' শব্দ প্রতিপাদ্য। দেখা যায়, ভৌতিক পদার্থনিবহ কালান্তরে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে বস্তু স্বমহিমায় অবস্থিত থাকিয়া সকলের অবলম্বন হয়, তাহাই স্বভাব। এরূপ বস্তু শ্রুতিপ্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং স্বভাব-সঙ্গীতে সকলের একমাত্র গম্য, জগতের আশ্রয়, ব্রহ্মেরই সঙ্গীত—ব্রহ্মেরই স্তুতি—ব্রহ্মেরই গুণানুবাদ বিহিত হইয়াছে। লৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন মানব বিহঙ্গ-কুলের কাকলীতে, বিকচকমলের সৌন্দর্য্যে, নবকিসলয়ের স্নিগ্ধতায়, দূর্ব্বাদলের শ্যামলতায়, পয়োনিধির প্রশান্ততায়, গিরিবরের উচ্চতায় নিশীথিনীর নিস্তব্ধতায় যে সকল বিচিত্রতা অবলোকন করিয়া 'স্বভাব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবভাস মাত্র। তাঁহারই কটাক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, সলিল, অনিল সকলই অনুচরের ন্যায় আদেশ পালন করিতেছে। এই প্রকরণে সেই স্বভাব নামধেয় ব্রহ্মের স্তুতি নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ! স্বভাব-সঙ্গীতের অভ্যন্তরে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদান করিলে, ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়—বিষাদ-সঙ্গীত। লোক যখন আনন্দলোলুপ হইয়া চারিদিকে

ছুটিয়া বেড়ায়, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, মনে ভাবে—আমার প্রাপ্যধন আমি পাইতেছি না, কোথায় যাইলে সে ধন লাভ করিতে পারিব, তখন সেই আনন্দ প্রাপ্তির অভাব হেতু তাহার মনে বিষাদ উৎপন্ন হয়। এবম্প্রকার চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিয়া এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছে।

তৃতীয়—বিবেক-সঙ্গীত। প্রকৃত প্রাপ্তব্য বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন যখন মানবহৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, তখন লোক ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদ্বারা প্রাপ্যবস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে, তখন বিষাদ হৃদয় হইতে অপসৃত হয়। প্রজ্জ্বলিত বিবেকবহ্নি বিষাদতরুকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ প্রকৃতি পুরুষের—আত্মা অনাত্মার অবিবেকই বিষাদের কারণ; যখন সেই অবিবেক চলিয়া যায়, তখন আর বিষাদ হৃদয়ে স্থান পায় না। এই প্রকরণে সেই বিবেক বিষয়ক সঙ্গীত নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

চতুর্থ—বিরহ-সঙ্গীত। বিরহ শব্দের অর্থ—বিচ্ছেদ—ত্যাগ। আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ বিচার করিয়া যখন আমরা অনাত্ম বস্তুকে ত্যাগ করিতে শিখি, তখন প্রাপ্যবস্তুর দিকে আমাদের চিত্ত স্বতঃই ধাবিত হয়, সেই বিরহাখ্য ত্যাগই এই প্রকরণের উপজীব্য।

পঞ্চম—প্রেম-সঙ্গীত। যখন চিত্ত হইতে বাহ্যবস্তুসমূহ অপগত হয়, আন্তরবস্তু—আত্মারদিকে চিত্ত প্রবণ হয়, তখন সেই আত্মস্বরূপ ভগবানেই দৃঢ়ানুরক্তি আবির্ভূত হয়; ইহার নাম ভগবদ্‌ভক্তি বা প্রেম। এই প্রকরণে সেই প্রেম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ—যোগ-সঙ্গীত। যখন পরমাত্মরূপে নিখিল জগৎ প্রতীয়মান হয়, চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়, চিত্তদর্পণে ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তখনই উহাকে যোগ বা সমাধি বলা যায়। ইহাই জ্ঞানদ্বারা সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মলাভের উপায়। এই প্রকরণে সেই পরম সাধন তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইলেও গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য কোথায়, তাহা নিরূপণ করা উচিত। গ্রন্থখানি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, যেমন নদ, নদী, নির্ঝর প্রভৃতি নানাবিধ নাম-রূপে প্রতিভাসমান হইয়া চারিদিকে ছুটিতেছে, কেহ সিন্ধু কেহ বা গঙ্গা প্রভৃতি অভিধান লাভ করিতেছে, কিন্তু সকলেরই গতি একমাত্র সমুদ্রে, সেইরূপ এই নির্ঝর নানাভাবে কূজন করিয়াও সমুদ্রস্বরূপ আত্মাভিন্ন অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে সঙ্গত হইতেছে। সুতরাং অভিন্ন ব্রহ্মাত্ম প্রতিপাদনে এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য রহিয়াছে।

"সতী যেমন পতি বিনা আর না কা'রো সঙ্গ চায়।

তেমতি এক পতি বিনা, মতি না মোর তৃপ্তি পায়" ॥ (১৫০ পৃষ্ঠ)

এইজাতীয় সঙ্গীতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এতদ্ভিন্ন শম দমাদি সাধনগুলিও গীতাকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

"শম দমাদি ছয় প্রহরী আগলে সদা আছে দাটি"। (১৫৩ পৃষ্ঠ)

অন্তিম সঙ্গীতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। উপসংহারই তাৎপর্য্য নির্ণায়ক অন্যতম লিঙ্গ, তদনুসারেও উপক্রম নির্ণীত হইবে। সুতরাং বেদান্তের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই এই গ্রন্থের পরম প্রয়োজন।

এই সঙ্গীতগ্রন্থ যেমন সঙ্গীতপ্রিয়গণের হৃদয়গ্রাহী, সেইরূপ সুধী-গণেরও আদরের ধন। যেহেতু সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সারমর্ম্ম, সরল ও সুললিত ভাষায় ইহাতে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, শাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলি সহজভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। অপিচ, ভাষার লালিত্য, অলঙ্কারের পারিপাট্য এবং গ্রন্থসন্নিবেশ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ স্বামীজীর নিকট হইতে আমরা আরও প্রার্থনা করি এবং তিনি স্বাভাবিক করুণা পরবশ

হইয়া দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এইরূপ আনন্দধারা বর্ষণ করিতে যেন কুণ্ঠিত না হ'ন, ইহাই তাঁহার নিকট সানুনয় নিবেদন।

আশা করি, দুঃখদগ্ধহৃদয় বঙ্গবাসী এই আনন্দ-নির্ঝরে স্নান করিয়া পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইতি—

৬নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২রা আশ্বিন. ১৩২১।

কাব্য-সাংখ্য-মীমাংসা-বেদান্ত-সর্ব্বদর্শন-
তীর্থোপাধিক—
শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

নিবেদন।

—:*:—

প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমপীযূষবর্ষিণী পবিত্র ইচ্ছায় "আনন্দ-নির্ঝর" প্রকৃতির অবিরামস্রাবিনী প্রেমানন্দময়ী পয়োধারায় পুণ্যবারি-পিপাসুর হৃদয় প্রীণিত করিতে স্বতঃপ্রবাহিত হইল। অনন্তবিদ্যাবিভবপূর্ণ এই বিশ্ব-প্রকৃতিরূপ বিরাট গ্রন্থ, জগতের সম্মুখে চিরদিন উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত সাধক, যাঁহারা যথার্থ প্রেমিক, যাঁহারা সুবিজ্ঞ ও সত্যদর্শী, তাঁহারাই কেবল এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া নিঃশ্রেয়সসাধক পরাবিদ্যার বিশদরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা তাঁহাদিগকে কত কি বলে, জলধির লহরীলীলা, স্রোতস্বতীর জল-কল্লোল, বিহঙ্গের গান, অনিলের হিল্লোল, তাঁহাদিগকে কত কি দেখায়, কত কি শিখায়। প্রকৃত সাধক এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া উঠেন, আনন্দে আত্মহারা হ'ন।

আনন্দ-নির্ঝরের সঙ্গীতগুলি পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের তীর্থ পর্য্যটন সময়ে এই বিশ্বপ্রকৃতিরূপ শ্রুতি আলোচনার অমোঘ ফল। এই সব, মহনীয় ভাবসিন্ধুর একটী একটী উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস অক্ষুব্ধ, এই উচ্ছ্বাস অনাবিল। এই উচ্ছ্বাসে অব্যবস্থা নাই, অসঙ্গতি নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির অন্তররাজ্যের চিরনিয়মানুগমনে, সাধকের সাধনার চিরক্রমানুসরণে, ভাবস্বরূপের ভাবস্ফূর্ত্তির চিরপদ্ধতি অনুবর্ত্তনে, স্বভাব, বিষাদ, বিবেক, বিরহ, প্রেম ও যোগ এই কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সকল সঙ্গীত সাধন করিতে করিতে স্বভাবের অতিপন্থাবলম্বনে, সাধক যাহাতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনায়াসে উপনীত হইতে পারেন, স্বভাব-কবি স্বামীজী মহারাজ তাহারই জন্য বিশেষ প্রয়াস

পাইয়াছেন। শুদ্ধচেতাঃ ধর্ম্মচারী পুণ্যাত্মাগণ আনন্দ-নির্ঝরের শীকর-শৈত্যে স্ব স্ব হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সর্ব্বশেষে জ্ঞাপন করিতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়, এই গ্রন্থের অনেকগুলি সঙ্গীতে সুর-তাল-সংযোগ করিয়া দিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অপরাপর যে সমস্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিষ্ট ব্যক্তি এই দেশহিতকর কর্ম্মে নানাপ্রকার আনুকূল্য প্রকাশ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমরা চিরঋণী। অলমিতি বিস্তরেণ।

প্রকাশকস্য।

সূচী।

শুদ্ধি-পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি
যে	যে	৩	৬
ভাবে	ভাবে	৭	২৩
ঢেলেছে	ঢেলেছ	২১	৭
বালই	বালাই	৩৩	২
করে সময় গত	ক্রমে অধোগত	৭১	১৫
গোলক	গোলোক	৭৫	১৭
[illegible]	বয়	১০৪	৭
নদীর নদীর	নদীর	১২১	১৬

[illegible]

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী।

ওঁ
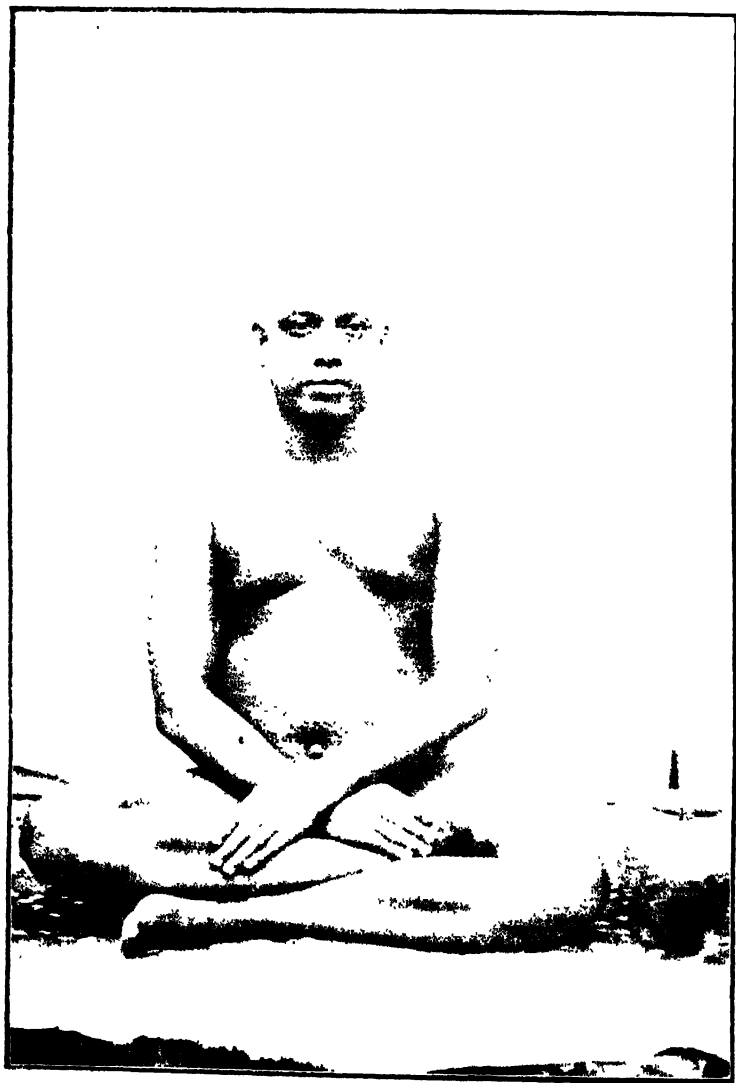
আনন্দ-নির্ঝর

স্বভাব-সঙ্গীত।

১। ভয়রোঁ—একতালা।

তারকা ডুবিল প্রদীপ নিবিল ভাতিল দিনেশ গগনে।
অনিল বহিল, কুসুম দুলিল, মাতিল মধুপ কাননে॥

শাখী হ'তে পাখী ডাকিয়া উড়িল, আত্মহারা জীব সহসা জাগিল,
স্বপন-বিকার চেতনে ঘুচিল, বাড়িল পুলক ভুবনে।
স্নানান্তে প্রসূন করিয়া চয়ন, বসিল পূজায় সাধু মহাজন,
করিল গায়কে বিভুর কীর্ত্তন, রহিল বিলাসী শয়নে।
এ সুখ-সময়ে কেন ভ্রান্ত মন, আপনা ভুলিয়া মোহে নিমগন,
জাগি' প্রেম-রাগে হও সচেতন, রহিবে আনন্দ-সদনে।

২। ললিত—আড়াঠেকা।

সারা নিশি ভাসি' তারা পশিল ব্যোম-বিবরে।
উষা আসি' তমোরাশি ডুবালো রূপ-সাগরে॥

ধরা ভুলি' ছিল যা'রা, সুপ্তি-ঘোরে আত্মহারা,
জাগি' পুনঃ দ্বন্দ্বে তা'রা পড়িল ভ্রম-গহ্বরে।
পুনঃ আশা-নিশাচরী, নানা রূপ ছল করি',
সুখ শান্তি নিতে হরি', নামিল হৃদি-বাসরে।
জীব হেন আত্মভোলা, দেখি' নিত্য এই লীলা,
জুড়াতে বিয়োগ-জ্বালা, যোগে না কভু বিচরে।

৩। খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

কেন পাখি! হ'লিরে নীরব।
এই ডালে ব'সে, ঢলি' প্রেমাবেশে করিতেছিলি যে রব॥

কেন ফুল কলি! আধেক ফুটিয়ে, বিষাদে শুকায়ে প'ড়িস্ ঝরিয়ে.
কেন রে ভ্রমর! নলিনী দেখিয়ে, না ঢালিস্ প্রেমাসব।
কেন রে ব্রততি! বিটপী ছাড়িয়ে, লুটোপুটি খাস্ ভূমিতে পড়িয়ে
কেন নির্ঝরিণি! কল্লোল ভুলিয়ে, না যাস্ নাচায়ে সব।
এবে প্রভুহারা আমারে হেরিয়ে, সবাই র'লি যে কৃপণ হইয়ে,
যে যে ভাবে ছিলি সে ভাবে জাগিয়ে, কর্ না আনন্দোৎসব।
না করিলে তোরা সদ্ভাব প্রদান, নাহি পাব আমি বিভুর সন্ধান.
ঢেলে দেরে তা'ই বিলাসে পরাণ, করিতে তাঁহার স্তব।
সংসার-কাননে যখন পশিয়ে, না পায় পথিক সুপথ খুঁজিয়ে,
তখন তোদের সুভাব দেখিয়ে, পায় সে সুখের সব।

৪। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

অই যা' দেখিয়ে লোকে তো' চাঁদ কলঙ্কী কয়।
ও নহে কলঙ্ক-রেখা ও যেন কে হৃদে রয়॥

কে আর ও কোলে রবে, ও বুঝি ঘোর পাপী হবে,
পাপী ভিন্ন কেউ ত ভবে, অত দয়ার পাত্র নয়।
ধর্ম্মী যে, সে অকাতরে, নিজগুণে ভবে তরে,
অধর্ম্মীকে ত্রাণ তরে, দিয়েছিস্ অঙ্কাশ্রয়।
দিনে দীপ কি কাযে লাগে, কার্য্য ত তা'র নিশাভাগে,
যাহে পাপী ধর্ম্মে জাগে, গুণীর সেই ধর্ম্ম হয়।
উচ্চ ব'লে তুই শশী, অই উচ্চাকাশে বসি',
দিস্ জেগে দিবা নিশি, মহত্ত্বের পরিচয়।
শ্রেষ্ঠ যেবা হয় ভবে, সমত্নে সে রেখে সবে,
চিরদীপ্ত সগৌরবে, হ'য়ে চিদানন্দময়।

৫। ইমন—কাওয়ালী।

কেন আ'জ সাঁজে হেথা এ প্রেম-বিলাস।
এই কি সুচারু স্থান হ'তে ভাব-সুবিকাশ॥

ফুটে গাছে নানা ফুল জুটে প্রেমী অলিদল,
নানা ছবি বুকে ধরি' নদী করে ছলছল,
পাখিগুলি তুলি' বুলি, উড়ে যায় সুধা ঢালি',
দুলি' দুলি' বনস্থলী, কুতূহলী ফেলি' শ্বাস।

শশী হাসে নীলাকাশে আশে পাশে তারা তা'র,
প্রেমাবেশে ভাসে যেন দ্যুতিমান্ মতি-হার,
খুলি' সাদা মুখখানি, কুমুদিনী আমোদিনী,
চকোর চকোরী হেরি, চাঁদ-সুধা করে আশ।
ভাল রূপ গেছে জানা এ না বিলাসের স্থল,
হেথা নানা বিড়ম্বনা প্রতারণা অবিরল,
হেথা এ ত কিছু পরে, লুকাবে আঁধার-ঘরে,
রেখে যাবে প্রাণে ব্যথা, আর নানা হতাশ্বাস।
যা' হ'বার হ'ক্ হেথা আমি না প্রয়াসী তা'র,
আয় তোরা শশী তারা আয় ডাকি বারবার,
আয়রে আনন্দ সনে, এখনি আনন্দ মনে
নিয়ে যাব বৃন্দাবনে, যথা প্রেম বারমাস।

৬। খাম্বাজ—একতালা।

কেন ওরে ফুল! এখানে ফুটিলি ছড়ালি সুবাস-রাশি।
আর কি কোথাও মিলেনি কি স্থান বিশাল জগতে আসি'॥

হেথায় তুই যে চাঁদের আলায়, উঠিয়ে কোমল পবন-দোলায়,
দেখিস্ অনন্ত অনন্ত-আশায়, কে দেখে তা' ভালবাসি'।
তুই রে প্রসূন! ফুটিয়ে বাগানে, থাকিলে সতত অনন্ত-ধেয়ানে,
চাহিয়া প্রেমিক তোর মুখ-পানে, ছড়াত প্রণয়-হাসি।
তা' না, যথা কেহ জানে না যতন, জানে না জানে না প্রেম কি রতন,
তথায় কুসুম খুলিলি বদন, যাইতে বিষাদে ভাসি'।
তোর হেথা দেখি দুর্দ্দশা যেমন, তেমতি কবির দুর্গতি ভীষণ,
সাধে না এরূপ করি সম্ভাষণ, হইয়ে কাননবাসী।

৭। পুরিয়া—একতালা।

দাঁড়া রে তটিনি! ক্ষণেক দাঁড়ারে যাস্ না আমারে ফেলি।
আমিও র'য়েছি তোর প্রতীক্ষায় আকুল হৃদয় মেলি'॥

অই যে অখণ্ড উদার গগন,
চলিছে ভাসিয়া শবের মতন,
অই ত অনিল সোহাগে গলিয়া,
লতা পাতা কত পরাণ ঢালিয়া,
নদি! তোর বুকে সকলি চাপিয়া,
শান্তি-সিন্ধু-পানে ধাইছে নাচিয়া,
তোর সনে আ'জ আমিও চলিয়া,
আনন্দ-সাগরে যাইব মিশিয়া,

সব ধন তোরে করিয়া অর্পণ,
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ফুলি'।
লহর-দোলায় যেতেছে দুলিয়া,
করিছে কতই কেলি।
সংসার-যাতনা সকলি ভুলিয়া,
বাধা যা' অবাধে ঠেলি'।
সংসার-বাসনা নির্ম্মূল করিয়া,
দিয়ে এ আমিত্ব-ডালি।

৮। হরশৃঙ্গার—একতালা।

ডুবে যাও চাঁদ! নিথর গগনে আর সিত কর ঢেলো না রে।
ক্ষান্ত হ'ও খ্যাপা বসন্ত-পবন! তরু-কোলে আর চ'লো না রে॥

ঝ'রে যা রে ফুল! বিষাদ মাখিয়ে,
যাও ঘনগুলি! হতাশে ভাঙিয়ে,
থামাও অটবি! আনন্দ-মর্ম্মর,
থামাও উদধি উল্লাস-লহর,
আর যদি হেরি এ কম মাধুরী,
তা' হ'লে বুঝিব করিছ চাতুরী,
যে ধন লভিয়ে তোমরা এমন,
এ দীন সে ধনে ধনী না এখন,

না দিতে চুম্বন ভ্রমর আসিয়ে,
হেথা সেথা আর চ'লো না রে।
থামাও শিখরি! প্রেমের নিঝর,
কোন ভাব আর তুলো না রে।
এ প্রেম-বিলাস এ ভাব-লহরী,
মাথা খাও মোরে ছ'লো না রে।
অপূর্ব্ব আনন্দে র'য়েছ মগন,
দ্বেষানল তা'ই জ্বেলো না রে।

বাজে যদি প্রেমে এ প্রাণ-সেতারা, ভিজে যদি রসে এ মন-সাহারা,
খুলিও তখন আনন্দ-ফোয়ারা, এবে কথা রাখো ঠেলো না রে।

৯। ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

সবে দেখি কেন শুধু দেখি নে তাহায়।
সবে তা'রে চায় ব'লে সে কি ভয় পায়॥

তা'র তরে ভয় মান ঘৃণা লাজ দিয়ে জল,
সারা নিশি পথ পানে চেয়ে চেয়ে ফুলদল,
কেঁদে কেঁদে দিন-মুখে, একে একে ধরা-বুকে,
ম্লান দেহে ঝরি' পড়ে বুদ্ধ নিরাশায়।

তা'র তরে গগনের খুলিয়া পূরব দ্বার,
একাকিনী ঊষা-রাণী পরি' সব ভূষা তা'র,
বনে বনে ঘুরি' ঘুরি', কোথাও না তা'রে হেরি',
কেঁদে যায় কাঁদাইয়ে তরু লতিকায়।

তা'র তরে বিচঞ্চল সারাটী মধ্যাহ্নকাল,
মাঠে বাটে ছুটাছুটি করে ধীর পশুপাল,
দোয়েল পাপিয়া যত, ডাকি তা'রে অবিরত,
এলাইয়া দেয় কায় তপ্ত পিপাসায়।

তা'র তরে সারাদিন খুঁজি' সব দিবাকর,
ঢ'লে পড়ে সন্ধ্যা বেলা হ'য়ে রোষে তরতর,
রূপবতী ধরা সতী, বিষাদিতা হ'য়ে অতি,
মিশে যায় সীমাহীন দুঃখ-তম-ছায়।

তা'র তরে ভেবে ভেবে তামসী তাপসী হয়,
ফুটি' তারা শেষে তারা প্রভাহীন পেয়ে ভয়,
ধরাতলে নামি' ইন্দু, খুঁজি' বন মরু সিন্ধু,
ধীরে ধীরে অবসাদে কোথা চ'লে যায়।

তা'র তরে শিখরী যে কাঁদেরে নিঝর খুলি',
হ'য়ে শোকে খ্যাপা বায়ু যথা তথা পড়ে ঢলি,'
কা'রো যদি না দেখিল, তবে সে কোথায় গেল,
সে বুঝি আনন্দে দোলে হৃদয়-দোলায়।

১০। ইমন—কাওয়ালী।

সাধে কি প্রকৃতি তোমা করি নমস্কার।
যা' হোক্ যে পেয়েছে সে বিভূতি তোমার।

অনন্ত উদার প্রাণে গগন জাগিয়া রয়,
ছোট ছোট সেঁজো মেঘ অতুল গরিমালয়,
নিশি-অঙ্গে নীরবতা, শশী-অঙ্গে সুশীলতা,
প্রফুল্লতা মাখা যেন মুখে তারকার।

সহিষ্ণুতা—তরুদলে নির্ভরতা—লতিকায়,
পরার্থপরতা ল'য়ে নিঝর সতত ধায়,
গভীরতা ধীরতায়, অচল—অটল কায়,
ফুলে পূর্ণ পবিত্রতা, ফল—বীর্য্যাধার।

প্রেমিকতা নিয়ে অই বাহিনী বহিয়া যায়,
রসিকতা নিয়ে বায়ু ঢলিয়া আনন্দ পায়,
কর্ত্তব্যতা তত্ত্বজ্ঞান, জলধির যেন প্রাণ,
হাসে ভাবে সজীবতা, মাধুরী-বাজার।

উষার কোমল চোখে অমল ভকতি-জল,
বাসনা-বেণুটী যেন ফুকারে মধুপদল,
কমলে কমল-দল, রসভরে টলটল,
আছে ভানু আয়ু বল করি' অধিকার।

শিখীতে সুষমা ভরা জীবনে বিনয়-ধন,
আহা মরি তরণীর কিবা আত্মনিবেদন,
চপলায় নশ্বরতা, দর্দ্দুরে কি একাগ্রতা,
খগ-স্বরে সুধা-ধারা দুধে সত্ত্ব সার।

সারল্য-মূরতি-শিশু, গুরু—জ্ঞান-নিকেতন,
জনিতা জনিত্রী যেন করুণার প্রস্রবণ,
রমণী—শান্তির ছবি, সবে প্রেমে বড় ভাবি,
এ দীনেরও হৃদে দেখি প্রেমের ভাণ্ডার।

১১। সুরট—একতালা।

তা'রে কে পারে করিতে হেলা।
সে যে চিরবসুধার, রতন-আকর,
চির অলকার সুষমা-ডালা।

সে যে চিরশরতের পূর্ণ শশধর, চিরভূধরের অমিয়-নিঝর,
সে যে চিরবসন্তের কোকিল-কুহর, চিরবিরহের মিলন-আলা।
সে যে চিরনন্দনের জাতি-পরিমল, চিরসরসের ফুল্ল শতদল,
সে যে চিরপ্রদোষের অম্বর উজল, চিরজলধির লহর-দোলা;
সে যে চিরজনমের আনন্দ বিমল, চিরতাপিতের ছায়া সুশীতল,
সে যে চিরপিপাসার জলদ সজল, চিরহতাশের আশ্বাস-ভেলা।

সে যে চিরমরুভূর স্বচ্ছ সরোবর, চিরবিলাপের প্রবোধ অমর,
সে যে চির অভাবের স্বভাব সুন্দর, চির অশান্তির সুশান্তি-মেলা ;
সে যে চিরপ্রভাতের মারুত মলয়, চিরশৈশবের হাসি প্রেমময়,
সে যে চিরযৌবনের উৎসাহ-নিলয়, চির অমরার প্রণয়-লীলা।
সে যে চিরমন্দাকিনী-কুলু-কুলু-তান, চিরবৃন্দাবনে মুরলীর গান,
সে যে চিরতিমিরের ভানু দীপ্তিমান্, চির আকাশের তারকা-মালা ;
সে যে চিরহৃদয়ের অতুল বিভব, চিরকরমের অজেয় গৌরব,
সে যে চিরকামনার বিপঞ্চী-সুরব, চিরপ্রণয়ের স্মৃতির ঝোলা।
সে যে চির আনন্দের অজর কামনা, চির আনন্দের অমর সাধনা,
সে যে চির আনন্দের অক্ষর ভাবনা, চির আনন্দের হৃদয়-খেলা ;
সে যে চিরজীবনের অভয় সঙ্গিনী, চিরভবনের অমলা রঙ্গিণী,
সে যে তা'ই—যাহা ভাবি বা ভাবিনি, সে বুঝি অঘোরা প্রকৃতি মূলা।

১২। মাল-ভৈরবী—একতালা।

আমি স্বভাব-কোলে বেড়াই খেলে সদাই তা'র বল বাড়াই।
কভু উড়ে এসে জুড়ে ব'সে চিদ্-সাগরে ঢেউ জাগাই॥

মরুভূমে রোপি তরু বসাই নগরী,
নন্দনের পারিজাত কিংশুকে করি,
আমি শিখাই হাবায় পড়াই বোবায় বুড়ায় যুবার ভাব ধরাই।
পদ্ম-রেণু দিয়ে আমি বানাই শিখরী,
বৈজয়ন্ত রচি' বনে নাচাই অপ্সরী,
আমি উড়াই গিরি ড়াই হরি শিশির ঢালি' দেশ ভাসাই।

খোঁড়ায় আমি খাড়া করি' ভিড়াই ত্রিড়িকে,
কোলে শিশু দিয়ে দোলাই বাঁঝা বিবিকে,
বেড়াই মেঘের রথে গগন-পথে শুষ্ক গাছে ফল ফলাই।
ভিখারীকে ঘুরাই আমি কুবের-সদনে,
পাতকীকে পাঠাই আমি শিবের ভবনে,
করি ঝুটায় সাঁচা পাকাই কাঁচা শূন্য প্রাণে ভাব ছুটাই
আমি যবে ঘুমাই তবে ঘুমায় ধরণী,
শ্মশান মাঝে বহাই আমি প্রেমের তটিনী,
আমি বাঁচাই মরা ঘুচাই কারা ভেঙে চূরে সব গড়াই
কেউ আমারে ছাড়্‌তে নারে আমি এমনি,
আমি আশা—বৈতরণী, আমি—তরণী,
আমি যাবৎ জীব তাবৎ সজীব নানা রঙ্গে দিন কাটাই

১৩। মল্লার—একতালা।

আমি করি না তোমারে ভয়।
তুমি পরম পবিত্র, কা'রো না অমিত্র,
সবার সুমিত্র সকল সময়।

যত গুণী ধনী নির্গুণ নির্ধন, সুরূপ কুরূপ সুজন কুজন,
নর নারী সবে দাও একাসন, ছোট বড় বোধ মনে না উদয়।
জ্ঞান-গুণ-বল-বিষয়-বড়াই, কা'রো নাহি চলে কভু তব ঠাঁই,
সদা সম ভাব কোন দ্বন্দ্ব নাই, বিরাগ-শয়নে বিছানো হৃদয়;
কর্ম্মী তবু নাই স্বার্থের হুঙ্কার, মহাবলী তবু নাই অহঙ্কার,
যোগী তবু নাই বিভূতি-বিকার, ভস্ম সহ শুধু নিগূঢ় প্রণয়।

সুনিপুণ তুমি অগ্নি-পরীক্ষায়, সে পরীক্ষা তরে আসে যে হেথায়,
বহু ভাবে আর না রাখ তাহায়, অঙ্গ ভুষা করি' কর অভিনয় ;
বংশের কালিমা বংশের গৌরব, সকলি তোমার প্রাণের বৈভব,
চিত্তপটে শোভে পূর্ব্ব চিত্র সব, তুমি চরমের পরম আশ্রয়।
তব কাছে সর্ব্ব-ভাব-সমাধান, দূরে যায় রিপু মান অভিমান,
জীবত্ব-লঘুত্ব হয় সপ্রমাণ,আসক্তি-বিতান বিজ্ঞানে বিলয় ;
শান্ত-শিব-পদে ঢালিতে জীবন, মেলিয়া তৃষিত আকুল নয়ন,
মহাশূন্য পানে চেয়ে থাকে মন, হেলায় ভুলিয়া অসার বিষয়।
শিশুর হসন মধুর ভাষণ, সুচারু চলন মোহন নটন,
সুখদা-প্রমদা-প্রেম-আলিঙ্গন, অশন বসন শোভন নিলয় ;
শূরতা প্রভুতা সুগুণ-গরিমা, কুলতা শীলতা চারুতা-ভঙ্গিমা,
বিভব-গৌরব-প্রভব-মহিমা, কিছু না তখন হয় সুখময়।
তব কোলে যা'রা বিছায় শয়ন, মহানিদ্রা-ঘোরে না দেখে স্বপন,
না সহে ভীষণ অভাব-পেষণ, রিপুর শাসনে ব্যথিত না রয় ;
আনন্দ ধরিয়ে বিবেক-নিশান, জাগায়ে আনন্দে আনন্দ-পরাণ,
গাহে তা'ই আজি হে দেব শ্মশান ! তুমি সদানন্দ-আনন্দ-আলয় :

১৪। পলশ্রী-বাহার—পোস্তা।

আকাশ ! তোমার দেখ্‌লে বিলাস প্রকাশ কই আকার নাই
তোমায় ধ'রে ছুঁয়ে পাই নে তবু বহুরূপী দেখ্‌তে পাই ॥

চুপে চুপে ঘন-রূপে স্বরূপ যেই ঢাকো,
যেন ক্ষেপে বহু রূপে ভ্রমিতে থাকো ;
ফের মুক্তপ্রাণে সর্ব্বস্থানে নাহি মানো ডাক দোহাই।

যমুনা সাথ জাহ্নবী-যোগ যে ভাব আঁকে,
কথন তোমার তেমন ভাব লজ্জা না থাকে ;
ধাও কথন রেগে এমন বেগে কলের গাড়ীর যায় বড়াই।
নেশার ঝোঁকে উষায় দেখে কৌতুক কর,
নানা ঢঙের রং বেরঙের সঙের রূপ ধর ;
কোথা পুরী গিরি করীর সারি কোথাও খাড়া যোধ সিপাই।
বাড়্‌তে বেলা কতই খেলা বাড়াও ছলে,
কোথা ধবলাচল জাহ্নবী-জল উছলি চলে ;
কোথা গড় পরিখা শিবির পাকা কোথাও উড়ে পা'ল ধোলাই।
সাঁজের বেলা লীলার মেলা নয়ন-লোভা,
পর্দ্দা তুলে দেখাও খুলে ত্রিদিব-শোভা ;
কোথা কতই সেতু বিজয়-কেতু কোথাও নাচে খেম্‌টা বাই।
নৈশ লীলায় পরাণ জুড়ায় না ব'সো ন'ড়ে,
থাক সাঁচ্চা কাজের মখ্‌মলের গালিচায় প'ড়ে ;
কথন দীপক জ্বেলে দাঁড়াও হেলে কথন আবার নিবাও তা'ই।
তোমার চোখে ঘুম না ঢোকে সতত জাগো,
চোখ রাঙ্গালে ভয় দেখালে কোথাও না ভাগো ;
তোমার জনম মরণ নাইকো বাঁধন তোমাতে হয় লয় সবাই।
তোমার গুণে তোমার গুণের কাহিনী শুনি,
তোমার ধন তোমায় দিয়ে নির্গুণ গুণী ;
দেখি প্রাজ্ঞ লোকে তোমায় দেখে ব্রহ্ম মেনে পায় রেহাই।
তুমি যেমন নিত্য মুক্ত সবাতে থেকে,
আত্মা তেমন সদা শুদ্ধ এ দেহে ঢুকে ;
তুমি ধূমে যেমন মায়ায় তেমন চিদার্ণবে ঢেউ উঠাই।

তুমি যে এই হও অনন্ত উদার উঁচু,
দেখাও এমন না ক'র্‌লে মন যাতনা পিছু ;
হবে কবি কখন্ তোমার মতন আনন্দে আ'জ তা'ই সুধাই।

১৫। কালাংড়া—একতালা।

তোদের ছেড়ে জগৎ নাহি রয়।
তোরা দেখাস্ ধরা তা'ই তা' দেখি আবার তোরা করিস্ লয়॥

তোরাই ভাবের গড় বা খনি তোরাই কামনা,
সরল-কুটিল-আকুল-আঁখির সর্ব্ব সাধনা :
তোরা চাঁদের কর, ব্যাধের শর, মঞ্জু কুঞ্জ, হিমালয়।
তোরা সাপের মণি দুধের ননী মানে জগৎ করিস্ জয়॥
তোদের কথা তোদের হাসি গলার ফাঁসি,
ব্যবহারে আগে নরে পায় করে শশী ;
তোরা যোগী ভোগী সবার হৃদে করিস্ ভ্রম-ঘনোদয়।
ভূত চাপ্‌লে ঘাড়ে রোজায় ঝাড়ে গ'ছ্‌লে তোরা রোজার ভয়॥
চাইতে তোদের হয় না কিছু চাইলে ম'রে যাই,
যে ভাবে যা' লুট্‌তে পারি সদা তা' যোগাই ;
তোদের দি'ক্ না যেবা যে কোন ধন পছন্দসই একটি নয়।
তোদের চা'ল মন্ত্র-জোরে গুরু যে—গরু,
সরস ভাব বিকাশ করে নীরস তরু,
তোরা প্রাণের ডুরি মিছরির ছুরি ক্ষয় আবার অভ্যুদয়।
তোরা কবির শ্লোক কাব্য নাটক ভবরোগের মূল বিষয়॥

এম্‌নি তোরা হ'স্‌ মদিরা তোদেরি তরে,
কতই জনে কতই ভাব প্রকাশ করে ;
কেহ পদ্মলোচন বংশীবদন কা'রো হাতে টুক্‌নী হয়।
তোদের থাক্‌তে দেহ যায় না কেহ হাত ধরা যে ইয়ার ছয়।
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা তোরা তা'র দুনো,
তোরা অসাক্ষাতে গড়ের মাঠ সাম্‌নে ব্যাঙ কুনো ;
তোরা সাজা ভজা গান মজা বই বেজার আর সব সময়।
স্বামী কাছে তবু তোরা করিস্‌ কেমন ঠার,
"ঘরের মাঝে খোকার বাপ বাইরে সাড়া কা'র্‌" ;
তোরা প্রেমে পড়ি' ছাড়্‌তে বাড়ী করিস্‌ স্ব স্ব বংশ-ক্ষয়।
ভাঙার তোরা বৃহস্পতি জোড়ার কেহ না,
তোদের পেটে কোন কথা কভু থাকে না ;
তোদের মুখের মাঝে প্রেমের ঘড়া প্রাণে কামের তুফান বয়।
তোদের গুণে ধন জন প্রেম বন্ধুতা বাড়ে,
(আবার) তোদের দোষে শত্রু জগৎ সকলি ছাড়ে ;
তোরা দুকুল-রাখা শাখীর-শাখা কুকুরে জা'ত সবায় কয়।
তোদের বাড়্‌লে দয়া কোথায় গয়া, ভক্ত দাঁড়ায় ভুবনময়॥
রূপ থাকিতে ধরা তোরা করিস্‌ সরা-জ্ঞান,
আর ত ভরা কালে পীঠস্থলে কত বলিদান ;
নারীর খোলস-পরা ব্যাঘ্রী তোরা মরণতক হিংসাশয়।
সুখের তোরা ময়না বটে থাকিস্‌ দাঁড় জুড়ে,
চরাস্‌ দুখে ভিটে ঘুঘু ফেলিস্‌ পায় ঝেড়ে ;
ভবে তোদের লীলায় সাঁচ্চা না কেউ, আনন্দ আ'জ গর্ব্বে কয়।

৯৬। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

আমরা যত সাম্‌লে চলি তোমরা তত গোল বাধাও।
তোমরা রোগে আগের ভাগে সরম ঘৃণা সব হারাও॥

আমরা ফোটা কুসুমগুলি টাট্‌কা রই বাসে,
দিই না কোথা উঁকিঝুঁকি যাই না পরবাসে ;
তোমরা যেচে এসে সামনে ব'সে হেসে রসের ঢেউ খেলাও।
আমরা একা থাকি পাকা তোমরা যোগ দিলে,
দাঁড়াই কেঁচে পড়ি প্যাচে বাঁচি কেউ নিলে ;
মোরা হাড়ের'পরে লাগাই মাস তোমরা হাড়ে ঘুণ ধরাও।
আমরা আগে জানি নে ছল কোন মন্ত্রণা,
তোমরা কাণে মন্ত্র দিয়ে বাড়াও যন্ত্রণা ;
মোরা নই বেতালে মোদের চা'লে তোমরা মোটা চা'ল শিখাও।
আমরা তত না হই খ্যাপা তোমরা হও যত,
তোমরা ঘুঘু উড়াও মোদের কুস্‌লায়ে কত ;
তোমরা নাচাও চেয়ে, প্রাণটা ল'য়ে শেষে গলে ফাঁস লাগাও।
তোমরা যা'র পেছন ধর ত্রিকুলে তা'রে,
থাক্‌তে না দাও টানিয়ে লও পগার পারে ;
মোদের সদাই আশা রইবো খাসা তোমরা পাপের পথ দেখাও।
মোদের লাগি' তোমরা দেখি বহু রূপ ধর,
কখন রাজা কখন দীন মৃত্যু-পণ কর।
তোমরা আগে গুরু কল্পতরু, অন্তে দুখের জাল বাড়াও।
মোদের ব্যাধি বারেক যদি শিখাও ঝাঁপ দিতে,
মরি ম'র্‌বো ডুবে তবু না চাই ফিরিতে ;
শিখাও যা' তা' শিখি মোরা তোমরা তবু রাগ ফলাও।

যেমন ধনই পাই না মোরা তাহে সুখ গণি,
তোমরা নূতন পেলে কিছু হও যেন ফণী ;
তোমরা গোল্লা-লোভে কেল্লা লুটো মোদের কিন্তু মুখ হাসাও।
আমরা একে পরাণ সঁপি ট'কলে না ছাড়ি,
তোমরা বাসি-ভাব দেখিলে রও না আর বাড়ী ,
মোরা ভাল, ঘেঁটে ক'রলে কালো, হাত বাড়ালে আর না পাও
বার ভূতের পেত্নী ল'য়ে তোমরা রও শুচি,
বারেক ভূতে প'ড়লে নজর মোদের কুরুচি ;
তোমরা ছাড়া আমরা বাঁধা তবু মোদের হাড় জ্বালাও।
কাজের সময় তোমরা কাজী সব তা'তে রাজী,
কাজ ফুরালে পাজী মোরা গেলো ভোজবাজী ;
তোমরা নওগো সোজা ছলের গোঁজা স্বার্থ চেপে মন যোগাও।
তোমরা যাচক আমরা না তা' আমরা দান করি,
আমরা আত্মনিবেদন, তোমরা মনচুরি ;
আমরা মগন তোমরা ভাসা, তোমরা দুধে জল মিশাও।
আমরা প্রেম, তোমরা কাম খলতা ধাঁধা,
শান্তি মোরা, তোমরা ভ্রান্তি বিবাদ বাধা ;
তোমরা স্বপন নিদ্রা মোরা, তোমরা সুধায় বিষ উঠাও।
তোমরা ক্ষণিক সুখের মাণিক, আনন্দ মোরা,
তোমরা যেন শূন্য প্রাণ আমরা ভরা ;
আমরা হই সৎ কি অসৎ তাহা তোমরা কাযে ঠিক জানাও।
মোরা গর্ভে ধরি সন্তান-ধন তোমরা নিজের নাম জাঁকাও॥

১৭। কানাড়া—একতালা।

আমি শুধু তোমারি প্রয়াসী।
তোমারি চরণে, সঁপিয়া মরণে,
হ'তে চাই অবিনাশী॥

সর্ব্বধনে ভরা তোমার ভাণ্ডার, কিছু নাই মোর প্রয়োজন তা'র,
তুমি, রক্ষা তরে গৌরব তোমার, থাক ভাব পরকাশি'।
তুমি খেল সদা ষড়ঋতু-কোলে, সুতৃপ্ত-মানস-সমীর-হিল্লোলে,
প্রণয়-সিন্ধুর আনন্দ-কল্লোলে, জ্ঞান-ব্যোমে প্রেমে ভাসি';
উলঙ্গ শিশুর উলঙ্গ পরাণে, রসিক-রসিকা-হৃদয়-বিমানে,
রসজ্ঞ যোগীর গভীর ধেয়ানে, ঢালি' বিশ্ব-প্রেম-রাশি।

১৮। বেহাগ—একতালা।

মরি কি মধু-যামিনী,
যোগিনী—যোগিজন-মনোমোহিনী;
সুরত-কৌতুকে প্রমত্ত মিথুন খুঁজিছে সুযোগ কুলটা কামিনী।

নিঝুম নিশীথে কি যেন ভাবিয়া, বিলাসে প্রকৃতি বসন খুলিয়া,
নাচিছে আপনি আপনা দেখিয়া, সরমে মরিছে রূপসী মানিনী।
বাসরে চাঁদিমা প্রমোদে জাগিছে, বুকে ধরি' ছবি তটিনী ছুটিছে,
আকুল নয়নে কুমুদ চাহিছে, হৃদয়ে লিখিয়ে প্রণয়-কাহিনী;
সেবক সমান সমীর সেবিছে, ঝর্‌ঝর্ করি' নিঝর ঝরিছে,
মহাভাবে গিরি অম্বর চুমিছে, ধরিছে প্রেমিকে বেহাগ রাগিণী।

ধীরে ধীরে তরু চামর নাড়িছে, প্রফুল্ল পরাণে প্রসূন ছুলিছে,
বসুধা মাহিকা-মালিকা পরিছে, হইয়ে চন্দ্রিকা-শয়ন-শায়িনী ;
এ সময়ে মন কর দরশন, জড়ে ও চেতনে মিলন কেমন,
ভ্রম না থাকিবে ভাঙ্গিবে স্বপন, আনন্দ-সদন হইবে মেদিনী।

১৯। পূরবী—আড়াঠেকা।

অই দিন অস্তাচলে চিতানলে প্রবেশিল।
সন্ধ্যা-দূতী ধরা মাঝে আত্মভূতি প্রকাশিল ॥

ক্রমে তার অনুচরী, এল পতি সঙ্গে করি',
শূন্য সেই মুখ হেরি', তারা-হার ডালি দিল।
বন-ফুল-বাস লুটি', সমীরণ আসি' ছুটি',
খেয়ে অঙ্গে লুটোপুটি, কত রঙ্গ আরম্ভিল।
স্বর্গ হ'তে দেববালা, ছড়ালো হিম-মুক্তা-মালা,
জোনাকী জ্বালিল আলা, তরু শির নোয়াইল।
ঝিঁঝি মিষ্ট তান ধরি', বন্দিল তা'য় প্রাণ ভরি',
সুরসিকে গান করি', গুণ-সুধা বিতরিল।
ধাবনে তা'র পদধূলা, উছলিল নগবালা,
নিশাচরে করি' পালা, সেবায় প্রাণ সমর্পিল।
কেন মন এ মধুরেতে, আছ মোহ-শয্যা পেতে,
থেকো না আর ভ্রমে মেতে, হেলায় কাল ফুরাইল।

২০। কানাড়া—একতালা।

বেলার সনে যেমন বনে তরুর খেলা সুরু হয়।
তেম্‌নি ঘরে খেলার তরে শিশুর নানা ভাবোদয়॥

উঠে তরু মাথা নাড়ি', লুটতে যেন ইন্দ্র-বাড়ী,
উঠে শিশু শয্যা ছাড়ি', বিশ্ব প্রেমে ক'র্‌তে জয়।
পুষ্প ফুটে বৃক্ষ-কোলে, মায়ের কোলে হাসে ছেলে,
ডাকে পাখী গাছের ডালে, কোলে শিশু কথা কয়।
নড়ে শাখীর পত্রগুলি, নাড়ে শিশু করাঙ্গুলী,
গাছে লতা নাচে দুলি', কোলে শিশু দুল্‌তে রয়।
কভু অগ যোগে রত, শিশু কোলে নিদ্রাগত,
পাদপ সদা থাকে নত, শিশু কভু দর্পী নয়।
ভানুর কর শিরে মাখি', প্রেমের ভাব দেখায় শাখী,
প্রেমে শিশু মগ্ন থাকি', ঘুচায় ভুল বিষাদ-ভয়।

২১। ঝুম-ঝিঁঝিট—একতালা।

এসেছি তটিনী তোমার কূলেতে কি হেতু ফিরি' না চাও রে।
কেন আবেগ ছুটায়ে লহর ফুটায়ে কল-তানে নাহি গাও রে॥

নিতি নিতি আগে তুফানে খেলিতে, কা'র প্রেমে যেন কত কি গাহিতে
আ'জ বুঝি মোরে লুটাতে ধূলিতে, হৃদি না খুলিতে চাও রে।
সে শশী হৃদয়ে আলোক ফুটায়, সে তারা সুষমা মহিমা বাড়ায়,
সে তরু জুড়াতে চামর ঢুলায়, যা' দেখি' উছলি' যাও রে।

সেই ত সমীর বদন চুমিছে, সেই ত তরীতে প্রেমিক গাহিছে,
কেন তবে এবে প্রাণ না জাগিছে, স্বভাবে জাগায়ে দাও রে।
বুক ভরা তব প্রেমের বন্যায়, ডুবায়ে শ্মশান ভাসায়ে চিতায়,
তরঙ্গ-দোলাতে দোলায়ে আমায়, সিন্ধু দিকে সুখে ধাও রে।
নদী তব সম প্রেমিক যেজন, পাপীকে হৃদয়ে করিয়া ধারণ,
আনন্দ-সাগরে আনন্দে মগন, মনে কি পড়ে না তা'ও রে।

২২। বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আর পাখী র'স্ না নীরব।
আমি কাছে এসে আছি ব'সে শুনিতে সুরব॥

পাতার আড়ালে থাকি', উঠিস্ যখন ডাকি',
প্রাণ-কুঞ্জে তবে দেখি বসন্ত-উৎসব।
সংসারের শত জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা,
পাই যেন মুক্তি-শালা দেবতা-বিভব।
কভু হ'য়ে আত্মহারা, ভুলে রই বিশ্ব-কারা,
কভু হই শূন্য পারা, ভাবি শূন্য সব।
এখনো অই ভাসে ভানু, মাঠে অই চরে ধেনু,
অই বনে বাজে বেণু জাগায়ে শৈশব।
অনন্তের প্রিয়সখা, দিয়েছিস্ যদি দেখা,
ছড়া স্বর সুধা মাখা, বাড়াতে গৌরব।
হৃদি তোর প্রেমে ভরা, কালকূটে নহে জরা,
না জানিস্ ছল-ধারা অসার গরব।

পাখী তোরে ভালবাসি, বসি তা'ই কাছে আসি',
গুণ দেখে দে'রে খুসী, তুচ্ছ ত মানব।
বিষাদের শক্তিশেলে, সদা প্রাণ যায় জ্ব'লে,
সুখে এবে দেরে ঢেলে আনন্দ-আসব।

২৩। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

জগতের হাসি মিশি' তুমি শশী ভেসেছ।
নিশা-মসি তা'ই নাশি' আলো-রাশি ঢেলেছে॥
অই যা' দেখে তব কোলে, কলঙ্কী চাঁদ লোকে বলে,
ও ত কোন কুরূপাকে, রূপ-জালে ঢেকেছ।
কিম্বা কোন মহাঋষি, ছিল মহাধ্যানে বসি',
তা'কে বুঝি ভালবাসি', ধরা-ধন্য ক'রেছ।
অথবা এ হ'তে পারে, তৃপ্ত ভোলা তব করে,
তা'ই এত আদরে তার, শিরে স্থান পেয়েছ।

২৪। ভৈরবী-মিশ্র—কাওয়ালী।

ডাকি যত কেন তত দূরগত হও আকাশ।
ক্ষণকালে মেঘ জালে রাখ হৃদি অপ্রকাশ॥
অনন্তে ঢালিয়া প্রাণ ল'ভেছ অনন্ত-কায়,
হ'য়েছ অনন্ত গুণে অনন্ত—অনন্ত প্রায়,
'সান্ত ব'লে শান্ত দেখি', দিতে নাই সান্ত্বনা কি,
শুনিতে পাই শান্ত না কি, পায় তোমার ভাব-বিলাস।

কেন তবে দীন হেরে ঘৃণায় না ফিরে চাও,
ভ্রুকুটী-বিকাশ কর ডাকিলে না সাড়া দাও,
তা'ই যদি সত্য হয়, কে তোমা উদার কয়,
কে গায় মহিমা তব, ভুলি' তাপ কাল-তরাস।

দেখি ত তোমাতে সব তথাপি নির্লেপ রও,
ধরাতে প'ড়েছ ধরা নির্ব্বিকার তবু হও,
সব রূপে কর রঙ্গ, ছাড় না স্বরূপ-সঙ্গ,
চিরকাল কর অঙ্গ, তবু দেখি:নাই বিনাশ।

অধমে দেখিয়ে তবে কি হেতু বাড়াও মান,
অখণ্ড অনন্ত প্রাণে মিশাও আনন্দ-প্রাণ,
সকলি ত তব কাছে, প্রেমানন্দে মগ্ন আছে,
সকলেরি হৃদি মাঝে, চিদানন্দ-প্রেমোচ্ছ্বাস।

২৫। সুরট-মল্লার—আড়াঠেকা।

চাইনে যে ভাব কেন স্বভাব মনে তা'র ঢেউ উঠাও।
কেন জ্ঞানাভাবে অসদ্ভাবে সদ্ভাবের মুখ পোড়াও॥
কি ভাবে যে অতর্কিতে, ফেল আনি' আসক্তিতে,
পারে না তা' মন বুঝিতে, এম্‌নি মহাভ্রম বাড়াও।
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বরূপ-বীজাধান,
তুমিই করি' সর্ব্বস্ব দান, বিধাতার বল দেখাও ;
আপন ভাবে পূর্ণ বলি', তোমায় মোরা স্বভাব বলি,
তব সম কেউ না বলী, তুমি ভবের ভাব জাগাও।

স্থূল তবু সূক্ষ্ম অতি, স্থির না কভু তব গতি,
তোমাতে যা'র নাইকো স্থিতি, শূন্যে তা'র নাম মিশাও ;
আপন ভাবে সারা বেলা, আপনা ল'য়ে ক'র্‌তে খেলা,
ইচ্ছামত বসাও মেলা, ইচ্ছামত জাল গুটাও।
তব ভাবে ভাসে ভাষা, ভাষায় সৃষ্টি করে আশা,
লয় আশা মনে বাসা, মনোবলে কল চালাও।
তুমি নর তুমি নারী, তুমি দীন, দণ্ডধারী,
যেবা তোমার আজ্ঞাকারী, আত্মানন্দে তা'য় ডুবাও।
আমি আছি তোমায় ধরি', তুমি কেন তুচ্ছ করি',
সদা মোরে ভেবে অরি, আনন্দের ভাব ছাড়াও।

২৬। বেহাগ—কাওয়ালা।

অই দুটী চোখ আহা অই দুটী চোখ।
ওর মাঝে বসুধার, খেলে ভাব-পারাবার,
মায়া দয়া স্নেহ-ছায়া অযত্ন অসূয়া রোখ্‌ ॥
ওর মাঝে ভয়াশান্তি-সন্দেহ-ঝটিকা বয়,
ওর মাঝে জ্ঞান-শান্তি-আনন্দ-আকর হয়,
পূর্ণতার কত হাসি, হতাশার অশ্রুরাশি,
মিলনের প্রেমোচ্ছ্বাস, দুঃসহ বিরহ শোক।
ওর মাঝে স্বভাবের ইতিবৃত্ত-সুপ্রকাশ,
উপেক্ষা প্রতীক্ষা কত সংক্ষেপ সঙ্কেত-ভাষ,
কত শুদ্ধি সিদ্ধি সাদ, অবসাদ পরমাদ,
কত জয় পরাজয়, উত্থান-পতন-ঝোঁক।

ওর মাঝে কত যেন সুধা সুরা কালকূট,
বাঁচে নাচে মরে তা'র যে যা' তা'র করে লুঠ,
কত শূন্য দৈন্য ভূতি, স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য তমঃ দ্যুতি,
অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ, বিবেক-বিরাগালোক।

ওর মাঝে ষড়্‌ঋতু ষড়্‌রিপু করে বাস,
ষড়্‌রস ষড়্‌রাগ আশয় বিষয় লাস,
রঙ্গ ভঙ্গি কত স্মৃতি, কবিত্বের প্রতিকৃতি,
কত খেলা কত লীলা, কতই রসের লোক।

ওর মাঝে সান্তানান্ত দু'য়ের কি সম্মিলন,
ওর মাঝে স্তুতি নিন্দা কত ত্যাগ আলিঙ্গন,
কত তাপ শীতলতা, কত ধৃতি চপলতা
ভীষণ নিরয় কত, কত বা সুদিব্য লোক।

২৭। ভৈরবী-মিশ্র—কাওয়ালী।

মরি মরি কি যেন তুই হাসি।
তোর মাঝে ত্রিলোকীর সর্ব্ব-সুখ-রাশি॥

তোর মাঝে বিলাপীর সান্ত্বনা-শয়ন রয়,
তোর মাঝে বিলাসীর কৌতুক-নিঝর বয়,
নিরাশীর ভাব-গুঞ্জ, তাপিতের শান্তি-কুঞ্জ,
ভিখারীর ভিক্ষাপুঞ্জ, পাপীর পবিত্র কাশী।

তোর মাঝে ভাবুকের ভাসে তত্ত্ব-তড়িত্বান্,
রসিকের রস-সিন্ধু কামুকের কাম-বাণ,

রোগার্ত্তের কত শান্তি, সমর্থের কত ক্ষান্তি,
বিজেতার কত ভঙ্গি, প্রেমীর প্রণয়-ফাঁসি।
তোর মাঝে বিরহীর অটুট আশ্বাস-ভাষ,
যোগীর সুযোগ-ভাস, দোষীর বিশ্বাস-বাস,
কত যুবজানি-রুচি, ভোগী হৃদি-বেদ-সূচী,
দুর্ব্বলের কত বল, বলীর বিজয়-বাঁশী।
তোর মাঝে সাফল্যের সংহর্ষ-হিল্লোল-রাগ,
তোর মাঝে বৈফল্যের উৎকট উদ্যম-যাগ,
সারল্যের মধুরতা, কৌটিল্যের প্রখরতা,
তারল্যের সান্ত ভাব, আনন্ত্য অনন্তবাসী।

২৮। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

* কে তুমি অনন্ত-যোগী করি' সদা প্রাণায়াম।
দেখিছ অনন্ত-রূপ হৃদি-পটে অবিরাম॥
আপুরণ বিরেচন, চলিতেছে অনুক্ষণ,
তবু সাম্যে রাখি' মন, আছ শুদ্ধ পূর্ণকাম।
আ মরি কি তব সিদ্ধি, নাহি ভাব-হ্রাস-বৃদ্ধি,
র'য়েছে যা' হৃদি-ঋদ্ধি, তাহা সিদ্ধ প্রাণারাম।
যুগ আসে যুগ যায়, তত্ত্ব ভাসে লয় পায়,
তুমি নিত্য পূর্ণকায়, চিরমুক্ত যেন বাম।
হেন ভাবে প্রাণ ঢালা, নাহি পাও তাপ জ্বালা
ল'য়ে পূর্ণ সত্ত্ব-আলা, সত্ত্ব দেখ পরিণাম।

*এই গানটী সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।

২৯। ভৈরবী-মিশ্র — কাওয়ালী।

কে তোরা দিস্ উঁকিঝুঁকি রেতে।
কে তোদের উচ্চে অত আসন দিল পেতে॥

ধরাতে না রূপ ধরে, তা'ই বুঝি দূরাম্বরে,
জাগরিত প্রেমভরে, কা'রে যেন পেতে।
উঁচু ব'লে উঁচু স্থানে, যদিও আছিস্ মানে,
তবু রত কর-দানে, বিশ্ব-প্রেমে মেতে।
দিবাতেই ভানু ভাসে, সুদিনেই বন্ধু আসে,
দুর্দ্দিনে যে ভালবাসে, সেই ঠিক ধেতে।
নিশাতেই তোরা ভাসি', ঢেলে দিয়ে আলোরাশি,
তম-বিভীষিকা নাশি', র'স্ ভাবে চেতে।
তোদের ত এই দয়া, তোরা যা'র প্রেম-ছায়া,
চাহে প্রাণ ছেড়ে মায়া, তা'র কাছে যেতে।

৩০। মল্লার-মিশ্র — কাওয়ালী।

ঝুমত ঝুমত আজু মন মেরো গাওয়ে রে।
মন মেরো গাওয়ে মানো জী মেরো ধ্যাওয়ে রে॥

প্রেম-অঙ্গ পুলক গাত, আঁখিয়ান্ বিচ জল সোহাত,
শোভা মুখ কহে না জাত, চন্দ্র যিমি সুহাওয়ে রে।
স্রোত-বারি করি' উমঙ্গ, চহকেঁ সুখ সব বিহঙ্গ,
গগন মধ্য সকল রঙ্গ, সৃষ্টি আব লোভাওয়ে রে।

ভণত দীন পরমানন্দ, নষ্ট হোত সকল দ্বন্দ্ব,
পাওয়ে সো অতি আনন্দ, যো তেরো শরণ আওয়ে রে।

বিষাদ-সঙ্গীত

৩১। খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

বুঝিতে যা' চাই কেবা তা' বুঝায়।
পাই আমি আর কাহারে কোথায়॥

বাসনা-প্রবাহে অবিরত ভেসে, কত লোক সনে মিশি কত দেশে,
আমি কেন আসি, যাই কেন ভাসি',
যা'কে তা' জিজ্ঞাসি হাসিয়া উড়ায়।

কোন ভাবে স্থির না রয় পরাণ, হেথা সেথা ঘুরে পাগল সমান,
কোথা কবে ধাই, কোন বোধ নাই,
স্বপনে বেড়াই কি যেন পোঁকায়।

শশী ভাসে তা'রে কত কথা কই, কথা নাহি বলে আরো মত্ত হই,
ওই তারাগুলি, শোনে কত বুলি,
তবু মুখ খুলি' কিছু না শুনায়।

বায়ু ছুটে বেগে কথা না সে শোনে, ঘৃণা করি' গিরি আছে এক কোণে,
কোন স্রোতস্বিনী, কোনও কাহিনী,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুনিতে না চায়।

তরুতলে যাই তরু মাথা নাড়ে, জন্তুগুলি দেখি পড়ে রোষে ঘাড়ে,
কে আছ চেতন, নিকটে এখন,
করি'সচেতন বাঁচাও আমায়।

৩২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সেথা কি আমার বাজিছে রাগিণী সেথা কি জাগিছে হৃদয় মোর।
যথায় হে প্রাণ লভিছ বিরাম কাটায়ে ধরার বিকার ঘোর॥

পেয়েছ সেথা কি আনন্দ-সদন, নয়নাভিরাম কোনও রতন,
হ'য়েছ কি তা'র প্রণয়ে মগন, স্মৃতি কি ছেড়েছ ভাবি' তা' চোর
মিলন-প্রদীপ সেথা কি নিবে না, বিরহ-লহর সেথা কি উঠে না,
কলুষ-কণ্টক সেথা কি বিধে না, নাহি কি সেথায় যমের জোর।
নাহি তথা পর সব কি আপন, সব কি তথায় মনের মতন,
বিজ্ঞানে সবে কি সতত চেতন, শান্তি-বিভাবরী হয় না ভোর।
সকলের চিরবাঞ্ছিত যে স্থল, যেথা যেতে সদা আনন্দ পাগল,
তথায় তুমি কি আছ সুশীতল, টুটিয়ে অসার আনন্দ-ডোর।
তা'ই যদি হয় কবে তব সনে, মিলিব অক্ষয়-অভেদ-আসনে,
স্বপনের ভেদ দাঁড়াবে স্বপনে, ঘুচিবে তৃষিত নয়ন-ঘোর।

৩৩। ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

ক'টা কথা তোমারে সুধাই।
তুমি প্রাণ খুলে যাও ব'লে তৃপ্ত হ'য়ে চ'লে যাই॥

তুমি যে না ব'লে, ফেলে চ'লে গেলে,
ইহাতে দোষ কি নাই;
কে তোমা লভিল, হৃদয় জুড়ালো,
আগে তা' জানিতে চাই।
যথায় জীবন কাটিছে এখন,
সুখে কি ভরা সে ঠাঁই;

কেহ কি সেথায় জ্বলে না ব্যথায়,
মিলে কি প্রাণের ভাই;
স্বার্থ-হিংসা-দ্বেষ-শূন্য কি সে দেশ,
সবে কি ধরমে চাই;
ছাড়ি' হেথা সব তথার বিভব,
দেখিয়া ভুলিলে তা'ই;
পথের সন্ধান পাইলে হে প্রাণ,
বড়ই আনন্দ পাই;
র'য়েছ যথায়, জানি না তথায়,
আনন্দে কখন ধাই;

৩৪। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ ;

আনন্দের হেম-দীপ কাল-ঝড়ে নিবেছে;
"যথারণ্য তথাগৃহ" এখন মোর হ'য়েছে ॥

আর কভু যেতে ঘরে, কিছুতে না মন সরে,
আর প্রাণ ভোগ তরে, বাঞ্ছা নাহি রেখেছে।
সব ধাঁধা গেছে কেটে, সব নেশা গেছে ছুটে,
দিবা নিশি ভাব ঘেঁটে, জ্ঞান-আঁখি ফুটেছে।
কাটাতে দিন ভব-বাসে, মন না কিছু ভালবাসে,
শুধু এক মুক্তি-আশে, দেহে প্রাণ র'য়েছে।
কোথা সত্য নিরঞ্জন, কর ভ্রম-বিমোচন,
তুমি নিত্য জ্ঞান-ধন, আনন্দ ঠিক জেনেছে।

৩৫। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

ওরে বিধি বিধিমত কার্য্য কি এই করিলে।
নিবাইয়ে হৃদি-আলো দিক-ভ্রমে ফেলিলে॥

আঁখি দিতে না পারিলে, অন্ধ-লাঠি কেড়ে নিলে,
এর চেয়ে কেন তুমি, পরাণ না নাশিলে।
এবে আমি কি প্রকারে, রব বেঁচে এ সংসারে,
সংসারের প্রিয় ধন, নিকটে না থাকিলে।
করি শুধু তব আশা, তোমার কি ভালবাসা,
কেঁদে কেঁদে হই সারা, তথাপি না দেখিলে।
এত যদি ছিল মনে, আনন্দকে ভবে এনে,
প্রভাহীন ক'রে কেন জ্যান্তে মেরে রাখিলে।

৩৬। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

কোথা রে জীবন-ধন কোথা এবে র'য়েছ।
মম তরে এ সংসারে তুমি বড় জ্ব'লেছ॥

হ'য়ে আমি গৃহত্যাগী, হই নি তব দুঃখ-ভাগী,
দুঃখে প'ড়ে ক্ষোভে মোরে, কতই কি ব'লেছ।
যেমন আমি দিছি দাগা, তেম্‌নি তুমি দিয়ে ভোগা,
অসময়ে ভাল তার, প্রতিফল দিয়েছ।
যা' হ'বার তা'ই হ'য়েছে, আনন্দের ভ্রম ঘুচেছে,
আশা করি তুমি যথা, মুক্তি তথা ল'ভেছ।

৩৭। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

সব পাব এ জীবনে তোমা না আর পাইব।
আর না তোমার সনে কোন খেলা খেলিব ॥

সংসারের সুখ-কাযে, মনোহর দিব্য সাজে,
আর না দেখিব তোমা, প্রিয় কথা শুনিব।
কত ভাব গেছি ভুলে, আরও কত যাবে ভুলে,
তব ভাব এ জনমে, কখন না ভুলিব।
শুধু তোমা হারা হ'য়ে, শান্তি নাই বিশ্ব পেয়ে,
এ জন্ম ত তোমা তরে, ভেবে ভেবে মরিব।
কোথা চিত্ত-শতদল, প্রেম-রেণু সুবিমল,
যথা থাকো সুখে থাকো, সুখী তাহে থাকিব।

৩৮। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

আমার এ পাগ্‌লামি আর কা'রে আমি দেখাবো।
কা'রে দেখে আর সুখে প্রাণ-ব্যথা জুড়াবো ॥

কা'র্ আর বল ক'রে, কর্ম্ম-সিন্ধু যাব ত'রে,
কা'র্ হাসিমাখা ভাসে, নিরাশাকে উড়াবো।
কা'র্ গুণে আর বাসে, দিন যাবে অনায়াসে,
কা'র্ প্রেম-রসে আর, রিপুগণে ডুবাবো।
জগ-জন-মনোলোভা, এই যে স্বভাব-শোভা,
দেখাইয়া কা'রে আর, ভব-ভাব ছুটাবো।
সংসার-সুখ-পারাবার, আনন্দ-প্রাণ-অলঙ্কার,
ছিল যে, সে কোথা গেছে, কাহারে কি জানাবো।

৩৯। ঝিঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

আর মোরে এ সংসারে কেহ ভালবাসিবে না।
ক্লান্তি-নাশে মোর পাশে কেহ এসে বসিবে না॥

কেহ আর থেকে বাসে, সুমধুর হাসি ভাষে,
দিব্য ভাবে মাতাইয়ে, প্রাণ মন তুষিবে না।
কেহ আর প্রাণ দিয়ে, প্রাণ মোর কিনে নিয়ে,
প্রাণে প্রাণ মিশাইতে, প্রাণ মাঝে আসিবে না।
আর না কেহ ক্ষুধা পেলে, সুধা দিবে মুখে ঢেলে,
কেহ প্রেম-শশী হ'য়ে, হৃদাকাশে ভাসিবে না।
ছিল যে আনন্দ-ধন, ক'রেছে কাল সংহরণ,
এ জীবনে আসিয়া সে, দুঃখ মোর নাশিবে না।

৪০। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

জুড়াইতে অভাগারে ভবে যদি এলি রে।
শীতল না করি' কেন দূরে স'রে গেলি রে॥

আ'জও মোর হৃদি মাঝে, বাসনার বাঁশী বাজে,
আ'জো আমি ভোগ তরে, পদে যোগ ঠেলি রে।
যবে তোর স্মৃতি জাগে, ব্যাকুলিত হই রাগে,
কাঁদাইয়ে অভাগারে, কিবা সুখ পেলি রে।
মনে করি ভুলি তোরে, ভুলিতে না পারি জোরে,
আ'জো ভাবি তব সনে, যেন কত খেলি রে

৪১। খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

আমি দেশের বালই।
মোর তন-মন-ধন-জন-জোর কিছু নাই॥

না খেলে না বাঁচি, তা'ইগো ভিক্ষা ক'রে খাই,
সাজ ব্যতীত লাজ ঘুচে না, ধটী আঁটি তা'ই।
নিরাশ্রয়ে শঙ্কা দেখি' পর্ণশালা চাই,
ব'ল্‌তে হবে আমি তুমি, সবই এক গাই।
কায ত কিছু ক'র্‌তে হবে, সদাই দেই তাই,
ভোগ ত কিছু ভুগ্‌তে হবে, অঙ্গে মাখি ছাই।
হেথা সেথা ঘুর্‌তে হবে, কোণে বনে ধাই,
পুরস্কার পেতে হবে, নিন্দা গালি পাই।
সঙ্কল্প ত রবে, ভাবি—আমি সর্ব্ব ঠাঁই,
জীবন ধারণ বেঁচে মরণ, কিসে হব চাঁই।
এত গুণের গুণনিধি হয় যে জনা ভাই,
কেন লোকে দেখে তা'কে সুখে দিবে নাই।

৪২। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

সিন্ধু রে! তোর একবিন্দু বারি নহে আপনার।
ও ত অশ্রু—ভারতের পতিহীনা অবলার॥

যাতনা-উচ্ছ্বাস ভরে, তরঙ্গ বুকের'পরে,
তর্জ্জন গর্জ্জন তোর, কান্না-রোল হাহাকার।

জাগিয়ে বুদ্বুদ রাশি, নিমিষে যেতেছে মিশি',
শুষ্ক-জীর্ণ-ভাব বিনা, না দেখি তা' কিছু আর।
শোভিছে আবর্ত্ত যাহা, আকুল মরম তাহা,
দেহের যা' রস রক্ত, দেখি এই ফেণাকার।
প্রমত্ত যখন আশে, তখনি জোয়ার আসে,
হতাশায় লাগে ভাঁটা, প্রাণ—চল-ব্যবহার।
নিয়ে প্রিয় প্রাণশশী, তোর এই রঙ্গরাশি,
মহামূল্য রতন যা', সুপবিত্র সদাচার।
কবে রে ভারতবাসি! কুসংস্কার-গণ্ডী নাশি',
রমণীর'পরে আর, না করিবে অত্যাচার।

৪৩। গৌরী-মিশ্র—একতালা।

আমার সব ছিল সে একে।
আমি ভবে হারিয়ে তা'কে প'ড়েছি ঘোর পাকে॥

ছিল সে মোর শান্তি-মধু, হৃদি-প্রেম-চাকে,
ছিল আশা বল ভরসা সাহস ডাকে হাঁকে।
ছিল চিত্ত ভুলে' বিত্ত দেখে' সদা তা'কে,
ছিল তৃপ্তি প্রাণ-দীপ্তি তাহার হাসি-বাকে।
মনের মতন ক'রে যতন লাজ দেছে সে মা'কে,
সে ধন ছেড়ে জগতে আর থাক্‌বো নিয়ে কা'কে
সে আমার জীবন সম ছিল কত জাঁকে,
সে গেছে—না সব গিয়েছে, আমি গেছি ফাঁকে।

ব'ল্‌তে যদি পারে কেহ কোথা সে মোর থাকে,
চিরদিন সে দীনানন্দে পদে বাঁধা রাখে।

৪৪। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

অরে রে অবোধ ছেলে! কাঁদ তুমি কি কারণ।
কে তোমা বাসিত ভাল কা'র তুমি প্রাণধন॥

যা'কে তুমি মা বলিতে, ছেড়ে কভু না থাকিতে,
'রজ্জু সর্পবৎ' তা'য়, ক'র্‌তে সদা দরশন।
তুমি আমি এই যা' ভবে, কালে ইহা মিথ্যা হবে,
কেন তবে মিথ্যা তরে, হও ভেবে অচেতন।
নাম-রূপ সত্য কবে, আত্মা সত্য আছে, রবে,
আত্মা বই যে মিথ্যা সব, আত্মতা তা'র নিদর্শন।
তুমি আমি ভেদ না মানি', সব এক আত্মা জানি',
আত্মানন্দে হর দিন, আনন্দের প্রস্রবণ।

৪৫। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

জেনেছি জেনেছি তোমা, তুমি চিদানন্দধন।
নাম-রূপে কেন তবে হব ভ্রমে নিমগন॥

মায়াবশে বন্ধুরূপে, এসেছিলে চুপে চুপে,
যা' ছিলে তা' হ'লে পুনঃ, ধাঁধা করি' বিমোচন।
নাম-রূপ-মদে যা'রা, থাকে আগে মাতোয়ারা,
শেষে তা'রা দিশাহারা, সহে নানা নিপীড়ন।

নাম-রূপ গুণ এবে, মরু-মরীচিকা ভেবে,
দীনানন্দ দেখে এক চিদানন্দ সনাতন।

৪৬। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ

মা ব'লে ক'াদিস্ কেন ওরে বাছা বাছাধন।
যে মা তোরে গেছে ফেলে সে নহে আপন জন॥

সে মা বটে কোলে নিত, সুখে মুখে চুমো খেত,
ক্ষুধা পেলে খুলে দিত, বক্ষ-সুধা-প্রস্রবণ।
ভয় পেলে কত ব'লে, নাচাতো শীতল কোলে,
দিত নাকো যেতে গোলে, সইতো নিজে বিড়ম্বন।
এত গুণ ছিল তা'র, তথাপি সে নহে সার,
কর্ম্মদোষে আপনার, ক'র্‌লে তনু বিসর্জ্জন।
যে মায়ের কৃপা তরে, জন্ম তোর তা'র উদরে,
অই শোন্ তার স্বরে, করে সে কি সম্বোধন।
"ভয় নাই আমি কাছে, কি অভাব আর আছে,
যদিও সে ছেড়ে গেছে, আমি পাছে অনুক্ষণ।
মা মা ক'রে মিছা ডেকে, ফেলিস্ নারে দুখে মোকে,
ধৈর্য্য ধর্ আজি থেকে, সুখে র'বি চন্দ্রানন"।

৪৭। পিলু—যৎ।

ছেড়েছিস্—না বেঁচে গেছিস্, জুড়ায়েছে হাড় তোর।
এবে শাপে রোগ-তাপে জ্বলিতেছে হৃদি মোর॥

যেরূপ পাপ-মনের দশা, বাঁধন'পরে বাঁধন কসা,
শান্তির নাই কোন আশা, বরং আরো বাড়্ছে ঘোর।
ক'র্তে যাহা প্রাণ না রাজি, ক'র্ছে তাহা মনটা পাজি,
দেখ্তে সদা মনের বাজী, বিগত বোধ আয়ু জোর।
ঘুর্ছি ভবে উদাস ভাবে, ভাব্ছি কবে দেহ যাবে,
প্রাণ! তোরে এ প্রাণ পাবে, কেটে যাবে ভ্রান্তি-ডোর।
রে চিদানন্দ-রূপরাশি! তোরে বড় ভালবাসি,
তা'ই আনন্দ তোর প্রয়াসী, চাহে না আর থাকৃতে চোর।

৪৮। জয়জয়ন্তী—যৎ।

এমন ক'রেও সাধের হাট ভাঙিলিরে তুই ভগবান!
বিন্দুমাত্র নাইকো দয়া এম্নি কুলিশ-কঠোর-প্রাণ॥

প্রেমের সেই পুতুলগুলি, ব'ল্তো যখন প্রেমের বুলি,
হৃদয়-সাগর উঠ্তো ফুলি,' ছুট্তো কত ভাবের বান।
দেখ্লে তা'দের বিধুবদন, জুড়াতো মোর সকল বেদন,
গৃহ হ'ত শান্তি সদন, থাকৃতো না মন ম্রিয়মাণ।
আবার যখন ভালবেসে কত মধুর হাসি হেসে,
প'ড়তো ঢ'লে কোলে এসে, ভাঙা বীণা ধ'র্তো তান।
কই আজি ত ডাকৃছি কত, কেউ ত আসি' আগের মত,
আলিঙ্গনে হয় না রত, জুড়ায় নাকো ভাষে কাণ।
কোথা তুমি গুণ-সিন্ধু! সর্ব্বভাবে চিরবন্ধু,
দীনানন্দ যাচে বিন্দু, শান্তি-পদে পেতে স্থান।

৪৯। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

আমার প্রাণের প্রাণ গিয়েছে স'রে।
তা'রে পায়ে নাহি ঠেলে, লও কোলে তুলে,
হেলায় ফেলিয়ে রেখো না দূরে।

মাতৃস্নেহ সে ত পায়নি জীবনে, দেখেনি তাহারে কোনও স্বজনে,
সদা সে জ্বলিয়া বাক্য-হুতাশনে, ছিল আজীবন মরমে ম'রে।
ভাবনার স্রোতে দিবানিশি ভাসি', ননীর শরীরে নানা রোগ আসি',
জাগাইয়া হৃদে দুঃখ-তাপ-রাশি, রেখেছিল তা'রে নির্জীব ক'রে।
কোন আশা তা'র কখন মিটিনি, কোন তাপ তা'র কখন ছুটিনি,
সুভাব-কুসুম ফুটেও ফুটিনি, অকালে শুকায়ে প'ড়েছে ঝ'রে।
জানি না কি ভাবে কোথা সে এখন, যদি দুখে থাকে আনন্দ-জীবন,
দাও ত্বরা তা'রে চিরমুক্তি-ধন, আর যেন চোরে না লয় হ'রে।

৫০। পূরবী—আড়াঠেকা।

কে তুমি যাও এই উজানে আলো জ্বেলে তরি বেয়ে।
কৃপা করি' কাছে এস, বাঁচি দু'টো কথা ক'য়ে॥

আমি পারে যাব ব'লে ব'সে আছি একা কূলে,
কত নেয়ে গেল চ'লে, গেল না কেউ মোরে ল'য়ে।
নিজের যে জীর্ণ তরি, সাধ্য নাই তাহে তরি,
তা'ই তব বল করি', আছি তব মুখ চেয়ে।
গেছে বটে আরো কত, কেউ না কিন্তু মনোমত,
কেহ না যায় তোমার মত, প্রেমে মাতৃগুণ গেয়ে।

দেখ্‌ছি তোমার নায়ে আলো, তোমাকে লেগেছে ভাল,
দয়া ক'রে নায়ে তোল, নতুবা কাল এল ধেয়ে।
ক'র্‌তে ভব-সিন্ধু-পার, তুমি গুরু-কর্ণধার,
ক'র না ছল বৃথা আর, আনন্দকে ন্যাকা পেয়ে।

৫১। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

দুঃখ এবার টের পেয়েছ।
বড় শক্ত স্থানে চার ফেলেছ॥

আগে বটে সাম্‌নে এসে কতই দাপে কাল হ'রেছ,
এখন কিন্তু আমায় দেখে দুঃখ পেয়ে ভয় খেয়েছ।
দেখা শুনা যায় সতত, যে জ্ঞানী-ঠাঁই হা'র মেনেছ,
সেও আমারে দেখ্‌লে ডরে, এম্‌নি দুখ-বীর ক'রেছ।
যা' হোক্ তুমি মান্য ক'রে কাছ থেকে যে দূর হ'য়েছ,
এই আমার বাপের পুণ্য, সবার কাছে মুখ রেখেছ।
হাসি দেখ্‌লে যেমন আগে কাঁদায়ে তা'র শোধ নিয়েছ,
আনন্দ কয় তেম্‌নি এখন সেই রোদনে প্রাণ সঁ'পেছ।

৫২। কাফি-সিন্ধু—ত্রিতালী।

এত ব্যঙ্গ কেন রে সংসার !
আমি কি ছেড়েছি তোরে, তুই ত ছাড়িয়ে জোরে,
ক'রেছিস মোর'পরে শত অত্যাচার।

বিদ্রূপ দেখিয়া তোর কিঙ্কর-কিঙ্করীকুল,
করে কত উপহাস ধরিয়ে পৈত্রিক ভুল,
মেঘাড়ালে শশী ঢলে, বায়ু সর্ সর্ বলে,
তটিনী কুটিল ভঙ্গ তুলে অনিবার।

পাখী না ঢালিয়া সুধা নীরবে উড়িয়া যায়,
কুসুম ফিরায় মুখ, ভুলেও ফিরে না চায়,
আছে তরু শির তুলি', গিরি আছে গর্ব্বে ফুলি',
নিঝর ছুটিয়া যায় যথা পারাবার।

কেবল অনন্ত-ছায়া অই যে অনন্তাকাশ,
দিতেছে আমার হ'য়ে অমল স্বরূপাভাস,
জেনে রাখ্ তা'র বলে, তোর অই পদতলে,
হবে না আনন্দ-রূপ বিদলিত আর।

৫৩। বেহাগ—একতালা।

যাও যাও তবে যাও!
স্বর্গদেবী হেথা, কেন স'বে ব্যথা,
স্বর্গে যেয়ে সর্ব্ব সুখ পাও।

দু'দিনের তরে তুমি হেথা আসি', পাপ-সংসারের দেখি' রঙ্গ-রাশি,
পরিতাপে জ্ব'লে, কত ব'লে গেলে, সব জ্বালা এখন জুড়াও।
হেথা তব দান প্রেম ভালবাসা, সারল্য সুনীতি পূর্ণানন্দ-আশা,
কে বুঝিবে বল, কে বাসিবে ভাল, যোগ্য স্থানে যোগ্যতা দেখাও;
হেথা তা'র ভাল, প্রীতে জাগে তা'র, মিথ্যা অভিমানে হৃদি ভরা যা'র,
অয়ি প্রাণ-হাসি, পুণ্য-প্রভারাশি! দেব-বাসে আনন্দ ছড়াও।

আমি ত বলিব তব গুণে হেথা,
জুড়াতো আমার সব মর্ম্ম-ব্যথা,
মম সে কথায় সত্য কে ডুবায়,
তুমি চিদানন্দে আপনা ডুবাও ;
স্মৃতির কনক-মন্দিরে আমার,
যে রূপ-দেউটী জ্বলিছে তোমার,
সদা তা'ই দেখি' আছি আমি সুখী,
আর সুখ না দেখি কোথাও।
অন্তিমের পথ কণ্টক-জড়িত,
পথে বোধ হয় হ'য়েছ পীড়িত,
দেব-গুণ-গানে শান্তি আনি' প্রাণে,
জ্ঞান-প্রেম-ফোয়ারা ছুটাও ;
লও অভাগার শুভ-আশীর্ব্বাদ,
"নাশ হোক্ সব বিষাদ প্রমাদ,
অবসাদ হর, আত্মবল ধর,
হৃদে চিরবসন্ত জাগাও।
জ্বালার সংসারে কভু যেন আর,
আসিতে না হয় বিপাকে তোমার,
ত্রিদিবে থাকিয়ে ত্রিতাপ এড়ায়ে,
জয়-কেতু সতত উড়াও" ;
কোথা দেববালা! তোমরা কোথায়,
আনন্দের ধন অই স্বর্গে যায়,
ধ'রে জ্ঞান-আলা, নিয়ে মুক্তিমালা,
যত্নে তা'র গলেতে পরাও।

৫৪। পূরবী—ঠুংরি।

তুমি কা'র্ ধন।
কা'রে ছ'লে এসেছিলে জুড়াইতে মম মন॥

তুমি বটে এসেছিলে,
দু'দিন না কাছে র'লে,
দাগা দিয়ে চ'লে গেলে,
পুনঃ কা'র নিকেতন।
তোমার কি এই ধর্ম্ম,
এই কি তব প্রিয় কর্ম্ম,—
ভালবেসে নিয়ে মর্ম্ম,
কর ফেলে পলায়ন।
যা'র ধন যথা রও,
তথা চিরসুখী হও,
রাগ দ্বেষ ভুলে যাও,
আনন্দের নিধুবন।

আর যেন মায়া-ছলে, ডুবিও না হলাহলে,
হও মুক্ত আত্মবলে, ভাবি' আত্মা নিরঞ্জন।

৫৫। ইমন-পূরবী—ঝাঁপতাল।

মিছা দোষী ক'র না আমায়।
আমি আনিনি তোমারে হেথা দেইনি বিদায়॥

তুমি ব্রহ্ম নাহি জানি,' তুমি নিজে অন্য মানি',
ঘটায়েছ আত্মগ্লানি কর্ম্মের গোড়ায়।
কর্ম্ম-বশে ভবে এসে, দু'দিন মোর পাশে ব'সে,
হেসে খুসে ভেসে শেষে গিয়েছ কোথায়।
ক'রেছ যে উহু-আহা, যা' হ'বার হয় তাহা,
আসে যে করিতে যাহা. সে তা' করি' যায়।
যেমন তব কর্ম্ম ছিল, তেমন সব যুটেছিল,
তেম্‌নি সকল ফল ফলিল, কে তাহা এড়ায়।
যতদিন মায়া-পাশে, থাকে যে ভূ-কারাবাসে,
ততদিন দুঃখ-নাশে গুরু না সহায়।
ভব-ভাব ভুলে' যবে, ভব-ভাবে মগ্ন রবে,
পাশ হ'তে মুক্ত তবে আনন্দ-প্রভায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে, মুক্ত হও আত্মভাবে,
জ্ব'ল্‌তে না আর এস ভবে ত্রিতাপ-জ্বালায়।

৫৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

মন যদি চা'স্ আসল বাড়ী।
তবে নকলটা কি ছাখ্ আগাড়ী॥

বিশ্ব মাঝে এই যা'রাজে, দেখ্‌লে একটু নাড়ি'চাড়ি',
দ্রব্যগুলি নকল বলি' প্রকাশ পায় তাড়াতাড়ি।
নকল যা' তা' আর কিছু নয়—ব্রহ্মশক্তি কেন্দ্র মাড়ি',
বিশ্বরূপে মূলের বল দেখায় মূলে আপনা পাড়ি'।
স্থূল ব্যতীত মূল পতিত, মূলের বোধ ভুলে পড়ি',
ভুল যা' আসে স্বভাব-বশে, স্বভাব-জ্ঞানে যায় তা' ছাড়ি'
ধ'র্‌তে স্বভাব অভাব যথা মনোরাজ্য লয়রে কাড়ি',
আসলটা কি ধ'র্‌তে তথা দেখা চাই এ নকল ঝাড়ি'।
তিতা মিঠা গরল সুধা কোথাও নয় ছাড়াছাড়ি,
কাঁচায় যে কুল রোগের মূল পাকায় উঠে কুড়ি কুড়ি।
সাগর-জলে মলা চলে, তলে রত্ন গাড়ী গাড়ী,
ক্ষিতির উপর পাহাড় মরু, নিম্ন দেশে ধাতুর কাঁড়ি।
আসল ভুলে নকল ল'য়ে কেবল যা'র বাড়াবাড়ি,
জীবন তা'র যায় কাটিয়ে খেয়ে কালের ঠ্যাঙার বাড়ি।

৫৭। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

কি হবে মন শাস্ত্র ঘেঁটে।
ছ'টো বচন ঝেড়ে কাঁচা মিঠে॥

মুখের কথায় ধর্ম্ম হ'লে কেন লোকে ম'র্‌বে খেটে,
কেন বনে কঠোর ধ্যানে যোগীর দিন যাবে কেটে।
"দোকান ভরা এই যে মিঠাই" মুখে ব'ল্‌লে যায় কি পেটে,
সিদ্ধি সিদ্ধি ব'ল্‌লে, নেশায় পানের সখ্‌ না কভু মেটে।
দুগ্ধ মাঝে ননী রাজে, সহজ বলা কেতাব চেটে,
বিনা মথন গুণ-কথন ব'ল্‌তে কা'রো মুখ না ফুটে।
সকল ভাগে কর্ম্ম আগে চ'ল্‌তে যে চায় তা'কে ছেঁটে,
কথায় প্রাণ উদার তা'র একটু আঁচে যায় সে ফেটে।
শক্তি-রাগে ইচ্ছা জাগে, ইচ্ছা-যাগে কর্ম্ম যুটে,
কর্ম্মে বুদ্ধি, বুদ্ধিতে জ্ঞান, জ্ঞানে প্রেমের লহর ছুটে।
কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম শূন্য, জীব জগতে কর্ম্ম-মুটে,
কর্ম্মের শেষ আত্মকর্ম্ম, ব্রহ্মত্ব যা'য় ভেসে উঠে।

৫৮। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

চাপ্‌লে কি মন থাকিস্‌ চুপে।
তুই জব্দ কেবল প্রজ্ঞা-দ্বীপে॥

তিলেক তরে রেহাই দিলে প্রাণটা ভয়ে উঠে কেঁপে,
উদার ভাবে রাখ্‌লে ছেড়ে গণিস্‌ তৃণ জুজু ভূপে।
এম্‌নি কাণ্ড বাধাস্‌ ষণ্ড গণ্ডগোলে দাপে হুপে,
সাধ্য কি আর বাধ্য করি' কোনরূপে রাখ্‌তে চেপে।
ফিকির ক'রে মরিস্‌ ঘুরে লোভে প'ড়ে রাঙারূপে,
ব'ল্‌লে কথা ঘুরিয়ে মাথা ডুবাস্‌ পাপে পচা কূপে।
কি দুরন্ত হ'স্‌ না শ্রান্ত সারাদিনটা তেতে ধূপে,
সত্য-ধর্ম্ম হেলায় ভুলে' অহঙ্কারে উঠিস্‌ ফেঁপে।

আনন্দ কয় তুই তা'র দাস বাঁধে তোকে যেজন যূপে,
বিবেক-খাঁড়া দেখ্‌লে খাড়া উঠিস্‌ নে আর রেগে ক্ষেপে।

৫৯। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

আশার কোয়াশা বড় আশা কভু মিটে না।
এ জগতে তবু কা'রো আশা-নেশা ছুটে না॥

এম্‌নি বেটী কুহকিনী, যদি একটা মন্ত্র শুনি,
অম্‌নি হৃদে বসে জিনি', জ্ঞানী গুণী মানে না।
নিঃস্ব আছি বিশ্ব লব, ক্রমশঃ দেবত্ব পাব,
আরো বড় কত হব, মুখে সব ফুটে না।
বিসূচিকা রোগ বড়, আশা-রোগ আরো দড়,
রোগ-বশে ধরা ছাড়, সে ত সঙ্গ ছাড়ে না।
শিথিলাঙ্গ শ্বেতকেশ, অষ্ট যে বুড়া পায় ক্লেশ,
আশা-রোগে দশা শেষ, তথাপি রোগ ঘুচে না।
আশায় নাই শান্তি ভবে, শান্ত যদি কেহ হবে,
নিরাশাকে বর তবে, ভব-ভয় রবে না।

৬০। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

উঠিস্‌ নে মন! তেড়ে ফুঁড়ে।
ও তোর ক'দিন জোর এ ছার কুঁড়ে॥

বিষয়-লোভে মনের ক্ষোভে মরিস্‌ সদা জ্ব'লে পুড়ে,
ধনীর দ্বারে আশা-ভরে বেড়াস্‌ ঘুরে মাথা খুঁড়ে।
আমীর-উজীর-আইন-নজীর-পীর-গাজীর কথা পেড়ে',
নেশার ঝোঁকে সদাই চোকে পেঁড়ো দেখিস্‌ ব'সে পিঁড়ে।

ভূতের বাটী বেগার খাটি' গাঁটির কড়ি ফেল্‌লি ঝেড়ে',
ইষ্টি তরে নাইকো দৃষ্টি স্থষ্টিছাড়া ভেড়ের ভেড়ে।
বদ্‌নামি তোর ও হারামখোর! হ'য়েছে এ মুল্লুক যুড়ে,
এম্‌নি কুরীত করে যে হিত দু'কথা তা'য় বলিস্‌ তুড়ে।
ওলা পেলে পায়ে ঠেলে স্থতৃপ্ত হ'স্‌ ঝোলা গুড়ে,
সব খেয়ালি দিন গোঁয়ালি বাজে কাজে ন্যাকা কুড়ে।
বলি আজি শোন্‌ রে পাজি! কু-ধন সব ফেলি' ছুঁড়ে',
সেধে' আপন হৃদয়-ধন আনন্দে থাক্‌ সৌধ-চূড়ে।

৮১। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

ভাবনা কি মোর আমি ম'লে।
আমি মরাই ভাল মূলে এলে॥

বিষয়-বুদ্ধি-মন-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয়-ভূত আমি হ'লে,
নিদ্রাকালে কেন সে সব জান্‌তে নারি আমি ব'লে।
তখন ত আর প্রাণ আমার দেহ ছেড়ে যায় না চ'লে,
কোথায় তবে আমিত্ব মোর বিলুপ্ত হয় আমায় ছ'লে।
দেহে যিনি দ্রষ্টা-পুরুষ আত্মভাবে আছেন ঢ'লে,
দেহরূপী আমির লয় হয় সে দ্রষ্টা-তত্ত্ব পেলে।
দেহাত্ম-জ্ঞান থাক্‌তে আমি খণ্ডভাবে ম'র্‌বো জ্ব'লে,
সত্য-শুদ্ধ-জ্ঞানে আমি নিত্য বুদ্ধ ভ্রান্তি দ'লে।
যমের মুখে কে যেতে চায়, স্বভাব পাই আমি গেলে,
থাক্‌বে অভাব কাল-প্রভাব, দেহ ধরি' আমি র'লে।

৬২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

তফাৎ কি আর গৃহ বনে।
যদি সংসার-ভাব থাকে মনে॥

গৃহীর মত কার্য্য সকল ক'র্‌লে যেয়ে ঘোর কাননে,
কেন রম্য হর্ম্ম্য ত্যজে' পর্ণশালে পর্ণাশনে।
থাক্‌লে স্পৃহা আসক্তি রাগ কন্দ-মূল-ফল-ভোজনে,
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য যাহা ত্যাজ্য তাহা কি কারণে।
ক'র্‌লে শয়ন মৃগাজিনে লাজ নিবারি' চীর-বেষ্টনে,
কি দোষ বাড়ে জামা যোড়া খাট পালঙ্ক সাজ শয়নে।
স্নেহ আদর ক'র্‌তে হ'লে বন্যপশু পক্ষিগণে,
লোকের সোহাগ করি' তেয়াগ জীব বিমুক্ত হয় কেমনে।
ধনাকাঙ্ক্ষা জাগে যদি অভাব গণি' যোগ-সাধনে,
ত্রকুড়ি সাত ছেড়ে কেন চেষ্টা—হাতের পাঁচ-রক্ষণে।
আসক্তিহীন হ'য়ে যেবা শান্তভাবে রয় সদনে,
বনবাসে থাকার চেয়ে বেশী সুখ সে পায় জীবনে।

৬৩। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

অধিক আশ কে ভাল বলে।
অতি আশায় ভবে মনটা জ্বলে॥

যে ভাবের যে অধিকারী সে ভাবে সে যদি গলে,
তা' হ'লে আর গণ্ডী ছাড়ি' পাপের পথে পা না চলে।
আধসেরের জলাধারে এক সের না যায় কৌশলে,
অধিক নীর ঢাল্‌লে তাহে বেশীর ভাগ গড়ায় তলে।

সাগরে রয় জল যতটা কভু না সব আসে নলে,
ঘটের জলে কায চলিলে কায কি বল জালার জলে।
ছেলে ধ'র্‌তে না জেনে ভাই কেউটে ধ'রতে যায় যে বলে,
বাঁচার আশা কোথায় তা'র, মরণ-ভয় প্রতিপলে।

৬৪। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

ভক্তিটা নয় ক্ষীরের পুলি।
ও তা' যে সেই লবে মুখে তুলি'॥

খাওয়া যদি সোজাই হবে বচন ঝেড়ে কেতাব খুলি',
একটা ফল পাই নে কেন নেড়ে গ্রন্থ-বৃক্ষগুলি।
কথায় তবে ভক্তি-কোথা, কথাটা হয় যুক্তির ডুলি,
বিশ্বাসই হয় ভক্তির মূল, ভক্তি-মূলে মুক্তি-ঝুলী।
জগৎ জেনে বিভুর রূপ ভাবে যখন রইবো ভুলি',
অহৈতুকী-ভক্তি-রাগে হৃদি তখন উঠ্‌বে ফুলি'।
গালা, ঘৃত, মধুর মধু, ভক্তির এই সংজ্ঞাগুলি,
মধু-ঘৃত রসাত্মক, গালা ত হয় শক্ত গুলী।
জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি-ধনে পায় না কেহ ঝেড়ে' বুলি,
হীরা-জীরা-ভেদ না তাহে, সমান গণ্য টাকা ধূলি।

৬৫। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা

বলিস্‌ রে মন! গুরু কা'রে।
গুরু যায় না বলা যা'রে তা'রে॥

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু গুরুর আড়ং এ সংসারে,
এত গুরু থাক্‌তে দেখি শিষ্য ঘুরে অন্ধকারে।
শিক্ষাগুরু থাক্ না বহু আন্‌তে জ্ঞানে সদাচারে,
দীক্ষাতে তা' চ'ল্‌লে পরে সবই নষ্ট ব্যভিচারে।
যে যাহাকে বলুক্ গুরু মজিয়ে তা'র ব্যবহারে,
সে কুলগুরু আত্মারাম ব্যক্ত সদা সহস্রারে।
কায় মন প্রাণ সুবুদ্ধি জ্ঞান সব সে গুরুর অধিকারে,
যা'কে তা'কে গুরু ক'রে যায়গো ভক্ত ছারেখারে।
দীক্ষাগুরু-প্রথা তবে দেখা যায় যা' লোকাচারে,
ভোগী যোগ্য নয় সে কাযে, যোগী বটে চ'ল্‌তে পারে।

৬৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সুখ চেয়ে মোর শান্তি ভাল।
সুখ পেয়েও দেখি দুখ না গেল॥

সুখে যখন মত্ত হ'য়ে চিত্ত থাকে অবিহ্বল,
তখনও এই চিন্তা মনে—অই বুঝি গো দুঃখ এল।
দুঃখ কিছু নয়গো দুখের, দুঃখের চিন্তা—দুখ প্রবল,
ঠ্যাঙার ভয় আর কি তবে, যখন তাহা মাথায় প'ল।
সুখের সঙ্গে দুখের কিন্তু মনের মিল আছে বল,
তা'ই না ছাড়ে কেউ কাহারে যেমন ভবে আঁধার আলো।
ভবে থাকা যে সুখ তরে তা'তে যদি দুঃখ র'ল,
কেমন ক'রে সে সুখ নিয়ে পাব শেষে শান্তি-ফল।
সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল দুঃখেতে যায় মনের মল,
দুঃখ চেয়ে শান্তি ভাল স্বভাব আর হয় না কালো।

স্বভাব পেলে অভাব কি আর, আনন্দে প্রাণ ঢলঢল,
আনন্দ তা'ই স্বভাব-লাভে আত্মারামের করে বল।

৬৭। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

হোক্ যে, বড় সে তা'র ভাবে।
ছোট কা'রো কাছে কেউ না ভবে॥

ছোট বড় দুইটী কথা লোক মুখে যে শুনি তবে,
সে কেবল আপন চেয়ে লঘু ঘৃণ্য ভাবি' সবে।
সে এক ভাবে এমন মহৎ, যেজন অতি ক্ষুদ্র হবে,
ভাবি যা'কে অতি শ্রেষ্ঠ সে ভাবে সে ছোট রবে।
সব ভাবে কেউ ভবে কভু গরিষ্ঠ নয় গুণ-গৌরবে,
সবাই তা'ই এক কথাতে কাহারো না বড় কবে।
হয় যদি কেউ তুল্য ভাবে, উনিশ বিশ মেনে লবে,
অন্য ভাবে হ'লেও বড় গুরুত্ব তা'র নাহি ভাবে।
যে ভাবে যে হোক্ না বড় প্রত্যেকেই কয় গরবে,
আশায় যখন আছি বড় অন্য কে আর বড় তবে।
ছোট বড় সবার মনে বড় হ'বার ভাবটী যবে,
সবার যিনি শ্রেষ্ঠ, সবে ভজুক্ সে ভব-ধবে।

৬৮। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা

কয় আমাকে অনেক লোকে।
তুমি কোন্ ধরমে ভজ কা'কে॥

ধর্ম্মী যা'রা তা'রা কখন লোকাচার না দূরে রাখে,
তোমার কাছে সে লোকাচার বেদ-বিধি না কেন থাকে।
মুখের হাসি চেপে' আমি উত্তর এই দেই সবাকে,—
আমি ত হই আত্মধর্ম্মী ব্যক্ত যা' না ডাকে হাঁকে।
আত্মধর্ম্মে থেকে' আমি মান্য করি যা'কে তা'কে,
পাঁচ উপাসক যাহা না চায় লই টেনে তা' আমি জাঁকে।
মণ্ডা পেলে তুষ্ট না হই, না রই রুষ্ট তুচ্ছ শাকে,
ঝাঁকের সঙ্গে কভু চাকে, কভু আবার সবার ফাঁকে।
এ ভাব ছাড়া অন্য ভাবে অন্য ধর্ম্মী ভাব্‌লে মোকে,
দোষ বিনা কেউ গুণ না পাবে, প'ড়ে সদা ভ্রান্তি-পাঁকে।

৬৯। সুরট—একতালা।

তোরা কি ব'লে ডাকিস্ মোরে।
আমি তোদের শ্রেণীতে, না পারি মিশিতে,
ওরূপ গরব-নিশান ধ'রে।

যে পথের তোরা তৃষিত পথিক, যে ফলে তোদের লালসা অধিক,
আমি দেখি সদা সে পথ বেঠিক, সে ফল লভিতে পড়িব ঘোরে।
খুলিয়ে বাণীর মন্দির-ফটক, লিখি' কাব্য, নানা নভেল নাটক,
চা'স্ তোরা যত দেখাতে চটক, বাঁধিতে হৃদয় হাটক-ডোরে;
প্রাণ তত জাঁক চাহে না করিতে, চাহে মাতৃগুণ গাহিতে গাহিতে,
চাপিয়ে মায়ের প্রেমের তরীতে, ত্বরিতে ভূদধি তরিতে জোরে।
তোরা কেহ বালী কেহ হ'স্ বলি, কেহ চতুর্ভুজ কেহ রঘু বলী,
কেহ ঝেড়ে বুলি, সেজে ঘোর কলি, শিবত্ব ফলাস্ গরব ক'রে;

কেহ বা বাল্মীকি কেহ বেদব্যাস, কেহ বিদ্যাপতি কেহ কালিদাস,
আমি কিছু নই, শুধু কালিদাস, কালী-গুণ গাই পরাণ ভ'রে।

৭০। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

আ'জ কা'ল যা' দেখি জাতি।
তাহে নাইকো যেন জাতির জাতি॥

থাক্‌লে জাতির বিশেষত্ব হয় কি তাহে হাতাহাতি,
হয় কি ভক্ত নানা থাকে বামুন কায়েত বৈশ্য তাঁতি।
ধাতু চেতন ল'য়ে যখন দেখি সবার হয় আকৃতি,
জাতি ব'ল্‌তে লোক-সমাজে বুঝায় এক মানব জাতি।
আত্মা সদা জাতিত্বহীন চিরশুদ্ধ মুক্ত পাতি,
ধাতু ত জড়, জড়ধর্ম্ম নয় জীবত্ব-অন্তঃপাতী।
বর্ণ ব'লে শাস্ত্র মাঝে দেখ্‌তে পাই যে দু-চার পাঁতি,
সে বর্ণ হয় গুণগত গুণোৎকর্ষে বর্ণ-খ্যাতি।
গুণ নয়রে বর্ণগত, ব্যক্তিত্বের তা' পক্ষপাতী,
গুণ-কর্ম্মে বর্ণ-বিভাগ, গুণেই যত মাতামাতি।
বিধি কা'রো ঘুষে কভু বসে নাই এ বিধি পাতি',
মুচি যেজন মুচিই রবে, হবে না তা'র দোষের সাতি।
যা'র যে বর্ণ হোক্ না কেন, সদ্ভাবে সে রইলে নাতি,'
মোক্ষফল-অঙ্গীকারে সে বর্ণ তা'র নয় অরাতি।
একই মূল সবার যবে মূলে কোথা ভিন্ন জাতি,
অজ্ঞানে যে ভিন্নত্ব-বোধ নাশ করে তা' প্রজ্ঞা-বাতি।

৭১। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

নূতন কেবা হয় এ ভবে।
নব কেউ না হেথা কেউ না হবে॥

ছিল যাহা রূপান্তরে তা'ই আছে বা তাহাই রবে,
সত্ত্বা আগে না থাকিলে কি ক'রে সব হ'চ্ছে তবে।
যা' আছে তা' রবে কিন্তু যা' নাই তা' হয় কে কবে,
নাম-রূপের ব্যতিক্রমে নবত্বে সব দেখে সবে।
তা'ই ত বলি এই যে জনম, নূতন কেউ না মেনে লবে,
নূতন হ'লে অন্ত রূপে সাজাও ত খুব সম্ভবে।
এখন বুঝ এত বস্তু থাকৃতে মোরা মানুষ যবে,
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে এ জন্ম কি নহে তবে।
কর্ম্ম যদি না মানা যায় কেন কেহ রাজ-গৌরবে,
কেন বা কেউ হতমানে ভিক্ষা করে লোক-স্তবে।
চিররোগা জন্মান্ধ লোক শত শত দেখ্‌বে ভবে,
জন্মার্জ্জিত পাপ না র'লে অমন ক্লেশ কেন সবে।
আরো দেখ পূর্ব্ব যদি পর না মানো ভ্রম-গরবে,
কোষকার যে হয় পতঙ্গ, এ দৃষ্টান্ত মিথ্যা কবে।
যদি বল নূতন ভাবে পাঠায় ভবে ভব-ধবে,
ভাব যদি তা'র পূর্ব্বে না রয় কোথা রয় সে পূর্ণ ভবে।
আরো দেখি সবাই যবে আঁতকে উঠে মরণ-রবে,
ম'রে ম'রে তখন সে ভয়, আনন্দ কয় অনুভবে।

৭২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

স্বর্গ নরক আছে কোথা।
ভবে এ ল'য়ে হয় অনেক কথা॥

কেউ বলে তা' মর্ত্ত্য মাঝে কেহ বলে নয় তা' হেথা,
সবাই যবে আছে বলে, বাক্য কিন্তু নয় অযথা।
দেখ্‌লে এ সব ভবের ভাব, সিদ্ধান্ত না হয় অন্যথা,
কা'রো গায়ে শাল দোশালা না পায় কেউ ছেঁড়া কাঁথা।
কেহ রাজা রয় সুভোগে, গাহে সদা প্রেমের গাথা;
কেউ বা মেথর বিষ্ঠা ঘাঁটে, গালিতে পায় প্রাণে ব্যথা।
এটা যদি না মানে কেউ কা'র্ না এ ভাব প্রাণে গাথা,
পাপীর সঙ্গ ঘোর নরক, স্বর্গ তথা সাধু যথা।
ইহাও যদি মিথ্যা ভেবে না মানিতে চাহে বৃথা,
মায়া-গর্ভ ভীষণ নিরয়, জ্ঞান-গর্ভ স্বর্গ-মাথা।
আনন্দ কয় আসল কথা দেখিয়ে সব হেথা সেথা,
প্রেম না যথা নরক তথা, প্রেমে স্বর্গ যথা তথা।

৭৩। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

শুনিতে পাই কয় সকলে।
কর ইন্দ্রিয়-জয় কলে ছলে॥

ছলে কেউ তা' পার্‌তো যদি না আসিয়ে সুকৌশলে,
তা' হ'লে আর যোগধর্ম্ম থাক্‌তো না এ ভূমণ্ডলে।
আগে ত চাই চিত্ত-শুদ্ধি, সুবুদ্ধি তা'য় বেড়ে চলে,
তৎপরে সেই বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় রয় করতলে।

কর্ম্মেন্দ্রিয় যত কিন্তু বিচরে মন কলুষ-মলে,
এ ভাবে যে, দান্ত তা'রে ব'ল্‌বে কেবা কুতূহলে।
প্রজ্ঞানলে পুড়ি' শেষে না ডুবিলে ভক্তি-জলে,
মল পূর্ণ মনের দোষে ইন্দ্রিয় ঠিক টলেই টলে।
তীব্র বিবেক বিনা কা'রো সাধ্য নাই যে মনকে দলে,
অবিবেকে জোর জবরে সদ্ভাবে না কভু গলে।
এটা আবার পাই দেখিতে শুনিও বটে নানা স্থলে,
ইন্দ্রিয়-জয় ক'র্‌তে কেহ ইন্দ্রিয়-নাশ করে বলে।
এরূপ যা'রা ক'র্‌তে চাহে সংযমী কে তা'দের বলে,
দেহ থাক্‌তে ইন্দ্রিয়ত্ব যায় না কভু রসাতলে।
তবে ধ্যেয়-লক্ষ্য-তরে তত্ত্বে যা'র মন না চলে,
ইন্দ্রিয় নয় চঞ্চল তা'র, সংযমের ফলটা ফলে।

৭৪। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

হিংসাটা নয় তুচ্ছ অতি।
দেখি হিংসা ত এই সৃষ্টি-নীতি॥

জীব-জগৎ মাঝে হেন অত্যদ্ভুত হিংসা-রীতি,
সবাই সবার বধ্য হ'লেও মূলে কা'রো হয় না ক্ষতি
আত্মাবরণ-উন্মোচনে আত্মচেষ্টা বলবতী,
তা'ই যা' তা'র অন্তরায় হিংসা আসে তা'র প্রতি।
আত্মমূল যে আত্মা-ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় নিত্য যতী,
হিংসা-ভাবে জীবের তা'ই অনাত্ম-ভাব-অপচিতি।

আছে এমন উদ্ভিদ জীব শোভা করি' বসুমতী,
যা'দের হিংসা না করিলে হিংসান্তে হয় দূষ্য মতি।
হিংসা যদি না থাকিত লুপ্ত হ'ত উচ্চ গতি,
যে যে ভাবে আছে ভবে সেই ভাবে তা'র হ'ত স্থিতি।
এক ভাবে সব হ'লে স্থিত কেউ না হ'ত কা'রো পতি,
নাহি হ'ত উদ্ভব লয় বিবর্ত্ত বা পরিণতি।
"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" স্বীকার করি এ উকতি,
তা'ই ব'লে নয় হিংসা কভু ঘোরাধর্ম্ম-অপকৃতি।
আত্মরক্ষা-হেতু কালে হিংসা যা' তা'য় ভাবোন্নতি,
সদাই মনে হিংসা ভাব যা' তা'তে বটে অবনতি।
অহিংসার প্রতিষ্ঠাতে কোথাও না যে বৈর-ভীতি,
রোচনার্থে একথা ঠিক, ফলে অন্য অনুমিতি।
সব কাযে যে ষোল আনা দিব্য যা', তা'য় বাড়ে রতি,
ষোল আনার আনাও লাভ, আনা ব'ল্‌লে দাঁড়ায় রতি।
ব্যবহারিক ভাবে জীবের জিঘাংসায় নাই বিরতি,
পরমার্থে কোন স্বার্থে না রয় হিংসা দ্বেষ উদ্ধতি।
'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' তখন এই অনুভূতি,
বধ্য বধ বা বধক যা', একে সবার হয় সঙ্গতি।

৭৫। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

নির্দ্দিষ্ট নাই শাস্ত্র ভবে।
ন্যায্য কথাই শাস্ত্র মান্‌বে সবে॥

যুক্তিযুক্ত শিশু-বাক্য গ্রাহ্য বোধে দাঁড়ায় ভবে,
অগ্রাহ্য তা', অযুক্তিকর কহে যাহা ভবধবে।

শাস্ত্র যাহা হ'বার, তাহা হ'য়ে গেছে আর না হবে,
এরূপ কথা অজ্ঞ ভিন্ন প্রাজ্ঞে কভু নাহি কবে।
পুঁথিগত বচন বই আর না মুখ্য ভেবে লবে,
এমন কিছু নাই নজীর পুঁথিতে সব কে পায় কবে।
যদি বল বেদ ছাড়া যা' মান্‌বে না কেউ তা' গৌরবে,
বেদ হয় অপৌরুষেয় চিরকালই সমান রবে।
শ্রুতি বটে সত্য, কিন্তু আসে এ ভাব অনুভবে,
গুরু-মুখে যা' শুনা যায় তাহাই শ্রুতি কই গরবে।
কর্ম্মকাণ্ডাত্মিকা শ্রুতি বিজড়িত গুণ-বিভবে,
"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা" গেয়েছেন তা'ই বাসুদেবে।
জ্ঞান ভাগ যা' উপনিষদ্, মুগ্ধ জগৎ যাহার স্তবে,
সীমাবদ্ধ নয় তা' কভু, নিত্য নব ভাবোৎসবে।
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আইন হয় নূতন যবে,
কালে নূতন ধর্ম্মবিধি না হ'বার কি বাধা তবে।
যুক্তিযুক্ত বাক্য ভবে শাস্ত্র সম গুরু ভাবে,
যতদিন না গ'ণ্‌বে জীবে, ভ্রান্ত রবে অসার রবে।

৭৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সত্য—নিত্য সত্ত্ব ভবে।
মিথ্যা—মিথ্যা সদা, তাহাই রবে।

মিথ্যা যাহা কথার কথা, চলে তা' সেই সত্য-রবে,
জগতে এক সত্ত্ব ভিন্ন কিছুই নাই, না পরে হবে।

সত্য মিথ্যা সকল কথায় রত সবে সত্ত্ব-স্তবে,
সত্ত্ব-জ্ঞানে সকল কথাই দাঁড়ায় আসি' সত্য ভাবে।
অনেক স্থলে কথায় যাহা কার্য্যে না তা' দেখে সবে,
অশ্ব-ডিম্ব কথায় আছে, দেখা যায় তা' চোখে কবে।
অশ্ব আর ডিম্ব এ দুই আছে যখন কি নয় তবে,
যে অর্থে তা' হয় প্রযুক্ত, রয় তা' সত্যে সগৌরবে।
"না" থাকিলে "হাঁ" কে যেমন না পাই কভু অনুভবে,
মিথ্যা বিনা সত্য তথা জীব না সত্য মেনে লবে।
কথায় সত্য ফুটে কিন্তু সত্যই যে বাক্ না সম্ভবে,
"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং" শুধু কথা কেউ না কবে।
কথা ভুলে জীবে ভবে ব্রহ্ম সত্য জানে যবে,
আনন্দ কয় তখন মন নাহি টলে ভাবোৎসবে।

৭৭। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সুখ দুঃখ দুই কথা ল'য়ে।
কেহ শান্তি না পায় খেয়ে শুয়ে॥

কেহ বলে রাজভোগে সুখ, অভাবে রই দুঃখ স'য়ে,
কেউ বলে সুখ দানে মানে, অসম্মানে পালায় ধেয়ে।
কেহ বলে স্বধর্ম্মে সুখ, দুঃখ যা' পাই ধর্ম্ম খেয়ে.
কেহ বলে স্বাস্থ্যই সুখ, রোগে মরি দুঃখ পেয়ে।
কেহ বলে ধ্যান-জ্ঞানে সুখ, অজ্ঞানে লোক দুঃখী হ'য়ে.
কেহ বলে সুখ যা' প্রেমে, কেউ বলে তা' স্বর্গে যেয়ে।

সুখের কথা যে যা'ই বলুক্, প্রেমটী ভাল সকল চেয়ে,
বিশ্বপ্রেমী যেবা সে ত রয় না কা'রো মুখ চেয়ে।
"সু"ক' হবে তা'তেই সুখ, আমি সদা বেড়াই গেয়ে,
সু-কথায় তা'ই প্রেমের স্রোত সদাই যায় বেগে ব'য়ে।
যদি বল যে যা' ক'রে সে তাহে সুখ বিবেচিয়ে,
হিংসুকের হিংসাই সুখ, কামীর সুখ কামে র'য়ে।
প্রেম ব্যতীত যে যা'ই করুক্ অভিমানে বুক ফুলায়ে,
চির জীবন রইতে নারে ত্রিতাপের হাত এড়ায়ে।
বিষয়গত যে সুখ দেখি, কেবা সুখী কে সুখ চেয়ে,
আত্মদানই যথার্থ সুখ, দুঃখ যা' না ফেলে ছেয়ে।
বিষয়-ভোগে সুখাখ্যা যা', নির্ব্বিষয়ে যায় পলায়ে,
চিদানন্দে মন প্রাণ সবই যেন রয় ঘুমায়ে।

৭৮। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

জটা-মুণ্ডী যা'রা ভবে।
কভু সন্ন্যাসী নয় তা'রা সবে॥

ঢের দেখেছি লালকাপুড়ে বিকায় ভবে সাধু-রবে,
অথচ হয় কার্য্য হেন, ক'র্তে যা' না চায় দানবে।
প্রকৃত হয় সাধু যেবা ধর্ম্মধ্বজী সে না হবে,
মাঠে ঘাটে আড্ডা পেতে সিদ্ধি গাঁজা মদ না খাবে।
হবিষ্যে সে নয় সাধুত্ব, নয় তা' কোন অভিনবে,
নহে তাহা হুজুগ-ব্রতে সাম্প্রদায়িক মহোৎসবে।
আত্মধর্ম্মে ধর্ম্মী যেবা, সদ্ভাবে যে সদা রবে,
সেই সুজন সমদর্শী কাটায় দিন সগৌরবে।

অভিমান দূরে রাখি' যে কোন কাজ করে যবে,
পরকে করি' তুষ্ট আগে নিজে তুষ্টি লভে তবে।
সরল সরস হৃদি না যা'র সাধু-পদে তা'য় না লবে,
তাহার কথা শুনে কভু ম'জ না কেউ ঘোর গরবে।

৭৯। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

আগে না হইলে ছোট বড় নাহি হওয়া যায়।
তা'ই শশী ছোট হ'য়ে ভাসো শুক্লা দ্বিতীয়ায়॥

দিন দিন বাড়ে কলা, বাড়ে যত তত আলা,
পক্ষ-অন্তে পূর্ণ কলা, পূর্ণ শোভা পূর্ণতায়।
হ'লে পূর্ণগুণরত, কিরূপে হয় থাক্‌তে নত,
দেখাতে তা' বিধিমত, ক্রমে ক্ষুদ্র কর কায়।
আরো যা' তা'য় মন মোহিত, অই ত ব্যোমে সমুদিত,
তবু কূপে বিভাসিত, বিশ্ব স্নাত চন্দ্রিকায়।
পেয়ে তোমা হিমকর, কুমুদের হৃদি-সর—
স্ফীত, কিন্তু রত্নাকর, প্রেমে লুটোপুটি খায়।
তোমার এই ভাব দেখে, আনন্দ কয় সদা সুখে,
গুণে যেবা নত থাকে, এ জগৎ তা'রে চায়।

৮০। সাহানা—দাদ্‌রা।

প্রাণ দিয়ে বা নিয়ে আর প্রাণের খেলা খেল্‌বো না।
প্রেম দিয়ে বা নিয়ে প্রেমের বেচা কেনা ক'র্‌বো না॥

আপন প্রেম আপন প্রাণে, রাখ্‌বো সদা রইবো মানে,
মিছা চেয়ে পরের পানে, হুতাশ্বাসে জ্ব'ল্‌বো না।
আপন বশে আপ্‌নি থাকি', আপ্‌ন প্রেম আপ্‌নি রাখি',
চ'ল্‌লে না আর প'ড়বো ফাঁকী, অসদ্ভাবে ঘুর্‌বো না।
বিকিকিনির থাক্‌লে আশা, প্রেম না আসে রতি মাসা,
দুঃখে জীর্ণ হৃদি-বাসা, তা'ই কভু তা' পুন্‌বো না।

৮১। খাম্বাজ—লোফা।

কথার মানুষ অনেক মিলে কাযের মানুষ মেলা ভার।
কথায় সবে সাজে উজির কাযে খুদে চৌকীদার॥

কথা কাযে মিল রাখে যেজন, সদা রয় সদ্ভাবে মগন,
করে যা'রে তা'রে অকাতরে প্রেমে আলিঙ্গন;
বলি মানুষ যদি হয় দেখিতে, মানুষ সেই দিব্যাকার।

মানুষ যত সব না মানুষ তা'র, আছে বটে সে রূপ সবাকার,
তবু ভেতর দেখি পশুভাবে পূর্ণ অনিবার;
তা'ই প্রজ্ঞানেত্র বিনা অত্র, মানুষ চিনে সাধ্য কা'র।

মানুষ-মন সহজ ধন নয়, কোটী বিশ্ব মনে সৃষ্ট হয়,
আবার দেখি মন তা' করে ভেঙে চুরে ক্ষয়;
যেবা সত্ত্ব ত্যজে তত্ত্ব খুঁজে, বাক্যের সে তহ্‌শীদার।

৮২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

তর্ না স'লে কায কি চলে।
ও মন! "সবুরে যে মেওয়া ফলে"॥

হাতে খড়ি হ'লেই শিশু মিশ্‌তে নারে গুরুর দলে,
যত্ন ক'রে বীজ বুনে কে সদ্য সদ্য তুষ্ট ফলে।
সব কাযেরই সময় আছে সময় বই গায়ের বলে,
কেহ কোথা হয় না বড় বিদ্যা-বুদ্ধি-সুকৌশলে।
মহা সয় যে, মহাশয় সে, না সয় যে, নাশ হয় ছলে,
ধৈর্য্য বিনা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না কভু মহীতলে।
ধৃতি-ক্ষমা-বিজ্ঞান-হার সদাই যা'র দোলে গলে,
আনন্দ তা'র ভৃত্য হ'য়ে চরণ ধোয়ায় ভক্তি-জলে।

৮৩। সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

কেহ মোরে ব'ল্‌লে পাপী আমি তাহে রুষ্ট নই।
যে আমারে পাপী বলে সুখে তা'রে শিরে লই॥

ধর্ম্মী ব'লে যেবা এসে,
চাটুবাদে তোষে হেসে,
ভাবি' তা'কে সর্ব্বনেশে,
মৌন ভাবে ব'সে রই।
নিজকে যে ভাবে পাপী,
পাপে আর সে না রয় তাপী,
যা' করে সে ভাবকে চাপি',
নয় তা' অন্য পুণ্য বই।
পুণ্য চেয়ে পাপ-ভাবে,
পুণ্যকে মন ভাল ভাবে,
পুণ্য কি তা' পাপাভাবে,
কেউ না মোরা জ্ঞাত হই।
পাপের লেশ নাইকো যথা,
পুণ্যও রয় শূন্য তথা,
শূন্য-জ্ঞানে নাইকো কথা,
পূর্ণভাবে বিশ্বজই।

৮৪। কাফি-সিন্ধু—যৎ।

মন্দ ব'লে আছি ভাল আর না কিছু আমি চাই।
আসে যদি দুঃখ তা'তে সে দুঃখে না শঙ্কা পাই॥

যেজন আমায় মন্দ বলে, সে মোর দোষ নাশে বলে,
ব'ল্‌লে ভাল কোন স্থলে, লাজে যেন ম'রে যাই।
মন্দ ব'লে মাকে ডাকি, যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ থাকি,
ভাল হ'লে পারি তা'কি, অঙ্গ ঢাকি দেখি' ছাই।
চাই নে ভাল সোণা দানা, চাই না খেতে মণ্ডা ছানা,
মন্দ আমি এইটা জানা, সদ্ভাব-বীজ সুখে গাই।

৮৫। ভৈরবী—কাওয়ালী।

মোরা ছ'টা গোঁয়ার চোর।
বারেক যা'রে পেয়ে বসি রাখি নে তা'র জোর॥

কেহ মোরা রাঙ্গা রূপ নয়ন-মুকুরে ধরি',
প্রমত্ত করিয়ে মন নিমিষে বিবেক হরি,
কেহ এসে তেড়ে ফুঁড়ে, জ্ঞান-ধন লই কেড়ে,
হাড় মাস খাই খুঁড়ে, কেউ বা আনি ঘোর।

দিবানিশি কাছে বসি' কেহ মোরা করি গান,
তিল করি' কেহ তাল বাড়াই গুমোর মান,
ছ'জনাতে মিলে ঝুলে, মজা করি ঝেলে ঝুলে,
যে না কভু ছলে ভুলে, না টানি তা'র ডোর।

যদিও না পারি আগে মজাইতে তা'র মন,
তথাপি না ছাড়ি কভু, করি সদা জ্বালাতন,
যতই না মোরা ঠকি, সদানন্দে পিছু থাকি,
ফাঁক পেলে মারি উঁকি, বাধাই গোল ঘোর।

৮৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সন্ন্যাসী কে গৃহীর মত।
কোথায় ততটা ত্যাগ গৃহে যত॥

মায়ের কোলে একা যবে দাবী করি তখন কত,
দোসর হ'লে ভগ্নী বা ভাই আর না থাকে তাহা তত
একচেটে যা' তখন তা'র অৰ্দ্ধ তাহার হস্তগত,
দারা পুত্র হ'লে শেষে তা'ই আবার দাঁড়ায় শত।
ক্রমে বংশ বাড়ে যত ত্যাগ-স্বীকারে এম্‌নি রত,
নিজের কিছু না যুটিলেও আহ্লাদে দিন করি গত।
আমিত্বের সুপ্রসারে আমিত্ব হয় অপগত,
না ভাবি আর কৰ্ত্তা আমি থাকি সদা সুসংযত।
গৃহ ছেড়ে বনে যদি মনটা হ'ত সমুন্নত,
তা' হ'লে ত বন্য পশু সত্ত্ব-ভাবে থাকতো নত।
লোভের বস্তু ঘরে রেখে যে নহে তা'য় অভিরত,
সেই ত ত্যাগী—সেই সন্ন্যাসী, যতীর ইহা অনুমত।

৮৭। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

খায় না কেবা মদ এ ভবে।
ভবে মদের নেশায় মত্ত সবে॥

খাঁটি থেকে বলেন যিনি খাঁটীখোর কে মোরে ক'বে,
আমি কিন্তু ব'ল্‌বো জোরে, মত্ত সে রয় মদ-গরবে।
না খায় যেবা ধান্যেশ্বরী, মাতাল যে সে নয় বিভবে,
এরূপ নজীর না পাই কোথা, খুঁজ্‌লে না কেউ সাচ্চা র'বে
রামু যিনি মাতাল বড় মাতিয়ে যে মদোৎসবে,
দামু যিনি মণ্ডাভোগী তিনিও সেই মদাহবে।
যে ভাব-বশে যে কার্য্য যা'র মত্ত সে তা'য় সগৌরবে,
ঘুঁটে পুড়ে গোবর হাসে এ ক্ষেত্রে বেশ্‌ বুঝে লবে;
মদে মত্ত সবাই যবে মদ-মাতালে দোষ কি তবে,
আনন্দ কয় মাতাল-গালি, মদ থাকিতে নাহি যাবে।

৮৮। মল্লার—একতালা।

তোরা আঁখি যা' ফিরায়ে ল'য়ে।
আর কাঁদিতে কাঁদাতে, ভাসিতে ভাসাতে,
র'স না আমার বদন চেয়ে।

থাকিত যদ্যপি ক্ষমতা আমার, কা'রো না কাঁদায়ে না করি' বেজার,
বসাতেম্‌ ঘরে আনন্দ-বাজার, আনন্দ-পুতলি আলয়ে পেয়ে।
জানি তোরা মোর সুখের লাগিয়া, নিজেদের সুখ জলাঞ্জলি দিয়া,
মধুর ভাষণে মধুর হাসিয়া, জুড়াস্‌ হৃদয় প্রতিমা হ'য়ে;

হায়! হায়! আমি এমনি কুজন, কিছু করি নাই তোদের কারণ,
সাজিনু নির্ম্মম সন্ন্যাসী এখন, অকূলে তোদের ভাসায়ে দিয়ে।
না সেজে কি করি উপায় ত নাই, কর্ম্ম-ফল যাহা ভুগি তা' সদাই,
বাধ্য হ'য়ে তা'ই যে পথে বেড়াই, বহু দুখ আগে সে পথে যেয়ে;
সে পথে না মিলে রমণী রতন, বিলাস-বসন সুরম্য সদন,
সে পথে মনের নিগ্রহ ভীষণ, বিরাগে হৃদয় ফেলে গো ছেয়ে।
এত দুঃখ তবু সে পথ সুন্দর, সে পথে কেহ না ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর,
সে মুক্তি-শরণি ধরিয়ে কাতর, না হয় যেজন ঝটিকা স'য়ে;
ধীরে ধীরে যত হয় অগ্রসর, চোখে পড়ে তা'র প্রেমের নিঝর,
চরমে লভে সে আনন্দ-সাগর, অমর আনন্দ-অমিয় পিয়ে।
তা'ই বলি তোরা হ'স্ না কাতর, আনন্দ লভিলে আনন্দ-সাগর,
যাবে সব ক্লেশ জুড়াবে অন্তর, রবি নে মোহের শয়নে শুয়ে।

৮৯। মূলতান—একতালা।

ছাড় মন! ছাড় অহঙ্কার।
কেন স্থূলে ভুলে, রহ মদে ফুলে,
দেখ আঁখি মেলে চরম সবার।

দেখ অই দেখ সম্মুখে শ্মশান, উড়ায় কেমন বিজয়-নিশান,
দেখ চিতা কত শত, জ্বলিছে সতত,
দেখাইছে পথ হরি' অন্ধকার।

মন! শোনো তোমা বলি, বিষয়ে না' টলি,
প্রেম-সুধা পিয়ো নিরন্তর,

ত্বরা যাবে ভব-ভয়, পাবে মহাশ্রয়,
নাহি রবে আর মোহ জ্বর;
ভেব না ভেব না এই ধন জন, রবে চিরদিন হেন সুশোভন,
এসে শিয়রে যখন, দাঁড়াবে শমন,
বুঝিবে তখন কেহ না কাহার।

সব প'ড়ে রবে ঘরে, ক্ষণেকের তরে,
পরিবারে করিবে চীৎকার,
তুমি জ্ঞানহারা হবে, ধূলায় লুটাবে,
করিবে না "আমার" "আমার";
অইরে যে শব যে ভাবে ওখানে, পুড়িছে অসাড়ে দীপ্ত হুতাশনে,
হায়! তুমিও সে দিনে, ত্যজি' পরিজনে,
পুড়িবে দহনে হ'য়ে শবাকার।

৯০। মল্লার—একতালা।

ভূত ব'লে কিবা মোর ভয়।
আমি ভূতাবাসে পড়ি', কত ভাঙি গড়ি,
কভু নাহি ছাড়ি ভূতের আশ্রয়।

ভূতনাথ হর যা'র জন্মদাতা, ভূতপ্রসবিনী দিগম্বরী মাতা,
পঞ্চভূত হয় আমরণ পাতা, ভূত-ভীতি তা'র না জিনে হৃদয়।
দেখি ছয় প্রেত পিশাচ যে দশ, বিনা ঘুষে তা'রা সদা মম বশ,
ল'য়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, রস, দ্বন্দ্ব নাহি করে দলিতে হৃদয়;
র'য়েছে যে আর রঙ্গিণী সঙ্গিনী, মায়া-কুহকিনী, অবিদ্যা-ডাকিনী,
আশা-কাদম্বিনী, প্রবৃত্তি-শাকিনী, সকলি প্রসন্না সকল সময়।

ভূত শূন্য যদি হয় এ ভুবন, আমি ব'লে কিছু থাকে না তখন,
শুন তা'ই জীব! বিবুধ-বচন, ক'র না জীবন ভূত-ডরে ক্ষয়;
ভূত হ'য়ে যেবা ভূত-ভয় করে, ধরিতে সে নারে ভূতনাথ হরে,
যে ধরে তাহারে সে কভু না মরে, সদানন্দে থাকে চিদানন্দালয়।

৯১। সুরট—একতালা।

তোরা কি ব'লে ভুলাবি মোরে।
আমি ভ[illegible]নি হ'লে কল, তোদের কৌশল,
কিসে তবে বল্ বাঁধিবি ডোরে।

তোরা কেহ প্রেত কেহ বা প্রেতিনী, কেহ বা মায়াবী কেহ মায়াবিনী,
তোরা যে কি ধন ভালরূপ চিনি, চিনি ব'লে, বলি এতটা জোরে।
যে নামেতে তোরা হ'স্ অভিহিত, যে রূপে জগতে আছিস্ চিহ্নিত,
সেই নাম-রূপে আমি না মোহিত, নাম রূপ হরে শমন-চোরে;
রজ্জু সর্পবৎ তোরা অনুমানি, অধিষ্ঠান-জ্ঞানে ভিন্নতা না মানি,
অধিষ্ঠান যাহা স্বরূপ তা' জানি', রহি না অসার আমিত্ব-ঘোরে।
এবে প্রেমে করি' আনন্দে বিহার, দেখিয়া তোদের ভ্রূকুটী-বিস্তার,
কহিছে আনন্দ হাসি' অনিবার, কোন ফল নাই ফিকির ক'রে।

২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

কোন্‌টা বড় জ্ঞান ভকতি।
ভবে দ্বন্দ্ব হয় এ দু'য়ে অতি॥

জ্ঞানকে যদি বড় বলি ভক্তের যেন কত ক্ষতি,
ভক্তে কিন্তু কইলে বড় ক্ষুণ্ণ নহে জ্ঞানীর মতি।
এখন দেখ শ্রেষ্ঠ কেবা কা'র্ মনের উচ্চগতি,
কেবা দেখে সবাই সম, কা'র্ না ঘটে অবনতি।
জ্ঞান জগতের মূলাধার জ্ঞানে কর্ম্মের পরিণতি,
সে জ্ঞান বিনা ভক্তি কভু পায় না কেহ মানা রতি।
"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" বাসুদেবের এই উকতি,
আবার আছে তাঁ'রই কথা "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"।
প্রকৃত যে ভক্ত ভবে জ্ঞানীকে সে মানে পতি,
আদি অন্ত বিজ্ঞানময় জ্ঞানেই জীব পায় মুকতি।
জ্ঞানকে ভাবি' পুরুষ বীর ভক্তি জেনে নারী জাতি,
কুন্তদাসী-মায়া-মাসী ভক্তির ঠাঁই দিবারাতি।

৯৩। সুরট—একতালা।

(আমি) আবার আসি যে বাসে।
কভু না তা' ভয়ে, কভু না তা' দায়ে,
নহে তা' মায়িক সুখের আশে।

আসা কেবল পরীক্ষা-কারণ, সে আসা ছাড়িয়া সদন স্বজন,
তাহে মুগ্ধ কি না, করিতে দর্শন, অন্য না মনন মানসে আসে।
আমি যে আবাসে ঘুরে ফিরে আসি, এসে চ'লে যাই ছড়াইয়া হাসি,
সে হাসি যে বুঝে সে ত কাটে ফাঁসী, না হয় বিলাসী কামোল্লাসে;

বুদ্ধি-দোষে ভাব না বুঝে যে জন, বাসে এলে দোষ ভাবে সে দুর্জ্জন,
আমি নিজবাসে আসি গো যখন, বদ্ধ নই তবে আসক্তি-পাশে।
তোরা কি বুঝিবি আমার কি কায, চাহি না আমি এ কদর্য্য সমাজ
যা'রা অবধূত তা'রা ত ধীরাজ, জা'ত কুল মান ভাল না বাসে ;
তুচ্ছ ভাবে তা'রা কাল-ব্যবহার, অসার কৌতুক অনৃত আচার,
চাহে না পুষিতে সংস্কার-বিকার, দেখে শুনে সব বিস্ময়ে হাসে।
আনন্দ গুপ্ত না, ব্যক্ত অবধূত, যা' দেখিস্ তা'র তা'ই তা' অদ্ভুত,
আনন্দ পেয়ে যে হ'য়েছে নিখুঁত, আনন্দে চিনি' সে কলঙ্ক নাশে।

৯৪। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

মুক্তির কথা সবাই বলে।
ভবে কেউ না মুক্ত বাক্য-বলে॥

বিশ্ব দেখি' আত্মভূতি প্রেমে যখন হৃদয় গলে,
কর্ম্মাসক্তি তখন ঘুচে, অহঙ্কার আর না চলে।
অহমিকা গেলে দূরে ত্রিতাপে জীব নাহি জ্বলে,
আত্মবোধে দ্বন্দ্ব রোধে, পূর্ণবলী মোক্ষফলে।
আনন্দ কয় যতদিন যে আশার হার রাখ্‌বে গলে,
ততদিন সে মায়া-বশে চূর্ণ হবে কালের খলে।

৯৫। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা

ধন বিনা কে ধর্ম্ম করে।
দেখি ধর্ম্মের মূল ধনের ঘরে॥

সকল দ্রব্য পরিহরি' বনে বনে যেজন চরে,
গৃহীর দ্বারে সময়ে তা'র দাঁড়াতে হয় ভিক্ষা তরে।
যজ্ঞ পূজন তীর্থভ্রমণ অর্থ বই না চ'ল্‌তে পারে,
বাঁচ্‌তে ভবে অর্থ আগে, পরমার্থ ফুটে পরে।
ভাই বন্ধু দূরের কথা, জন্ম ভবে যা'র উদরে,
স্থল বিশেষে ধন না পেলে সেই মা'র না বাক্য সরে।
সাধুর উক্তি 'ধনাদ্ধর্ম্মং' ধর্ম্ম পালি' জীবে তরে,
আনন্দ তা'ই ন্যায্য ধনের দাবী করে অকাতরে।

৯৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সবাই ভবে ধর্ম্মরত।
তবে যা'র যা' ধরম তা' তা'র মত॥

শাক্ত কাছে শক্তি বড় শৈব কাছে শিব খ্যাত,
বৈষ্ণবের বিষ্ণু বড় যোগীর ঠাঁই যোগী যত।
যে নামে যা'র হয় সুরুচি সে লয় তা' অবিরত,
শুধু ভ্রান্ত অল্পধী যে, দ্বন্দ্বে করে সময় গত।
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"—
এ বাক্যে হয় প্রতিপন্ন কেউ না ছোট ভক্ত যত।
গয়া থেকে প্রয়াগ যেতে রহিয়াছে রাস্তা কত,
যে পথে যা'র হয় সুবিধা সে পথ তা'র মনোমত।
তবে বলি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ-দ্বার থাক্ না শত,
সদর ভিন্ন অন্য পথে সুখে সময় হয় না গত।

বিজ্ঞান সেই সদর-পথ, হয় না তাহে আশা হত,
টাট্টিরূপ-ভ্রান্তিপথে, হবেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

৯৭। বেহাগ-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কে কা'রে কয় সুখী ভবে কোথাও কেহ সুখী নয়।
ধনীর ধনের চিন্তা বড়, দীনের দিনের চিন্তা হয়॥

অই যে শশী গগন-বুকে, মেঘ-জালে ও রয় কি সুখে,
অতল-জলে মীন যে থাকে, তথাপি কাল-ধীবর-ভয়।
ভোগ-রাগে যে স্বপন-সুখ, রোগেতে তা'র দ্বিগুণ দুখ,
দুখে ভাঙে পাষাণ-বুক, হাসির মুখ বিষাদময়।
হাড় মাসের এই যে দেহ, কেবল নানা রোগের গেহ,
পায় না রোগে শান্তি কেহ, মরণে সুখ সদাই কয়।
যেটাকে সুখ দু'দিন ভাবি, তিন দিনে আর কোথা যাবি,
যায় ফুরায়ে সুখের দাবী, ভূতের দেহ ভূতেই লয়।
ভাবী ভয় না থাক্‌তো যদি, বইতো প্রাণে সুখের নদী,
থাক্‌তে দেহ চিন্তা-ব্যাধি, যায় না আরো তুফান বয়।
সুখ ব'লে যে কথা আছে, সে সুখ নয় কামীর কাছে,
না রয় যেবা আশার গাছে, প্রেমানন্দে সে জন রয়।

৯৮। কাফি—যৎ।

কথা শুনে শিশুর যেমন আপ্‌নি কথা ফুটে যায়।
ভাব দেখিয়ে ভাবুক জনের ভাব-তরঙ্গ তেম্‌নি ধায়॥

সত্য যদি তুফান ছুটে, নির্ঝর উঠে পাষাণ ফুটে.
ত্রিলোক রয় হাতের মু'ঠ, কালকে আরো কালে পায়।
নিত্য নূতন সৃষ্টি ভাবে, অভাব না দেখ্‌তে পাবে,
কাল-প্রবাহ ঢেউয়ে যাবে, ক্ষয় না হবে ভাবের কায়।
জগৎটা হয় ভাবের মেলা, খেল্‌ছে সবাই ভাবের খেলা,
খেলায় কা'রো নাইকো হেলা, সারা বেলা ঢেউ ছুটায়।
থাক্ না ফুটে যে যে ভাবে, ভাবুক তা' না তুচ্ছ ভাবে,
হিংসুটে বাঘ হিংসাভাবে, কালে অন্য ভাব ফুটায়।
কারণে ভাব সূক্ষ্ম থাকে, স্ফূর্ত্তি তা'র কার্য্য-পাকে,
কাল-ধর্ম্মে আবার তা'কে, সূক্ষ্মভাবে দাঁড় করায়।
যে ভাবে রয় যেটা যেমন, দ্বিতীয় আর নাইকো তেমন,
যে যা' ঠিক সে তা'রই মতন, তুলনা তা'র নাই ধরায়।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন ধরা, ভাবের মূল পড়ে ধরা,
সব ভাব তা'য় দেখি' ভরা, আর না চিত গোল উঠায়।

৯৯। কাফি—যৎ।

কামী বই না প্রেমী কভু স্বার্থ তরে দিন কাটায়।
চাইবে কি সে, চেয়ে হেসে আত্মানন্দে প্রাণ ডুবায়॥

আমি তুমি ভেদ যে ভাবে, আশা করে মণ্ডা খাবে,
হয় সে কামী অসৎ ভাবে, রিপু-বশে জ্ঞান হারায়।
প্রেমীর প্রাণ ভাবে প'ড়ে, ভাব রহে ত সত্য যুড়ে,
সত্য দেহ দেখ্‌লে টু'ড়ে, ভাসে তা' প্রেম-সুষমায়।

সব ভাবের যে সংমিশ্রণ, ব্যক্ত তাহে পূর্ণ চেতন,
সেই চেতনে প্রেমিক জন, তত্ত্ব ঢালি' ভুল ঘুচায়।
কামীর প্রাণ ঘুরে পাকে, প্রেমীর প্রাণে ভয় না থাকে,
কামী ভ্রমে কুমার-চাকে, সদাই প্রেমী শান্তি পায়।

১০০। সোহিনী—আড়া।

যতই পীড়ন যে প্রকারে করুক্ না লোক সজ্জনায়।
কোন ভাবে সে এ ভবে কদাপি না গুণ হারায়॥

দুগ্ধ তাপে রাখ্‌লে পরে, ক্ষীর-সর-আকার ধরে,
ভাসে ননী ম'থলে জোরে, অম্ল সহ দই দাঁড়ায়।
ইক্ষু কর টুক্‌রা যত, রস ত তাহে মূলের মত,
পেষণেও তা' মিলে কত, পাকের রসে মন মাতায়।
গুড় চিনি মিছরি ওলা, কত রূপে রস লীলা,
জলে যদি যায় তা' গোলা, জলের নানা গুণ বাড়ায়।
অসৎ সাথে যতই মিশি, যতই না তা'য় ভালবাসি,
অহির মত হয় সে দ্বেষী, রয় না খুসী দুধ কলায়।
সুখ সতত সাধু সনে, সুখ সতত সাধুর মনে,
আনন্দ তা'ই প্রতিক্ষণে, সাধুসঙ্গে দিন কাটায়।

১০১। সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

দেখ্‌লো শশী আগে কেমন উজল করে আকাশ-কায়।
পূর্ণানন্দ না পেয়ে তা'য় ধরায় শেষে কর ছড়ায়॥

প্রেমীর প্রাণ চাঁদের মত, পরিজনকে করি' পূত,
শিরে ধরি' বিঘ্ন শত, বিশ্বজনার প্রাণ মাতায়;
নিশায় যেমন ইন্দু জাগে, প্রেমী দেখি তথা রাগে,
পাপীর পাপ নাশি' আগে, শেষে প্রেমের ঢেউ ছুটায়।
গিরি, সিন্ধু—সর্ব্বস্থলে, সমান কর শশী ঢালে,
সু-কু সবে তুল্য বলে, প্রেমীর ঠাঁই শান্তি পায়।
এত গুণের অই চাঁদিমা, হৃদে তবু রয় কালিমা,
হোক্ না প্রেমীর খুব মহিমা, তবু না সব দোষ এড়ায়।

১০২। মল্লার-মিশ্র—একতালা।

অনন্তের পথে একা পান্থ আমি বহুকাল ধরি' চ'লেছি।
আর কতদিন লাগিবে না জানি' ভ্রান্ত হ'য়ে শ্রান্ত হ'য়েছি।

ক্লান্ত তবু কোথা বসি' না জিরাই, যত বাধা সব শিরে ব'য়ে যাই,
এত ঘুরি ফিরি সুপথ না পাই, আলেয়া লেগেছে বুঝেছি।
যে সুপথে গেলে হবে ক্লান্তি দূর, অবিদ্যার ভূর হবে শত চূর,
থেমে যাবে ঘুর পাব শান্তিপুর, কোথা তা' হারায়ে ফেলেছি।
কে কোথা আছিস্ পথ-প্রদর্শক, দেখা সে সুপথ ধরি' জ্ঞানালোক,
ব'লে দে কোথায় আনন্দ-গোলক, ভূলোকে পুলকে জ্ব'লেছি।

১০৩। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

ব্রাহ্মণ যা' দেশে চলে,
ব্রাহ্মণ যা' লোকে বলে;
সে নামের যোগ্য সে নয়, নয় যে গুণী কর্ম্ম-বলে।

বিপ্রকুলের ষণ্ড চেয়ে বিপ্র হয় যে কর্ম্ম-ফলে,
হোক্ সে হাড়ী মেথর মুচি ভেক-বামুনে ফেলে তলে।
দীর্ঘ ফোঁটা সূত্র-ঘটা পুঁথি ঘাঁটা সুকৌশলে,—
দ্বিজত্বের চিহ্ন এ সব শোভে ধর্ম্মধ্বজীর দলে।
সূত্র ভেবে ইস্তাহার বলুক্ না যা' মূর্খ খলে,
ব্রহ্মজ্ঞ যে সেই ব্রাহ্মণ, চিহ্ন ত তা'র সূত্র গলে।
জগৎ যদি এক দিকে হয় তবু তা'র পদ না টলে,
সকল বিপদ এড়িয়ে সুখে সুতৃপ্ত রয় প্রজ্ঞা-ফলে।
ব্রাহ্মণই হয় ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মে চরে কুতূহলে,
আত্মাই সে নিত্য ব্রহ্ম, দীপ্ত হৃদি শতদলে।
বীর্য্য-ধারণ মেধা ভোজন—ব্রহ্মচর্য্য বহুস্থলে,
আত্মভাবে না ডুব্‌লে মন কদাপি না সুফল ফলে।
চরকা ঘেঁটে মার্কা এঁটে বড়াই যা'র স্বার্থ ছলে,
বিপ্রকুলে জন্ম নিলেও যায় সে দোষে রসাতলে।
কলোপানা চক্র মাত্র নির্ব্বীর্য্য রয় পাপ-মলে,
"নামে গয়লা কাঁজী ভক্ষণ" প্রবাদ ঠিক হেথা চলে!
হীনবর্ণ উচ্চবর্ণে দাঁড় করাতে ভূমণ্ডলে,
বাহু নেড়ে বচন ঝেড়ে মনু-শ্রাদ্ধ প্রতিপলে।

১০৪। ভৈরবী—যৎ।

মন! তোরে মন্তোরে এবার ক'র্‌বো বশে আনয়ন।
তুই সিন্নিও খাস্ ভরা ডুবাস্ এই ত দেখি আচরণ॥

ঘরে যদি থাক্‌তে বলি, সাপের মত উঠিস্ ফুলি',
তোর দেখি ত রং, করিয়ে ঢং, কনক-কান্তা-অন্বেষণ।
ধ্যানে যখন চাই ডুবাতে, অমনি লাগিস্ ঢেউ ছুটাতে,
"লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বাড়া" কয় না লোকে অকারণ।
জন্মে নাইকো মনসা-পূজা, একেবারেই দশ-ভুজা,
ছি-ছি এরূপ মিছামিছি, খিচিমিচি কি কারণ।
তোর কাছে যে আমি নীচু, ক'র্‌তে তোরে সবার উঁচু,
তুই বুঝিস্ না তা', করিস্ যা' তা', এমনি মূঢ় অভাজন।
পরের দোষ না দেখিয়ে, নিজ দোষ যা' ত্যাখ খুঁজিয়ে,
ত'রে যাবি শান্তি পাবি, ড'বি রসে নিমগন।
চিরশত্রু তোর যা'রা, হবে ত্বরা বাধ্য তা'রা,
ক'র্‌বে সবে শান্ত ভাবে, প্রেমানন্দে আলিঙ্গন।

১০৫। মল্লার-মিশ্র—ধামার।

মোহ-মদ-নেশা-ঘোর কভু কি তোর ছুটিবে না।
কভু কি চেতন হ'তে, নিজে কি ত' জেনে না'?
আসক্তির চাট-পাঠ উঠিবে না।

এই যে মাতাল হ'য়ে, কামনা-কুটীর পেয়ে,
ভেবেছিস্ প্রাণ-পাখী উড়িবে না;
হইয়ে বিষয়-রাগী, রহিবি ব্যসনে জাগি',
সুখ বিনা দুখ আসি' ঘটিবে না।

মায়ার শয়নে শুয়ে, অবিদ্যা-অবিদ্যা ল'য়ে,
নেচে গেয়ে বেশী দিন কাটিবে না ;
যখন বুঝিবে ভুল, বেধে যাবে হুলস্থূল,
অকুলেতে কূল তবে মিলিবে না।

খেয়াল হইবে শূল, অবিদ্যা লাগাবে ঝুল,
আনন্দের দীপ ঘরে জ্বলিবে না ;
বিকার-রাক্ষস এসে, ধরিবে এমনি ঠেসে,
এ জীবনে অশ্রু আর থামিবে না।

আপন বলিতে যা'রা, দাঁড়াবে বিরোধী তা'রা,
সাধিলেও ফিরে কভু চাহিবে না ;
এ হেন দুর্গতি হবে, সতত বিষাদী রবে,
মরিলেও জ্বালা পিছু ছাড়িবে না।

এখনো সময় আছে, সাধন-সুধন কাছে,
ভজ তাঁ'কে নেশা-ঘোর থাকিবে না ;
ঘুচিবে সংশয় সব, উঠিবে আনন্দ-রব,
যম ভাবি' যম কাছে ঘেঁষিবে না।

১০৬। ইমন-পূরবী—আড়াঠেকা।

হ'ল দিবা-অবসান।
ধীরে ধীরে রাঙা ভানু করিছে পয়াণ ॥

বসায়ে রূপের হাট, গগন দেখায় ঠাট,
পবন লাগায় নাট, ধরি' মধুতান।

সুধামাখা-স্বরে ডাকি', নীড়ে উড়ে যায় পাখী,
শিরে হেম-কর মাখি', শাখী মুক্তপ্রাণ।
সারি গেয়ে কত নেয়ে, যায় সুখে তরি বেয়ে.
কুমুদিনী শশী পেয়ে, আহ্লাদে আটখান।
প্রেম-আশে নারীগণে, সাজে সাজ-আভরণে,
সাধু দেব-আরাধনে, করে স্তুতি-গান।
শুধু মম ভ্রান্ত চিত, শোক-তাপে হ'য়ে ভীত,
সদা এবে বিষাদিত, অন্ধের সমান।
অরে রে বিষাদী মন! ভাব তুমি কি কারণ,
কেবা করে বিলঙ্ঘন, প্রকৃতি-বিধান।
যে ধন হ'রেছে কালে, পাবে না তা' কোন কালে.
মিছা পড়ি' ভ্রম জালে, হারায়ো না জ্ঞান।
সব চিন্তা দূরে রাখো, সদানন্দে সদা ডাকো,
তাঁ'রি প্রেমে ম'জে থাকো, করি' আত্মদান।

১০৭। ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মনের মত মনটী পাওয়া মুখের দু'টো কথা নয়।
আবার মনের মনটা জানা আরো সুকঠিন হয়॥

সেই ত মন যে মন মণে, শক্তি ত সেই মণের মনে,
মণ ভাঙা যে মনটা তা'কে, শমন ভেবে ঢুকে ভয়।
সাধন বিনা মণের মন, কিছুতে কেউ পায় না কখন,
মণের মনে বিশ্ব টেনে, পূর্ণ ভাবে সদা রয়।

সু-কু-দ্বিভাব রয় না কিছু, রয় না দ্বন্দ্ব আগু পিছু,
বিনা ধন্দে চিদানন্দে, দাঁড়ায় চিদানন্দময়।
ভাঙ্গা মনের চক্রে প'ড়ে, আনন্দ সব দিয়েও ছেড়ে,
সদা আকুল নেড়ে চেড়ে, নিত্য-জয়-পরাজয়।

১০৮। মালকোষ—আড়াঠেকা।

এ যাত্রা মন ভাঙ্গিলি পণ, রঙ্গ-মাত্রা বাড়ালি।
চলে আমায় ফেলে মায়ায় হাড়েনাড়ে জ্বালালি॥

ক্ষণে যে তুই নিয়ে তেতাল, চাল্‌বি শেষে এমন কুচা'ল,
জানি না তা'ই ক'রলি নাকাল, শত্রুর মুখ হাসালি।
বিন্দু মাত্র জান্‌লে আগে, কি সাধ্য তোর ফেলিস্ বাগে,
আল্‌গি দিয়ে ভুল ক'রেছি, তা'ই যা' ভেড়ে ঠকালি।
কত ধানে কত যে চা'ল, দেখ্‌তে পাবি এখন সে চা'ল,
তুই আত্মদোষে আত্মসুখ, বিষাদ-কূপে ডুবালি।
উঠে ধানে ক'র্‌বি পত্তি, রুধ্‌লি সে পথ সত্যি সত্যি,
সাথে সাথে আনন্দকে, আচ্ছা বটে ঠেকালি।

১০৯। ভৈরবী—যৎ।

তোর মত মন! কে দুষ্‌মণ পাকা ঘুঘু জুয়াচোর।
তুই চাল্‌নি হ'য়ে সূঁচের ছ্যাঁদা ধ'র্‌তে সদা করিস্ জোর॥

পরনিন্দা পরনারী, পরধন-আশা করি',
ঘটাস্ এম্‌নি কেলেঙ্কারী, লেগেই আছে ফ্যাসাদ ঘোর।

ভেতরে তুই মহাভোগী, বাইরে সাজিস্ পরম যোগী,
সদাই আমি পিছু তবু, অন্ত দন্ত পাই না তোর।
ওজন বুঝে চ'ল্‌লে পরে, কেউ না কভু নিন্দা করে,
বরং আরো জ্ঞান-কাতানে, যায় গো কেটে কর্ম্ম-ডোর।
কবে রে তুই ম'র্‌বি ভেড়ে, রইবো সুখে তোকে ছেড়ে,
তুই থাকিতে চিদানন্দে, আনন্দ না পাবে জোর।

১১০। ঝিঁঝিট—একতালা।

ব'ল না আর কেউ কিছু আমায়।
আমি দুখের জীব দূরে থাকি, কাষ কি আমার জমজমায়।

পরের কথা শুন্‌তে যেয়ে, হাড় গিয়েছে কালি হ'য়ে,
এখন আমি আপন মনে, আপন ভাবে রই হেথায়।
ঠাট্‌-ঠেকারে বাড়ায় মায়া, না দেখি তা'য় শান্তি ছায়া,
ব্যস্ত করি' সুস্থ কায়া, সদাই দুখের ঢেউ ছুটায়।
দূরে চিত্ত হয় না ভ্রান্ত, আত্মভাবে থাকে শান্ত,
বিষয়-সঙ্গে পাপ-তরঙ্গে, সাদা প্রাণে বিষ উঠায়।
যদি বল বিষয় ছেড়ে, কোথা যেয়ে থাক্‌বো প'ড়ে,
থাক্‌লে আমি মূলটা বেড়ে, আমিত্বের কে তেজ কমায়।
যে ক'টা দিন থাক্‌বো হেথা, পর-ছলে না ঘুরবো কোথা,
যা' হ'বার তা' ঘটুক্ তা'য়, রাখবো আপন পণ বজায়।

১১১। আলাইয়া—যৎ।

মন! তুমি গো ফাত্‌না ছিপের ভাসো মায়া-জলের উপর।
দুঃখ-মীন না ধ'র্‌লে এসে, দেখ না কি আছে ভিতর॥

অহঙ্কার-ছিপের গায়ে, কর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে,
পাপ-তরঙ্গ-আঘাত খাও, তথাপি জ্ঞান হও অজর।
টানে কভু কাট্‌লে সুতা, বাঁচানো দায় তোমার মাথা,
যাও যদি বা ভেসে কোথা, ধরে আবার কাল-ধীবর।
খ'স্‌তে র'লেও তব অঙ্গ, ছাড়্‌তে না চাও বারি রঙ্গ,
হ'লেও তুমি অন্তরঙ্গ, আনন্দের বিষম পর।

১১২। ললিত-বিভাষ—ত্রিতালী।

সুখে সবাই হরির খুড়ো জয় বই না বলে ক্ষয়।
দুঃখেতে আলকুশীর গুঁড়ো, ছড়ো দিতে ক্ষান্ত নয়॥

ফুলে যখন থাকে মধু গন্ধে যুটে মধুকর,
গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করি' মধু পিয়ে নিরন্তর,
মধুহীন হ'লে ফুল, আর সে মধুপকুল,
না আসে নিকটে তা'র, ভাবি' তাহা বিষময়।

সংসারের বন্ধু যা'রা বসন্তের পিকপারা,
সুসময়ে দেয় দেখা, নহে অসময়;
দেখি নিজ পরিবার বিত্ত-বলে নিজ হয়,
বিত্তহীন দেখে যবে কত শত মন্দ কয়,
ঘৃণায় না কাছে আসে, চোর সম থাকি বাসে,
অন্য যে করিবে আরো, কি সন্দেহ সে বিষয়।

স্বার্থ ভরা ভব-বাস, সকলেই স্বার্থ-দাস,
স্বার্থ বিনা কেউ না চলে, কোনও সময় ;
বন্ধু যদি থাকে কেহ সে বন্ধু ত আত্মারাম,
সকল সময়ে সম সকলের প্রাণারাম,
চায় না কিছু কা'রো কাছে, আরো দেয় তা' যা' তা'র আছে,
তুলে লয় গো কল্পগাছে, নাশি' তাপ তৃষা ভয়।

সংসারের মোহে প'ড়ে, হেন বন্ধু রয় যে ছেড়ে,
ত্বরা সে ত জ্ব'লে পুড়ে, যাবে যমালয় ;
অযাচিত ভাবে তা'রে করি' প্রেমে আত্মদান,
অভিমান নাহি রাখা ভব-রোগের সুনিদান,
ভাই ভগ্নী যত যথা, মিত্র ভাবো কা'রে কোথা,
আনন্দের চিরসখা, হৃদে দেখ জেগে রয়।

১১৩। ভৈরবী—একতালা।

তখন মন থাক্‌বে না এই ঘটা।
যখন বোঁটা ছেড়ে ভুমে প'ড়ে হবে ফুটি ফাটা॥

ঝুল্‌ছো যে এই মাখাল সম খুলে রূপের ছটা,
পাপ-বায়সে ক'র্‌বে ক্ষত ঠুক্‌রে বুকের পাটা।
যে ভাব-বশে মত্ত তুমি সেই যে চোর ছ'টা,
বিপদ কালে দেখে মজা পথের হয় কাঁটা।
শাখীর গায় লতার ন্যায় যত্নে আছ আঁটা,
কাল-ঝড়ে তা' উপ্‌ড়ে পড়ে যতই হোক্‌ মোটা।

নিঠুর ঠ্যাটা কাল বেটা না খেলো কেউকেটা,
জ্ঞান-বিটপী ধ'রে থাক, ঘুচবে সকল লেঠা।

১১৪। ঝাঝা—একতালী।

ভোগে কভু ভোগ না ছুটে ভোগ্য বটে ছুটে যায়।
আবার তা' কোন রূপে যুটে ভোগ-লালসায়॥

আগুনে ঘি দিলে ঢেলে, দ্বিগুণ বেগে উঠে জ্ব'লে,
ক্রমে ঘৃতের সঙ্গ পেলে, শুচির বল বৃদ্ধি পায়।
থাক্‌লে লেগে ভোগ-রাগে, রোগে ধরে বিষম রাগে,
ধান ভানিতে শিবের গীতে, হাত বাঁচানো শেষে দায়।
ভোগের দাস হয় যে যত, চিন্তা-ফাঁস সে পরে তত,
পর না দেখে আপন মত, দ্বন্দ্ব বেড়ী পরে পায়।
লক্ষ্য এত পড়ে জড়ে, বাজ প'লেও না ছেড়ে নড়ে,
মানের ঘাড়ে দাপে চড়ে, ধর্ম্ম ছাড়ে অবজ্ঞায়।
আপনা ভেবে অবিনাশী, হ'য়ে বিলাস-গৃহ-বাসী,
কতই ভাঙ্গে গড়ে হাসি', কাল না দেখে উপেক্ষায়।

১১৫। ঝুম-মিশ্রিত বাউলের সুর—লঘু লোফা।

গরজ বড় বিষম বালাই ভাই।
দাম যা'র না কাণা কড়ি রত্ন ভেবে কি'ন তা'ই॥

জল মাটি যা' মাড়িয়ে চলি, খেয়াল নাই কাযের বলি',
কালের এম্‌নি কুটিল কেলি, গরজে তা' খুঁজ্‌তে চাই।

দ্রব্যের মূল হয় এক আনা, গরজ-মূল সতেরো আনা,
গরজ বিনা সোণা দানা, পানার মত দেখ্‌তে পাই।
গরজ রয় মনটা যোড়া, স্বার্থে মোড়া আগাগোড়া,
সে স্বার্থ তরে অর্থ-তোড়া, পুরুষার্থ চাই সদাই।
যা'র যা' গরজ তা'র তা' সাজে, অন্যের তা'য় লাঠি বাজে,
গরজে সেই নাহি মজে, যে না ভাবের দেয় দোহাই।

১১৬। ভীমপলশ্রী—একতালী।

গুণীর দেখি গুণ বিলালে আরও গুণ বেড়ে যায়।
ধনীর দেখি ধন বিকালে হ্রাস বই না বৃদ্ধি পায়॥

গুণে প্রাণকে বাঁধে গুণে, বারি ঢালে দীপ্তাগুনে,
হৃদয়টাকে লয় গো জিনে, নিত্য নব প্রতিভায়।
ভ্রম ঘুচায়ে সত্যপথে, চালায় তুলে পুণ্য-রথে,
ফিরায় শম-রক্ষী সাথে, নাচায় প্রেম-মহিমায়।
ধনে মানে মনকে ধূনে, জীর্ণ করে স্বার্থ-ঘুনে,
পাপের বীজ হৃদে বুনে, সাজায় খুনে কু-আশায়।
গুণের লক্ষ্য যথা মোক্ষ, ভোগানন্দ ধনের লক্ষ্য,
দীনানন্দ ধন-বিপক্ষ, দক্ষ গুরু-করুণায়।

১১৭। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

সংসারে কয় এঁটো কা'রে।
আমায় বুঝিয়ে দিতে কেউ কি পারে॥

মুখে যা' দেই হয় তা' এঁটো, কেউ যদি তা' কয় আমারে,
ব'ল্‌বো আমি, অন্ন খেলে শুদ্ধ উদর কোন্ বিচারে।
ধান্য যা'কে লক্ষ্মী বলি' পূজা করি শুদ্ধাচারে,
সিদ্ধ যবে সক্‌ড়ী তবে, বলে গোঁড়া হিন্দু তা'রে।
জল-আগুনে সিদ্ধ না হয় কোন্ পদার্থ এ সংসারে,
সিদ্ধ হ'লেই ব'ল্‌তে হবে—ধ'র্‌লো এক দোষ-বিকারে।
যদি বল যে ঝোলে লুণ, হয় তা' এঁটো, কে নিবারে,
সাগর-জল ভানুর তাপে দুষ্য কেহ ব'ল্‌তে নারে।
বাপরে বাপ! দোমুখো সাপ আছে যত আর্য্যাগারে,
এঁটোর নামে কেঁপে মরে, ধরে যেন অপস্মারে।
জোরে কিছু ব'ল্‌লে যদি ছুটায় নদী অশ্রু-ধারে,
সার কায যা' পতিভক্তি, সে ধার বড় কেউ না ধারে।
কাক বসিতে দেয় না কভু নিজ স্বার্থ-অধিকারে,
তবু তা'রা ধর্ম্মদারা, কান্তে করি' খাড়া দ্বারে।
আরো দেখ মেড়ো যত প্যাঁজ রশুনের গোষ্ঠী মারে,
চৌকা তা'দের মাড়ালে কেউ রুখে এসে ডাণ্ডা মারে।
হাতে ক'রে মুখে দিতে রত যা'রা হয় আহারে,
তা'দের সে হাত রয় না অমল, লাগায় না তা' অন্যাধারে।
কাঁটা চামচ দিয়ে যা'রা আহার করে বারে বারে,
তা'দের খানা হয় না এঁটো, দেখি তা'দের ব্যবহারে।
তেল হলুদ লাগ্‌লে পরে দাঁড়ায় দ্রব্য কদাকারে,
তা'ইতে ঝুঁঠা শুচির খোঁটা মেয়েলি-ন্যায়-অনুসারে।

১১৮। কানাড়া-মিশ্র—পোস্তা।

মন! তুমি সার বন্ধু আমার মুখ থাকিতে আর ব'ল না।
তুমি শিক্ষা কত পাও সতত তবু তোমার হুঁস্ হ'ল না॥

কিসে আমি ভ্রান্ত হব, পশুর অধম হ'য়ে রব,
সেই কু-ভাবে ঘুরাও ভবে, সদ্ভাবের ঢেউ তোলো না।
যোগে যদি বসি চেপে, এম্‌নি তখন উঠ ক্ষেপে,
সাধ্‌লেও না থাক চুপে, প্রাণের কভু গাঁ'ট খোলো না।
অতি বড় শত্রু যে হয়, সেও আপন দুখের সময়,
তুমি কিন্তু বাবারও নও, কিছুতে ছার ভাব ভোলো না।
দেখে তোমার বাড়াবাড়ি, আজি হ'তে চ'ল্‌লো আড়ি
দেখ্‌বো এবার নাড়ি'-চাড়ি', কিসে চোখে সুখ স'লো না।

১১৯। পাহাড়ী—লঘু লোফা।

চেতন চেয়ে জড় কে মন্দ কয়।
অহঙ্কারে জড় না মরে, জীব-সেবায় কাল করে ক্ষয়॥

জড়ের নাই ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান, জড়ে তবু করে ব্রহ্ম-ধ্যান,
ছোট বড় নাই বিচার সব দেখে সমান;
জড়ের সহিষ্ণুতা দানশীলতা দেখ্‌লে দেবের লজ্জা হয়।

জড় না হৃদে পুষে স্বার্থ-বাজ, পরার্থে প্রেম বিলানো তা'র কায,
নাইকো বিষাদ বাদ-বিসম্বাদ পরে বিনয়-সাজ;
জড়ের নাই অবসাদ, আত্মপ্রসাদ আত্মভাবে উপজয়।

জীবের বাড়ে কথায় কথায় মান, স্বার্থ হিংসা রোষ কাপট্য ভাণ,
দ্বন্দ্বে ভরা জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, কর্ম্ম, প্রাণ;
জীব এরূপ কামী দিবস যামী কামে বিবেক করে লয়।

ব্যভিচারে দূষ্য জীবের মন, পরম অর্থ ভাবে কেবল ধন.
ধনের তরে আপন ঘরে মারণ উচাটন;
জীব মদের ঝোঁকে দেখেও চোখে "রাজীতেও গর্‌রাজী নয়"।

জীবের হায়! থেকেও বুদ্ধি বল, জীব না তাতে পায় সদা সুফল,
জড়কে দেখি মহাযোগী জীব ত বিচঞ্চল;
সাধ ক'রে না দীন দেয়ানা, গায় আনন্দে জড়ের জয়।

১২০। পাহাড়ী—লঘু লোফা।

আমি যাই এখন কোথা।
তোরা শুন্‌বি না ত মোর কথা॥

তোরা কয় শালা যুটে, ভিটে মোর নিলি রে লুটে,
দাপের চোটে এনে কোটে সাজালি মুটে;
যদি জিরাই খেটে অম্‌নি চ'টে কেটে নিতে চাস্ মাথা।

তোরা দে না মোরে গা'ল, তবু ব'ল্‌বো তোদের চা'ল,
আবি তা' কর্ বলিস্ পামর হবে যেটী কাল;
তোদের ভালবাসা—রক্তশোষা, ঘটায় দশা জোঁক যথা।

গুণ ব'ল্‌বো রে কত, খ'লো মূষিকের মত,
গর্ত্ত ক'রে ঢুকাস্ ঘরে পাপ-সাপ যত;
আমি তোদের দ্বেষে যাই যে দেশে যুটে এসে দুখ তথা।

তোরা ভীষণ গোঁয়ার ষাঁড়, কভু ফিরাস্ নাকো ঘাড়,
শৃঙ্গ নেড়ে আসিস্ তেড়ে ভাঙ্‌তে বুকের হাড় ;
দেখি মড়া হাড়ে মোড়া মারে, শুন্‌লে তোদের গুণ-গাথা।

তোরা সাজা পাস্ এত, লোকের খাস্ গালি কত,
তবু দাম্‌ড়ী চাম্‌ড়ী ধ'রিস্ কামড়ি পিঁপিড়ের মত ;
তোরা ছাড় এ ছু'টা লোভের খোঁটা দূরে যাবে সব ব্যথা।

দেখি হ'ল বাজী মাত, হবে ত্বরায় কুপো কাত,
তবু ভাঙ্‌লো না ভুল গেল না ঝুল এম্‌নি হারামজাত ;
তোরা বেশী কি আর ক'র্‌বি আমার ক'রেছি স্বাথ্ সার কাঁথা।

তোদের পালের গোদা মন, হোক্ সে মায়াবী যেমন,
সকল বাজী ছাড়বে পাজী যাক্ না কিছুক্ষণ ;
তখন ম'র্‌বি শোকে দেখ্‌লে চোখে আত্মারামের রূপ হেথা।

১২১। খাম্বাজ—একতালী।

পেস্তা মণ্ডা হেন সস্তা নাই।
যে মণ্ডা সম উড়িয়ে গণ্ডা প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রবে ভাই॥

জানি তুমি দিবাযামী মণ্ডা পানে চাও,
বদ্ধ তবু হও না কাবু হামাগুড়ি দাও,
তোমার মন! এই ত ধরম—সবই লুট্‌তে চাও ;
তব নাহি বিচার কি মণ্ডা কা'র, ভাব্‌না কিসে খেতে পাই

কভু কোথা মণ্ডা-কথা যায় যদি কাণে,
এম্‌নি ফতুর সয় না সবুর ঝড় বহে প্রাণে,
ঘাঁত বুঝিয়ে দাঁত ফুটাতে ভাসো কাম-বানে ;
আবার তৈয়ার থেকে দেখ‌লে চোখে জাগে দ্বিগুণ প্রাণের খাঁই ।

পাতিয়ে জাল পরের মাল নিতে খোয়াও মান,
পরের জিনিষ বিষম বিষ হারাওরে সে জ্ঞান,
দেখে মোহন ক্ষীরমোহন ধীর না থাকে প্রাণ ;
বলি মাপের জিনিষ উনিশ বিষ ক'র্‌লে কালে খেপ্‌বে বাই ।

টাট্‌কা বাসী সব প্রয়াসী এরূপ কামী হও,
গন্ধ পেলে ধন্দে ফেলে দ্বন্দ্বে মেতে যাও,
নমুনো বুঝে সুযোগ খুঁজে পূজোর ধূম লাগাও,
তুই জান না' কি এই চালাকি চ'ল্‌বে নাকো সর্ব্ব ঠাঁই ।

মানস-ভোগে ধরে রোগে কোথায় মিটে আশ,
দীনের মত দিন বিগত ফেলে দীর্ঘ শ্বাস,
মণ্ডা লোভে শেষে ক্ষোভে কাটে বারো মাস,
পড়ে মুখে কালি গুড়ে বালি দুখের হাতে নাই রেহাই ।

স্বীকার করি মানস-চুরি ধরা কঠিন হয়,
তবু সু-কু-গুরু-লঘু-বিচার মন্দ নয়,
তুমি চাও রে যাহা মুখে তাহা আন্‌তে বাড়ে ভয় ;
এবে সাম্‌লে চল নইলে বল মান্‌বে না কাল ডাক দোহাই ।

সস্তা দরে মণ্ডাহারে এতই যদি সাধ,
মণ্ডাকৃতি হয় প্রকৃতি দেয় তা' হাতে চাঁদ,
তা' ঘেঁটবে যত ছুটবে তত প্রাণের পচা গাদ ;
সব যাবে ওজর ফির্‌বে নজর, আত্মবলে হবে চাঁই।

১২২। রামকেলী—একতালা।

বিষম দায় ছাড়া সংস্কার।
সে দাঁড়ায় এত মজ্জাগত, যেমন ধাতু-জ্বর বিকার ॥

পারার দোষ শুধরে বটে যায়,
হ'লেও মরণ এ দোষ কখন ছাড়তে নাহি চায়,
ছাড়ার কথা শুন্‌লে আরো বাজ পড়ে মাথায় ;
বাড়ে কা'রো ঘৃণার হাসি কেউ বা করে তিরস্কার।

জানে যাদু এম্‌নি যাদুগুণ,
থাক্‌লে পোষা বানায় খোসা শাঁসে দেয় আগুন,
ব'ল্‌তে গেলে হয় বলিতে উহু অথবা হুঁ্ণ,
যেবা ভক্ত তাহার তা'র কি বাহার, আটপাশ পায় পুরস্কার।

তবে কি তা'র নাইকো কোন গুণ,
থাকার মাঝে বাজে কাজে মাথায় কালি চূণ,
কাণ না দেখে চিলের পাছে ছুটিয়ে করে খুন ;
যেথায় যত ফ্যাসাদ, কুসাধ-খাদ নিতিই করে অবিষ্কার।

বাড়ী তা'র এম্‌নি শেল কাঁটা,
ভেতর ঢুকে লুকিয়ে থেকে যায় না তা' কাটা,
আছে আবার দেয়াল শিলার চা'র ধারে আঁটা ;
তা'র গৃহের মাঝে সদাই রাজে প্রলয়ের অন্ধকার।

আপন মতের মানুষ যদি পায়,
তাহার কাছে যে ধন আছে সব করে আদায়,
একপ ক'রে যায় গো বেড়ে, দৃঢ় করে কায় ;
সে ত বহুরূপী ভ্রমের কূপী চায় না হ'তে শূন্যাকার।

ধ্বংস হবে আজি কিম্বা কা'ল,
দেখতে না পায় তবু উপায় ছাড়তে না চায় চা'ল,
সে পাপ-ঘরে ঢুক্‌লে পরে খেতেই হবে গা'ল ;
খ্যাপা জ্ঞান-গুলি বই আর দেখে কই, সে পাপ রোগের প্রতিকার

১২৩। বারোয়াঁ—দাদ্‌রা।

মোরে দে তোরা ছেড়ে।
আমি বন-বিহঙ্গ জুড়াই অঙ্গ বনে বনে উড়ে॥

পাচ-ভূতের খাঁচার ভেতর মায়ার দাঁড় যুড়ে,
রাখিস্ না আর খাওয়াতে চার ময়ান-বুলি ঝেড়ে।
দেখিস্ কি কাল হুমোবেরাল আস্‌ছে কাছে তেড়ে,
বাড়িয়ে হাতা ধ'র্‌বে মাথা পিঁজ্‌রে 'পরে প'ড়ে।
সাম্‌লাতে না পার্‌বি তবে নিতে মোরে কেড়ে,
কপাল ফের বাড়বে তোদের ফেল্‌বে ক্ষোভে পেড়ে।

এখন যত সময় গত যাচ্ছে শঙ্কা বেড়ে,
চোক না খেয়ে ত্মাখ না গায়ে কালি দেছে মেড়ে।
তোদের মতন দেয় না বেদন কোন ভেড়ের ভেড়ে,
তোরাই সবায় ফেলিস্ ধাঁধায় আশার ঘণ্টা নেড়ে।
তোদের ঠাঁই সুধা ত নাই আছে বিষের কেঁড়ে.
সাধি রে তা'ই দে গো রেহাই ম'র্‌ছি জ্ব'লে পুড়ে।
তোরা যে আ'জ রাজাধিরাজ উঠিস্ তেড়ে ফুঁড়ে
তোদের এ দিন নয় চিরদিন, হ'বিরে দীন কুড়ে।

১২৪। সিন্ধু-মিশ্র—মধ্যমান।

ব'সে ব'সে কিবা কর মন :
ভব-পারে যাবার তরে কর রে সব আয়োজন ॥

নিয়ে এ পুতুলগুলি. খেলিতেছ তিন গুলি.
সবে দিয়ে চোখে ধূলি, ক'র্‌বে শেষে পলায়ণ।
এত যে মমতা এবে, প্রমত্ত কত কি ভেবে,
সব তবে ছুটে যাবে, রবে শুধু বিড়ম্বন।
মর যদি মাথা খুঁড়ে, সাধো যদি কর যুড়ে.
আসিবে না আর কুঁড়ে. ক্লিষ্ট হবে অকারণ।
কেন মিথ্যা আশা-বশে, মজিছ পাপ-রঙ্গ-রসে,
দিন থাকিতে প্রেমোচ্ছ্বাসে. ডাক প্রিয় প্রাণধন।
দেখিবে কাটিবে ধাঁধা. ছুটিবে সকল বাধা.
বিফল না হবে সাধা, পাবে শান্তি নিকেতন।

ক'র না আর মিছা দেরী, বাজাইয়া ধর্ম্ম-ভেরী,
ভাসাও বিশ্ব-প্রেমতরী দিতে মায়া-বিসর্জ্জন।

১২৫। পূরবী—ত্রিতালী।

এই নদী দেখে যদি ভীত হ'স্ মন।
কিসে ভূ-পয়োধি-পারে করিবি গমন॥

সামান্য কল্লোল হেথা অই তীর দেখা যায়,
কত শত নেয়ে অই সারি গেয়ে তরী বায়,
মগ্ন হ'লে কা'রো তরি, ভেসে উঠে ত্বরা করি',
দাঁড়ী মাঝী কেহ অরি না হয় কখন।

কুটিল আবর্ত্ত সেথা ভীষণ তরঙ্গ-রোল,
অপার অগাধ অব্ধি দাঁড়ীরা বাধায় গোল,
ডুবিলে তরি না ভাসে, কূর্ম্ম নক্র তেড়ে আসে,
হয় শেষে হতাশ্বাসে বিপাকে মরণ।

এই নদী পারে যেতে পারে যে বিবেকী জন,
সেজন ভূদধি-পারে যেতে করে প্রাণ-পণ,
ছি ছি তুই বড় ভোলা, মায়ের আদুরে পোলা,
ভাসা রে প্রেমের ভেলা পূরিবে মনন।

১২৬। কেদারা-মিশ্র—ত্রিতালী।

যে ধন-বোধনে মন কর ধন-আরাধন।
সে ধন নির্ধন করে নিধনের নিকেতন॥

আপাত সে রূপ-রাশি, টানে কোলে ভালবাসি',
দেয় শেষে গলে ফাঁসী, লয় হরি' প্রাণধন।
যতদিন কাছে রাখে, নিন্দা ভয় সঙ্গে থাকে,
মাঝে মাঝে ব্যাধি-পাঁকে, করে তনু নিগমন।
সে ধন-সাধন-রাগে, অসময়ে জীব ভাগে,
আসি' পুনঃ নব রাগে, সহে নানা বিড়ম্বন।
দিন গেলে রাগ-যাগে, আরো মায়া পিছে লাগে,
কেবল শঙ্কর-রাগে, হয় রাগ-সংশোধন।

১২৭। সুরট—ঝাঁপতাল।

আ'জো জোর মায়া-ঘোর গেল না তোর ওরে মন!
আর কবে সার ভেবে লবি যেচে ভব ধন।

বয়স তোর হ'চ্ছে যত, দাঁড়াচ্ছে লোভ মজ্জাগত,
লোভে পাপ পাপে হত, হয় ভবে মূঢ়জন।
তোর চেয়ে কে আর ধনী, তোরই ঘরে মণির খনি,
নিজে নিজে ক্ষুদ্র গণি', করিস্ ফণী অন্বেষণ।
বিশ্বের নাই যে শক্তি বল, তোতে স্ফূর্ত্তি হয় সে সকল,
তুই কেন রে সাজিস্ বল্, হেন খল অকিঞ্চন।
বাসনা-সাজ ত্বরায় খুলে, ত্থাখ্ না হৃদি-পর্দ্দা তুলে,
কি ধ'রেছিস্ কি ধন ফেলে, মায়া-ঝুলে ভুলে পণ।
শুনিস্ যদি ভাল কথা, বুঝিস্ নাকো হেথা সেথা,
প্রাণে কত রত্ন গাঁথা, কর্ তা' প্রেমে দরশন।

১২৮। ভৈরবী-মিশ্র—পোস্তা।

মন রে! তোরে খাঁটির জোরে পুষ্‌বো নাকো কভু আর।
খাঁটি ক'রে এবার তোরে ক'র্‌বো জোরে ব্যবহার॥

একের নেশা খাঁটী খেলে, দশের নেশা খাঁটি হ'লে,
খাঁটীর আবার অঙ্গ ছুঁলে, মাটি তবু সুখ অপার।
যথা খাঁটির দৃষ্টি চলে, বিনা নেশায় মনটা টলে,
খাঁটি না পাই খাঁটী মালে, ভাঁটি-মালে দোষ-বিকার।
ভাঁটির মালে উড়ে অর্থ, বাড়ে নিত্য ঘোর অনর্থ,
খাঁটির কি পুরুষার্থ, ব্যর্থ করে ভুল-বিচার।
খাঁটিখোরের অকালে কাল, খাঁটি সাজে কালের কাল.
তা'ই বলি রে ওরে মাতাল! ছেড়ে দে লোভ পাপ-সুরার।

১২৯। খাম্বাজ-মিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী।

অর্থ পেয়ে মত্ত হ'য়ে অনর্থ-ক্রয় ভাল নয়।
বারি দেখে আগে থেকে পাঁক মেখে কে ব'সে রয়॥

যুটুলে ফ্যাসাদ বারেক এসে, দাড়ায় সে সর্ব্বনেশে,
সখে যেয়ে প'ড়্‌লে পাঁকে, উঠা শেষে শক্ত হয়।
ক্ষিপ্ত নয় যে লভি' বিত্ত, না হয় যা'র তপ্ত পিত্ত,
শম ভাবে রাখে চিত্ত, সেই ত মুক্ত মহাশয়।
আর যে ঋদ্ধি পেয়ে করে, অহঙ্কারে কার্য্য করে,
দীপ্ত না সে পুণ্য-করে, পাপেই তা'র দেহ-ক্ষয়।

অর্থ, লোক-হিত-জন্য, অর্থের কায নহে অন্য,
অন্য ভাবে ক'র্‌লে গণ্য, মনটা ঘৃণ্য পাপে লয়।

১৩০। খাম্বাজ—ঠুংরি।

কোথা ওরে শিক্ষাগুরু, দীনানন্দ-প্রাণধন!
ভাল শিক্ষা দিয়ে গেলি দেখি' কলি-প্রহসন॥

পেয়ে তোরে খেলাঘরে, ছিনু সদা অকাতরে,
জোর ক'রে ডোর কেটে, পালালি রে দলি' মন।
মায়া-চোখে দেখ্‌তে গেলে, ঘোর শ্মশানে গেছিস্ ফেলে,
বিবেক-চোখে দেখ্‌লে পরে, ভুল হ'য়েছে সংশোধন।
আমি মায়াবদ্ধ জীব, বুঝেও না বুঝি শিব,
অনুমানি তুই এবে, শুদ্ধ বুদ্ধ সনাতন।
মোর ত শাস্তি তোকে পেলে, তুই কেন রে আস্‌বি চ'লে,
ফিরে কি কেউ তথা গেলে, যথা সাম্য-নিকেতন।
আশীর্ব্বাদ কর দাসে, নিত্যধামে তব পাশে,
থাকি যেন অনায়াসে, জয় করি' মায়া-রণ।

১৩১। বিভাস—একতালা।

পূজা পাঠ জোরে লোপাট ক'র্‌তে যাওয়া বিষম দায়।
ফল পাকিলে সময়-বশে আপনি ফুল ঝ'রে যায়॥

চারাগাছের ফেল্‌লে বাকল, বিনষ্ট তা'র ইষ্ট সকল,
বড় হ'লে বিঘ্ন ঠেলে, আত্মবলে স্ফূর্ত্তি পায়।
ধাপ বেয়ে যে উঠে ছাদে, পা ভেঙে সে নাহি কাঁদে,
ধ'রতে গেলে লাফিয়ে চাঁদে, সাধ না মিটে, লাগে পায়।
দু'ধাপ'পরে দুই পা রেখে, ঊর্দ্ধে উঠা যায় গো সুখে,
দুই ধাপে পা থাক্‌বে ব'লে, দ্বিপদ-যুত নর-কায়।
নাই যাহার যে সংস্কার, পায় যদি সে সেই অধিকার,
হজম তাহা না হয় তা'র, ঘটে আরো প্রত্যবায়।
বহুজন্ম-সাধন-ফলে, বলী সাধক আত্মবলে,
আ'জ যে মুগ্ধ যে ভাব-বশে, মত্ত না সে কালে তা'য়।
না এলে লোক আত্মভাবে, কেউ না যেন শত্রু ভাবে,
আসার যে সে সত্য ভাবে, আস্‌বে কালে স্বইচ্ছায়।

১৩২। রামকেলী-মিশ্র—একতালা।

ধন দিয়ে না অমূল্য ধন ভাবকে কভু কেনা যায়।
ভাবের মূল ভাবানুকূল ভাবেই শুধু হয় আদায়॥

ভাবের প্রাণ প্রাণের মাঝে, ধনের প্রাণ মাটির সাজে,
ভাবে, ভব-ঋণ রাখে না, ধনে নানা ঋণ জড়ায়।
ভাবে, ভাবে পুরুষার্থ, ধনে আনে স্বার্থানর্থ,
রয় গো ধরা ভাবে ধরা, ধনে, মনে ভেদ বাড়ায়।
ভাবে প্রাণ জগৎযোড়া, ধন-মানে করে খোঁড়া,
ভাবটী যেন ফুলের তোড়া, ধনের তোড়া প্রাণ উড়ায়।
ভাবে সত্য-আলোক ভাসে, ধনে ঘুরায় আঁধার-বাসে,
নিত্য রাস ভাব-গোলকে, ধন-নিরয়ে ত্রাস বেড়ায়।

ভাবে রাখে আপন রূপে, ধনে ফিরায় বহুরূপে,
ভাবে নব সৃষ্টি পলে, ধনে নব গোল উঠায়।
দীনানন্দ ভাবানন্দে, দেখে সদা সদানন্দে,
রয় না সন্দে কোন দ্বন্দ্বে, আত্মানন্দে দিন কাটায়।

১৩৩। মালকোষ—একতালী।

জীব! ত্যজ অভিমান।
মাতিয়ো না মোহ-সুরা ক'রি আর পান॥

পেয়ে যে অনিত্য দেহ, মাটিতে না পদ দেহ,
সে দেহ ভূতের গেহ, রোগের নিদান।
দারা পুত্র মিত্র যা'রা, চিরসঙ্গী নহে তা'রা,
সম্পদ বিপদ ভরা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ।
ল'য়ে যে মন ক'র্‌ছো রঙ্গ, তুল্‌ছো কত ভাব-তরঙ্গ,
ছাড়িয়ে সে সব রঙ্গ, করিবে পয়াণ।
দীন দুখী ধনী সুখী, সবে খেলি' লুকোলুকি,
কালোদরে যায় ঢুকি' প্রাণে হানি' বাণ।
অই যে আরক্ত রবি, প্রকাশিছে বিশ্ব-ছবি,
ডুবে যাবে, হ'বে যবে দিবা-অবসান।
যদি না বিপাকে মর, কে তুমি বিচার কর,
অসার বাসনা হর, ধর প্রেম-তান।
কুহকিনী মায়া-বশে, ম'জো না বিষয়-রসে,
সাধ নিজ ঘরে ব'সে, আপন কল্যাণ।

১৩৪। মালকোষ—একতালা।

এই কি কর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নর্ম্মপটু শঠ মন!
মর্ম্মদৃষ্টি নাই রে তোর চর্ম্মদৃষ্টি বিলক্ষণ॥

প'ড়ে মোহ কূপের ভিতর, নজর কেবল উপর উপর,
প্রাণ মাঝে যে প্রেম-সাগর, করিস্ না তা' নিরীক্ষণ।
ভাবিস্ নাকো একটীবার, কেবা আমি আমি কা'র,
মিছা বলিস্ "আমার" "আমার", ভাবিয়ে সার ধন জন।
পেয়ে যে পাঁচ ভূতের রাজ্য, বিবেক-ধন ক'রিস্ ত্যজ্য,
ক'দিন তাহে র'বি পূজ্য, হ'য়ে ভ্রান্ত দুঃশাসন।
ঠিক হ'য়ে যা' এখন থেকে, নইলে মাথা যাবে বেঁকে,
বারভূতে উঠ্‌বে রুখে, ক'র্‌বে দুখে বিদলন।

১৩৫। সুরট-মল্লার—একতালা।

মম প্রাণ যাহা চায় লোভী মন তা' না চায় রে।
পরাণ পূর্ণিমা-চন্দ্রিকা-চুম্বিত, অমা-ঘোরে চিত ধায় রে।

বিবেকের বশে প্রেমভরা প্রাণ, বাসনার বশে মনে পাপ-বান,
বিশ্বপ্রাণে প্রাণ খুঁজে সদা স্থান, ধন পানে মন চায় রে।
সমতায় প্রাণ স্বরূপ-সোপান, মমতায় মন নিরয় সমান,
করে প্রাণ-ভাব আনন্দে উদাস, চিত-ভাবে নাশ-দায় রে।
কবে হ'য়ে আমি মনের শাসক, হব সুখে প্রাণ-ভাব উপাসক,
যাবে যাহে বাধা দূর হবে ধাঁধা, নাহি রবে অনুপায় রে।

১৩৬। মিয়া-মল্লার—ত্রিতালী।

এত ভ্রান্ত কেন হ'লি মন!
লোভবশে কামরসে ডুবালি সাধন-ধন।

ভুঞ্জিতে বিষয়ানন্দ, বাধাইয়া রূপ-দ্বন্দ্ব,
হারালি জ্ঞান ভাল মন্দ, ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন।
ভাবিতে যা' জ্বলি তাপে, করিতে যা' প্রাণ কাঁপে,
মাতিলি সেই মহাপাপে, ভাঙিলি বিবেক-পণ।
লোকে তোরে ভাল বলে, তা'ই বুঝি তলে তলে,
আনন্দকে ফেলে ছলে, দাগা দিলি অনুক্ষণ।

১৩৭। ইমন-ভূপালী—আড়াঠেকা।

যদি জীব! চাহরে কল্যাণ।
কর রে আমিত্ব মাঝে ব্রহ্মের সন্ধান॥

স্থূল বিশ্ব দেখে কত, কত কাল ত ক'র্‌লে গত,
পেলে কি ধন মনোমত, জুড়াতে পরাণ।
আমি কি, সে খোঁজ না করি', "আমার" বলি' যাহা ধরি',
আছ ঘোর অহঙ্কারী, সে দুঃখ-নিদান।
আ'জ আছে কা'ল না র'বে, সঙ্গে কা'রো নাহি লবে,
শুধু তাপ রেখে যাবে, বাড়ায়ে অজ্ঞান।
ছাড়ি' শোক-শব্দভেদী, হৃদয়-মন্দির ভেদি',
রাখিবে যে স্মৃতি-বেদী, র'বে তা' অম্লান।

যতদিন রবে কায়া, সেই যে অতৃপ্ত মায়া,
সে বেদীতে রাখি' ছায়া, উড়াবে নিশান।
লক্ষ্য করি' সে নিশানা, ক'র্‌তে হবে আনাগোনা,
কর্ম্মস্রোত থামিবে না, উঠিবে তুফান।
আত্মযাজী হ'তে শিখো, অহং-সিন্ধু খুঁজ্‌তে থাকো,
মিলে কি না মিলে দেখ, রতন প্রধান।
কর রে যতন কর, ধর আত্মা-গুরু ধর,
মিলিবে মিলিবে বর, প্রাণের নিধান।

১৩৮। শঙ্করা—দাদ্‌রা।

লোকে ভাল ব'ল্‌লে কি হয় মন যদি কয় তবে ভাল।
মনের কাছে ভাল হ'লে প্রাণের মাঝে প্রেমের আলো॥

মনটা মলে ভরা আছে, তবু ছলে লোকের কাছে,
লোকে ভাল থাক্‌তে পারে, মনের কাছে কিন্তু কালো।
মূলে লোক মন্দ হ'লে, কালই তা'রে মন্দ ব'লে,
ফেল্‌বে কালে পায়ে ঠেলে, মন্দ ভাল ক'দিন বল।
মনের ঠাঁই যে সাঁচ্চা থাকে, আড়ম্বরে পাই না তা'কে,
সদাই রয় ফাঁকে ফাঁকে, যে ছাঁচে না যবে ঢালো।
লম্বা বচন নাহি ঝাড়ে, অগম্‌ভূত না রাখে ঘাড়ে,
কা'রো কভু দোষ না পাড়ে, বলে না—পাপ-পথে চল।
মুখে মিঠা হাড়ে তিতা, এরূপ যে লোক মিতা,
ছুটায় মুখে তন্ত্র গীতা, শিখায় শুধু কুচা'ল চালো।

নারী-সঙ্গে চালায় রঙ্গ, ইষ্ট ভাবে নারী-সঙ্গ,
ল'য়ে আরো সাঙ্গোপাঙ্গ, অঙ্গরাগে ঢল ঢল।
আপনাকে ক'র্‌তে বড়, পরনিন্দায় সদা দড়,
বাজে কথায় উঠায় ঝড়, সদাই বলে—হুকুম পালো।
লোকের ঠাঁই যশ না চেয়ে, মনের কাছে ভাল হ'য়ে,
লও আনন্দ ভুল ঘুচায়ে, ব্রহ্মানন্দের বাতি জ্বালো।

১৩৯। পূরবী—দাদ্‌রা।

সেই দেহ ল'য়ে মন কেন রে বড়াই।
যাহা ভবে এই আছে আর দেখ নাই॥

রক্ত-মাংস-অস্থি-দেহ, হ'লে চিররম্য গেহ,
কেন তাহে বিজড়িত, বিকার-বালাই।
যায় যাহা ঘৃণা করা, বাস করে যাহে জরা,
সেই মলে তনু ভরা, দেখ্‌তে সদা পাই;
রাখলে যা'কে পরিপাটী, কভু ও যে রয় না খাঁটি,
পরিণাম দেখি যা'র, শুধু মসী ছাই।
সেই ঘৃণ্য তনু ধরি' ফিরে যেবা গর্ব্ব করি',
পশু চেয়ে নীচ বলি', দামামা পিটাই;
দেহ ভুলে দেহী ধর, অভিমান দূর কর,
ছুটিবে করম-ভোগ, আনন্দে জানাই।

১৪০। লুম-মিশ্র—পোস্তা।

একটা কিছু ক'র্‌বি ত মন! কর্‌ নারে ছার আশা-লয়।
আশাই ভবে আসার হেতু অশেষ আপদালয়॥

এত কাল ত আশা-বশে, ডুব্‌লি বিষয়-রঙ্গ-রসে,
আশার সুখ গেল ভেসে, জুট্‌লো এসে দুঃখ ভয়।
দুঃখে বটে সুখের আশা, চায় ভাঙিতে দুখের বাসা,
সুখে আবার ঘোর তামাসা, দুখের হাওয়া স্বতঃই রয়।
নূতন আশা নূতন দুখে, গজিয়ে উঠে রাখ্‌তে সুখে,
উঠ্‌লে কি হয় ধ্বংস-মুখে, দাঁড়ায় আবার দুখের জয়।
যা'র কারণে আশা জাগে, শান্তি দেখিস্‌ বিষয়-রাগে,
খোঁজ নে না সে দাতার আগে, হবে না কাল বৃথা ক্ষয়।
দাতায় ভুলে দাতার দানে, তৃপ্তি আগে আসে প্রাণে,
দু'দিন পরে হিড়িক টানে, সাধের প্রাণ খিন্ন হয়।
আত্মা তোর সত্তা যিনি, সকল সুখের খনি তিনি,
ভজ্‌ না তাঁকে দিনযামিনী, হ'বি চিদানন্দময়।
চেতন-শক্তি তুচ্ছ করি', অসার বিষয় যদি ধরি',
অনন্ত কাল বেড়াস্‌ ঘুরি', ঘুচ্‌বে না ক্লেশ খ্যাপা কয়।

১৪১। পাহাড়ী—কাহার্‌বা।

তাজীবাবা, ব্যোমবাবা মোর নাম।
আছে আরো খ্যাপানন্দ, নিত্যানন্দ, আত্মারাম॥

তাজি ভাজি লাগে ভাল, ব্যোম নাদে প্রাণে আলো,
তা'ই লোকে নানা নামে, ডাকে প্রেমে অবিরাম।

খ্যাপার সঙ্গে চলে রঙ্গ, হয় না কভু প্রেম-ভঙ্গ,
খ্যাপানন্দ নামটী তা'ই, নহে দেখি কেহ বাম।
নিত্য ধনে নিত্যানন্দ, নামটী তা'ই নিত্যানন্দ,
আত্মা সনে রমণ তা'ই, আত্মারাম প্রাণারাম।
ডাকুক্ না যে যে নামে, রাখুক্ না যে যে ধামে,
মত্ত আমি নহি কামে, বুঝি' মম পরিণাম।

১৪২। বারোয়াঁ-মিশ্র—লোফা।

একদিন এ দেহ-ঘট ফাট্‌বে।
সব লেঠা যাবে চুকে বিকার-ঘোর কাট্‌বে॥

ছল বল সুকৌশল কিছুই না খাট্‌বে,
পরিবারে পড়ি' কারে যুক্তি কত আঁট্‌বে।
কাল-দূতে ভাল মন্দ কর্ম্ম যত ঘাঁট্‌বে,
ভাল যদি দেখে ভাল, নতুবা ত ডাঁটবে।
জন্মাবধি ক'রেছ যা' তা' না কিছু ছাঁট্‌বে,
পাপের ভাগ হ'লে বেশী শিলে ফেলে বাট্‌বে
তা'ই বলি মন! সদা জ্ঞান-পথে হাঁট্‌বে,
দুঃখ পেতে কখন না পাপ-পদ চাট্‌বে।

১৪৩। মল্লার—একতালা।

কেন ভ্রান্ত পান্থ! ক্ষান্ত রও।
আমি নিশিদিন জাগি', আছি পিছু লাগি',
অগ্রসর আরো হও।

যে দিন যে পথে যে ভাব লাগিয়া, যাত্রা করিয়াছ যে চিহ্ন ধরিয়া,
আসিতে আসিতে বিভ্রমে পড়িয়া, সে পথে সে ভাবে নও।
অবিদ্যা-সঙ্গিনী গোপনে আসিয়া, কু-ভাবে তোমায় মোহিত করিয়া,
ল'য়েছে নিমিষে কু-পথে টানিয়া, দুঃখ-ভার তা'ই বও ;
তা'ই রিপু-চোর হইয়া প্রবল, হ'রেছে তোমার পথের সম্বল,
দিয়েছে জ্বালায়ে হৃদে চিন্তানল, যাহে সদা তাপ সও।
যা' দেখ এ পথে সকলি অসার, সকলি বাড়ায় মনের বিকার,
এক সেই সার হৃদে যে তোমার, তাঁ'রই পদাশ্রয় লও ;
নাহি রবে ভয় কোনও সংশয়, দিয়ে সে দয়াল তোমায় অভয়,
দেখাবে ত্বরায় স্বরূপ-নিলয়, গাও তাঁ'র গুণ গাও।

১৪৪। ভৈরবী-মিশ্র—একতালী।*

ও তুই শান্তি পাবি কিসে।
এখনো মন জর জর আসক্তির বিষে॥

ভবের কর্ত্তা ভাবিস্ যেন বাবা খুড়া পিসে,
রত্ন সম যত্ন ক'রে রাখিস্ রাংতা সীসে।
দানব ছ'টা পাপের খলে ফেল্‌ছে তোরে পিঁষে,
তথাপি তোর যায় না দেমাক মত্ত সদা রিশে।
সুপথ ছেড়ে কুপথগামী হারা হ'য়ে দিশে,
ভাবিস্ নে কাল ক'র্‌বে বে-হাল ভুল্‌বে না সে ফিসে।

* দ্রুত একতালাকেই একতালী বলে।

পেয়েছিলি যে ধন হৃদে গুরুর শুভাশিসে,
খোয়ালি তা' বুদ্ধিদোষে দুষ্টদলে মিশে।
পশু সে ত' নাইকো যা'র মতি জগদীশে,
হ'লেও রাজা ভোগে সাজা ভোগ-ভূমে এসে।

১৪৫। ভৈরবী—একতালী।

দু'টো কথা হ'ল আজি প্রাণ খুলে কইতে।
চায় যে ধন আমার মন না মিলে তা' বইতে॥

গ্রন্থ ঘেঁটে কোমর এঁটে মায়ার দাপ সইতে,
দাঁড়ায় যা'রা নিরেট তা'রা চিনির বদলে হইতে।
কেতাব-ভাব মিশাল যেন মুড়ি-মুড়্কি-খইতে,
রাজী না তা' মুক্তি তরে মেগে পেতে লইতে।
সাধ না থাকে যদি কভু ভূতের বোঝা বইতে,
শক্ত তাহা মিশে গেলে ক্ষীর-ননী-দইতে।
চিত্ত যদি বিত্তের লোভ পারে দেবে রইতে,
তা' হ'লে সে উঠ্‌তে পারে স্বর্গে যাবার মইতে।

১৪৬। ভীমপলশ্রী—একতালী।

ঈশ্বরের কথা-মালার ভক্তে ভরা দেশটা।
বোধোদয় প'ড়্‌তে এসে রাখ্‌তে নারে শেষটা॥

পদার্থের পাঠ যবে, প'ড়্‌তে রুচি থাকে তবে,
"নিরাকার ব্রহ্ম" শুনে, না রয় তা'র লেশটা।
কি ছলে কি চক্র ক'রে, টোল থেকে প'ড়্‌বে স'রে,
দিনরা'ত ধ'রে শুধু, চলে রে সেই চেষ্টা।
শতকরা একটা দেখি, বোধোদয় পাঠে সুখী,
মালাভেই অন্তে ঠেকি', বাণীর' পরে দ্বেষটা।
লোকের যেমন পাঠের দশা, ধর্ম্ম-দিকটা তেম্‌নি ধসা,
কথার বেলা জেঁতে বসা, নাইকো কাযে ঘেঁষটা।

১৪৭। খট্—পোস্তা।

যতই যা' তুই ভাব্‌না রে মন! মা ছাড়া ও কেহই নয়।
অন্য রকম ভাব্‌লে জানি কাযের বেশী মজা হয়॥

ঝাল না খেলে পরের মুখে, মুহূর্ত্ত তোর যায় না সুখে,
ইন্দ্রিয় যা' ব'ল্‌বে তোকে, তা'ই শুনে ত ভাবোদয়।
ইন্দ্রিয় ত দোষে দুষ্ট, পরের হাতে সদা পুষ্ট,
তুই যে তা'দের কথায় তুষ্ট, এতেই যা' প্রাণ রুষ্ট রয়।
তোর উপরে প্রাণের স্থান, যিনি আবার প্রাণের প্রাণ,
তাঁহারি এই প্রাণের গান,—মনটা ত্বরা কর লয়।
মন থাকিতে পাবে না সুখ, বাড়্‌বে নিত্য নূতন অসুখ,
তা'ই বলি, না পুড়্‌তে ও মুখ, মা সম ত্যাখ বামাচয়।

১৪৮। কালাংড়া—একতালী।

* বদ্বীপ সম মনোরম ভবের রস-কূপ।
নিত্য তাহে ভাস্‌তে চাহে নিঃস্ব দুখী ভূপ॥

চৌদিকে তা'র সুরম্য বন, মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ,
মুগ্ধ সদা সবার মন, দেখিয়ে সেই রূপ।
ভেতরটা হয় এত গভীর, বুড়ো শিবের জাগে না শির,
বীর সাধকে তাহার ক্ষীর, লয় গো কেলে পূপ।
কূপের মাঝে সবার জনন, কূপেই আবার সবার মরণ,
তবু কূপে লীলা-কারণ, সবার কত হুপ।
কূপকে আগে করি' বরণ, প্রেমে তাহার ল'য়ে শরণ,
তত্ত্ব যেবা পায় গো যখন, মনটা হবে চুপ।

১৪৯। যোগিঁয়া—লোফা।

* অই যে দু'টো ঢেউ।
ও দু'টোকে ধ'র্‌তে সদা গর্‌রাজী না কেউ॥

কি মধু যে ওতে ভরা, নিকট থেকে যায় না সরা,
পাকড়ে আছে যা'কে জরা, স'র্‌তে নারে সেউ।
খেল্‌ছে ওরা যা'র উপরে, মিশ্‌বে যে তা'য় একটু পরে,
ভুলেও না কেউ চিন্তা করে, উঠায় রসের ঢেউ।

চিহ্নিত গান দুইটী দ্ব্যর্থবোধক।

দেখে যে ওর উঠা পড়া, হয় না মূলের সঙ্গ-ছাড়া,
সে পায় ঠিক সুধার ঘড়া, রয় না পিছে কেউ।

১৫০। পরজ-বাহার—একতালা।

অই ত রূপ তোর।
করিস্ বড়াই এত কিসে সদা ওর॥

ওর মাঝে ভ্রান্ত নর, কি দেখিয়ে মনোহর,
কাম-মুগ্ধ নিরন্তর, টুটি' প্রেম-ডোর।
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা, এই ত দেখি দেহ-সজ্জা,
ছি-ছি নাহি আসে লজ্জা, ক'র্‌তে দর্প জোর।
ব্যষ্টিরূপে মল মাংস, করে যদি শুচি-ভ্রংশ,
সমষ্টিতে কি সারাংশ, বাড়ায় না যা' ঘোর।
এই যে ইন্দ্রিয় ধরি', বেড়াস্ কত কি করি',
এর বল শোভা হরি', লয় যে ব্যাধি-চোর।
দ্যাখ্ না বিচার করি', হ'লে ইহা আহা মরি,
শব-রূপ কেন হেরি', বাড়ে ভয়-ঘোর।
আত্মা সর্ব্বরূপ-সার, সে নাই তা'ই কদাকার,
তা'র সঙ্গে শোভা তা'র, মিছা বলা মোর।

১৫১। হাম্বির—আড়াঠেকা।

এ ঘাটের মাঝী আমি হই, তোমা কই।
পার-যাত্রী দেখি যা'রে তাহার সব ভার বই॥

ভিন্ন নাম রূপ ধরি', ভিন্ন ঘাটে ল'য়ে তরি,
আমিই যাত্রী পার করি, না ছাড়ি' না কোথাও রই।
ভীষণ তরঙ্গ হেরি', আছে যা'রা দূরে সরি',
তা'দেরও প্রতীক্ষা করি, ডেকে আরো সাড়া লই।
পার হ'তে এ ভব-নদী, ইচ্ছা তব থাকে যদি,
উঠ ত্বরা না ছেড়ে দি, বাজে শুন ঘণ্টা অই।
দিতে হেথা তরপণ্য, প্রেম বই না গণ্য অন্য,
রয় যদি তা' তবে ধন্য, নইলে নিতে রাজী নই।

১৫২। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

জাগত গাওত মনুয়া মেরো মধুর রাম-নাম রে।
হোত ভোর সকল ওর করত নিত্য কাম রে॥

সুর নর মুনি গঙ্গতীর, মজ্জন করি' স্বচ্ছ নীর,
ধরত ধ্যান অতি সুধীর, ত্যজত মোহ কাম রে।
কমল সূর্য্য ছবি নিরখি, খোলেয়ো মুখ অতি হরখি,
ঝুমে মন হ'য়ে পুলকি, সোহৈ আপনা ঠাম রে।
পক্ষী সব হ'য়ে বিভোর, গাওয়ে গুণ গগন ঘোর,
পুষ্প সকল একডোর, নিরখত প্রভু-ধাম রে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ, মন্দিরকে অন্তরঙ্গ,
বিপ্র সকল তাল সঙ্গ, উচরত ঋচ সাম রে।
পরমানন্দ লগন লাগ, ভজত রহত প্রেমরাগ,
তুমহুঁ আব অলস ত্যাগ, হোওয়াহু কৃতকাম রে।

বিরহ-সঙ্গীত।

১৫৩। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

তবে কি মিলনে সুখ যদি না বিরহ রয়।
বিনা নিশি শশী ভাসি' হয় নারে হাসিময়।

তৃষ্ণা যদি নাহি থাকে, জীবন কয় জীবনে কে,
নিদাঘে না প'ড়্‌লে দুখে, হাওয়াতে কি ফলোদয়।
কল্পনা যে মধুকরী, বিরহে তা' হৃদে ধরি,
মিলনেতে মনে করি, হ'ল বুঝি ভাব লয়।
পাওয়া চেয়ে পাওয়ার আশা, বাড়ায় প্রেম-ভালবাসা,
পেলে ত যায় ছুটে নেশা, বিরহের সদা ভয়।
বিরহান্তে সম্মিলনে, যে আনন্দ আসে মনে,
বিরহী আনন্দ জানে, অন্যে জানে যে তা' হয়।

১৫৪। ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি কা'র তরে আর ঘরে থাকিব।
কা'র তরে আর ঘরে, স'বো তাপ অকাতরে,
দিবানিশি নানা ভাবে জাগিব।

যা'রে আমি ভালবাসি যে আমার প্রাণধন,
যা'র লাগি কতদিন পালিয়াছি কত পণ,
সে আমারে ছেড়ে আছে, সাধিলে না আসে কাছে,
ভয় হয় পাছে ফাঁদে ফেলিব।

উষালোকে নিতি নিতি আসি' আমি ফুলবন,
করিব কুসুম তুলি' অলিদলে সম্ভাষণ,
অরুণ-কিরণে বনে, কুড়ায়ে ফল যতনে.
একে একে পাখিগণে ডাকিব।

নিশাকালে কুতূহলে কূলে আসি' বারিধির,
হেরিব, কি শোভা তা'য় অগণিত লহরীর,
আকাশে ভাসিলে শশী, সরসীর ধারে বসি',
কুমুদের হাসি মুখে মাখিব।

পোড়া ভালে যদি তাহা জীবনে না ঘটে মোর,
সমীরে পাঠাবো সাধি' বাঁধিতে সে প্রেম-চোর,
দেখা যাবে তবে ভুলে, ক'দিন সে থাকে ভুলে,
ভুলে র'লে, ভুলে ভুল সারিব।

১৫৫। জয়জয়ন্তী-মিশ্র—একতালা।

মোরে যেতে দে ভাসিয়ে, নিস্ নে ধরিয়ে,
আমাতে সে আমি নাই
আমি আমিত্ব কুড়াতে, পিপাসা জুড়াতে,
বহিয়া যেতে'ছি ভাই।

অনন্ত আকাশ, ফেলিছে নিশ্বাস.
আঁধার—যে দিকে চাই,
লহরে লহরে, আদরে কে মোরে,
ডাকিছে শুনিতে পাই,

তরঙ্গে পড়িয়ে, তরঙ্গ ঠেলিয়ে,
উধাও হইয়ে ধাই ;
তোরা মোরে যে রাখিবি, তা'রে কি দেখাবি,
দিবি কেন আশে ছাই।

সে কি তা' জানি না, কি দিবে বুঝি না.
তবু যেন তা'রে চাই,
"পাব" "পাব" বলি,' নিরাশাকে দলি',
আশায় ভাসিয়া যাই.

বিপদ দেখি না, বিপদ গণি না,
আনন্দে চ'লেছি তা'ই ;
আমি হয় তা'রে পাব, না হয় ডুবিব,
র'ব না কাহারো ঠাই।

১৫৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

কত মাথামাথি প্রেমে হাঁকাহাঁকি কিছুই মনে কি পড়ে না।
হেথার মধুর প্রকৃতি-বিলাস, এখন ভাল কি লাগে না॥

তবে তুমি তথা কি ভাবে র'য়েছ, কি ধন লভিয়ে অধমে ভুলেছ,
যা' পেয়ে যা' হও, তুমি যা' ঢেলেছ, কেহ তা' কখন ঢালে না।
আঁখি মন মম তোমারি কারণ, বিছানো র'য়েছে সমগ্র ভুবন,
তুমি যে অরূপ স্বরূপ-রতন, জেনেও হৃদি তা' জানে না।
শিরায় শিরায় দিবস যামিনী, বাজিছে তোমার প্রেমের রাগিণী,
পরাণে খেলিছে প্রভাব-দামিনী, তা'ই ত পরাণ ছাড়ে না।

স্বপনেও তব প্রণয় বোধন, সুষুপ্তি কালেও আনন্দ-চেতন,
তুমি যেন মোর আমিত্ব-সদন, অন্য ভাবে মন ভাবে না।
কবে করি' স্মৃতি-যজ্ঞ-উদ্‌যাপন, চিদানন্দপূর্ণ অনন্ত জীবন,
তোমাতে মিশিয়া করিব গ্রহণ, অভাবে কভু যা' যাবে না।

১৫৭। কেদারা—আড়াঠেকা।

তা'র তরে একা ঘরে আমি যেন ম'রে রই।
সে মোর বুঝিতে নারে কত ব্যথা প্রাণে সই॥

বায়ু মোর দীর্ঘশ্বাস জানায় লুটিয়ে পায়,
জলনিধি অশ্রুরাশি, উছলি' দেখাতে চায়,
গগন জাগায় ভাব বক্ষে ধরি' তারকায়,
ইন্দু মুখে ফুটে রাগ, পাখী গাহে যাহা কই।

জানাতে মরম-জ্বালা গুঞ্জরে মধুপকুল,
দেখাতে হৃদয়খানি বিকসিত বনফুল,
আকুলতা ল'য়ে চুম্বে ঘন তা'র পদ-মূল,
হায়! মোর কি কপাল তবু আমি তা'র নই।

যথায় সে থাক্ এবে যে নামে যে রূপ ধরি'
তবু তা'রে বারম্বার সাদরে প্রণাম করি,
বলি, "প্রাণ, এস প্রাণে" আমি যে বিরহে মরি,
আনন্দের কেবা আছে এ জগতে তোমা বই।

১৫৮। রামকেলী—দ্রুতত্রিতালী।

সে আমার সাধনের ধন।
অযতনে ঘরে কেন র'বে সে রতন॥

যতদিন তা'র'পরে ছিল রে প্রাণের টান,
ততদিন সতত সে করিত আলোক দান,
নিজ দোষে আমি তা'রে কাঁদায়েছি বারে বারে,
কাঁদিতে না পারি শেষে, ছেড়েছে ভবন।

আঁধারে একেলা বসি' ভাবি রে কত কি ছাই,
ভয়-শোক-তাপে প্রাণ সদা করে আইঢাই,
শুধু প্রেম-সুখ-স্মৃতি, এখনো রেখেছে ধৃতি,
জানি না কি হবে পরে, বিষাদী জীবন।

যে টুকু বুঝিতে পারি ভাবিয়ে জীবন যাবে,
কাঁদায়েছি যত তা'য়, দ্বিগুণ কাঁদিতে হবে,
হবে কি, হ'য়েছে সুরু, চরম আরও গুরু,
আনন্দ-ভরসা এবে, শ্রীগুরু-চরণ।

১৫৯। বিহঙ্গড়া—ত্রিতালী

কে বলে রে বিরহে জ্বালায়।
মিলনের সুখ-স্মৃতি সদা সে জাগায়॥

প্রণয়ের ইতিহাস বিরহে চিত্রিত হয়,
বসন্ত-সুষমা-ছবি অন্তরে ফুটিয়া রয়,
অতৃপ্ত বাসনাগুলি, উচ্ছ্বাসে উঠিয়া ফুলি',
বিশ্বরূপে ঢালে প্রাণ সুতৃপ্তি-আশায়।

স্বভাব ভরিয়া যায় অমিয় স্বভাবে তা'র,
আপনি বাজিয়া উঠে হৃদয় বীণার তার,
নীরবে প্রাণের মেলা, নীরবে প্রাণের খেলা,
উজল প্রাণের আলা চৌষট্টি কলায়।

কখন যজ্ঞের ধূম কখন বিরাগী মন,
কখন কেমন ভোলা কখন প্রণয়-রণ,
কখন হাসির ছটা, কখন মানের ঘটা,
কখন অভেদ-ভাব বসুধা ভুলায়।

বিনয়ের মৃদুভাষে ন্যায়ের কল্লোল ছুটে,
নির্ভরের দীর্ঘশ্বাসে পাষাণে নির্ঝর ফুটে,
বিশ্বাসের সুবিচার, দূর করে পাপাচার,
সত্যের সারল্য-বল হীনতা তাড়ায়।

নিমেষে ভাঙিয়া দেয় সরম ঘৃণার পাশ,
উপেখি' উড়ায় ছল কুটিল মরণ-ত্রাস,
পরার্থপরতা আনে, আবেশে কত কি জানে,
মায়ার সাগরে প'ড়ে মায়াকে ডুবায়।

অতীতে টানিয়া আনে পরায়ে অপূর্ব্ব বেশ,
ভবিষ্যের অভিনয়ে না রাখে সমস্যা-শেষ,
ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান, রাখে চিরবর্ত্তমান,
সর্ব্বভাব-কেন্দ্রে বসি' একত্ব ফটায়।

১৬০। খাম্বাজ-মিশ্র—একতালী।

হৃদয়-অকাশ পাতিয়া, আছি বসিয়া, ভাসো আসিয়া।
তোমার উজ্জ্বল মধুর প্রেমার্ক-কিরণে মানস-তমস নাশিয়া॥

জানি আমি দানী তুমি আছ মোর প্রাণে হে,
নতুবা কে কা'র ছুটাতে বিকার, প্রাণদানে প্রাণ টানে হে ;
কে আর মিটাতে দ্বন্দ্ব, বাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ,
ঘোর রোগে শোকে অভাবে বিপাকে, জাগায় আড়ালে ভাসিয়া।

কবে যেন দু'য়ে কোথা ছিনু এক রূপে হে,
তা'ই স্মৃতি তা'র অন্তর মাঝার, জাগে আ'জো বহুরূপে হে ;
যদি তা'ই ঠিক সখা গো, কেন নাহি আ'জো দেখা গো,
কেন না আবার হও তদাকার, আত্মমত ভালবাসিয়া।

আমি আর প্রাণ-সার একা নাহি রব গো,
তোমার কিরণে ঢালিয়া জীবনে, যা' হ'বার তা'ই হব গো,
বল নাথ! তবে কবে হে, সে আশা সফল হবে হে
আনন্দ তোমার,—তোমার আকার, তোমাতে যাক্ তা' মিশিয়া।

১৬১। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কতকাল কাট্‌লো প্রতীক্ষায়।
আর না পারি দ্বারে এসে রইতে ব'সে দিদৃক্ষায়॥

কত ভাবে উঠা পড়া, কতরূপ ভাঙা গড়া,
হ'ল এ জীবন-পথে, পড়ি' প্রেম-পরীক্ষায়।
তবু প্রেমাবেশ-বশে, থাকিয়াও মাত্রা-রসে,
প্রাণদান তরে তোমা, কাল হরি তিতিক্ষায়।
হৃদয়ে ত তব স্থান, খুলি' দ্বার লহ দান,
উপেক্ষা ক'র না প্রাণ, রাখি' মিছা অপেক্ষায়।

১৬২। সাহানা—যৎ।

তোমা লাগি' আছি জাগি যা' আছে তা' বিছায়ে।
তুমি এসে ভালবেসে রাখ কাছে গুছায়ে॥

ভ্রমি' প্রাণ তোমা তরে, অবসাদে কাল হরে,
সুনির্ম্মল প্রেম-করে, দাও তাহা ঘুচায়ে।
ভেবে ভেবে ভ্রান্ত চিত, দুঃখ-পঙ্কে নিমজ্জিত,
কর ত্বরা তা'র হিত, পুণ্য-করে মুছায়ে।
সতেজ ইন্দ্রিয় কায়, থাকি' তব প্রতীক্ষায়,
ম্লান শেষে নিরাশায়, তুলো ভাবে নাচায়ে।
আমি সদা ভ্রম-ঘোরে, তবু জাগি তব জোরে,
সত্ত্বালোকে রাখ মোরে, তত্ত্ব সব বুঝায়ে।

১৬৩। পিলু-মিশ্র—ঠুংরি।

ডালি দিতে আসিয়া।
গৃহ খালি দেখি', খালি গালি দেই দুষিয়া॥

নিজপুরী পরিহরি' কা'রে ভালবাসিয়া,
কোথা তুমি জগস্বামি! হেথা আমি বসিয়া।
দেখে মোকে কত লোকে ব্যঙ্গ করে হাসিয়া,
কোন রঙ্গে কা'রো সঙ্গে রই না তবু মিশিয়া।
কভু বটে দুষ্ট শঠে কাছে বসে ঘেঁষিয়া,
ভাব-বশে অনায়াসে রাখি তা'রে ঠাসিয়া।
ত্বরা আসি' ভালবাসি' বিরহ-ঘোর নাশিয়া,
দীনানন্দে চিদানন্দে রাখ হৃদে ভাসিয়া।

প্রেম-সঙ্গীত।

১৬৪। সুরট—একতালা।

ভবে কে বলে কামিনী ছার।
হো'ক্ যে কোন বশকা, সে বাসপুত্রিকা,
সে ভাবে, যে ভাবে নাচাবে তার।

বিফল গরিমা কুটিল ছলনা, জানে না অবলা সরলা ললনা,
পুরুষ যেমতি করে গো চালনা, রতি মতি গতি তেমতি তা'র।
ভাল শিক্ষা পেলে ভাল পথে ধায়, কুশিক্ষায় ত্বরা অধঃপাতে যায়,
অঙ্গনা অনুগা ব্রততীর প্রায়, সদা বশে তা'র আশ্রয়ে যা'র ;
হৃদয় এমন বিমল কোমল, যেমন মুকুর নীর নিরমল,
প্রেমভাব সদা এতই প্রবল, রুদ্ধ না কখন হৃদয়-দ্বার।
তবে যে বা বলে, নারী কুহকিনী, অশনিরূপিণী দোষের বিপণি,
সে মূঢ় জানে না সে জগ-জননী, ভোগিনী ভগিনী কত কি আর ;
স্বরূপে রমণী বিকচ নলিনী, স্বভাবে জলধি, সুগুণে নবনী,
এত যে আনন্দ আসিয়ে অবনী, সে বরবর্ণিনী তাহার সার।

১৬৫। কজরী—কাহারবা।

প্রেমের ছবি দেখ্‌বি যদি নদীর ধারে আয়।
রঙ্ বেরঙের কত লহর দুলছে তাহার গায়॥

আকাশে অই ভাসে শশী, খেলছে নদীর বুকে আসি',
এক শশীতে শত শশী, ঢেউতে ভাসি' যায়।

আশে পাশে তারারাজি. মতির মালা যেন সাজি'
চাঁদের গলে দুল্‌বে ব'লে, পিছু পিছু ধায়।
ঝোপের মাঝে কত পাখী, মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে ডাকি',
ডুব্ দে শাখী তারা-মালা, প'র্‌তে শিরে চায়।
কভু জোয়ার কভু ভাঁটা, নাইকো কভু কোন ঘটা,
তাই দিয়ে ত আনন্দ তা'ই, প্রেমের গীতি গায়।

১৬৬। ইমন—কাওয়ালী।

আমি প্রাণ বিছায়ে রেখেছি, তোরা আয়।
আয় তোরা আয় ত্বরা, বৃথা কাল চলি' যায়॥

আয় রে কুমুদ সহ আয় শশী ছুটে আয়,
ফুলবাস মাখি' গায়ে আয় রে মলয়-বায় ;
আয় ওরে ফোটাফুল, আয় ল'য়ে অলিকুল,
আয় পাখী প্রেমে ডাকি', সুচারুতা মাখি' গায়।

আয় রে বিলাস ল'য়ে রাঙা রাঙা মেঘদল,
হিল্লোল লইয়ে আয় সরসীর শতদল ;
আয় শিশু আয় হাসি', জাগায়ে সুভাবরাশি,
তান তুলে আয় বাঁশী, আয় নদী ভঙ্গিমায়।

একে একে সুখে তোরা প্রাণাসনে এলে পর ,
ভাসিবে সে প্রাণ ধন, যা' দেখি' যমের ডর ;
হেতু তা'র ভাসিবার, কি ল'য়ে সে র'বে আর,
তোরা শাখা বশে এলে, মূল শাখী কে না পায়।

১৬৭। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

পাখি! তোরে দিয়েছে যে সুমধুর উচ্চস্বর।
সে নহে ত অন্য কেহ সে দয়াল সুরেশ্বর॥

সে বিনা এই সুর-ধন, দিতে নারে কোন জন,
অন্যে দিলে তা' কখন, হয় না এত সুখকর।
দিয়েছে সে বড় সুখে, শুধু সাদা প্রাণ দেখে,
প্রেম বিনা কোথায় কে, এত তা'র প্রিয়তর।
পাখী রে! তোর স্বর শুনে, এই ভাব জাগে মনে,
তোর মত বনে বনে, গাই প্রেমে নিরন্তর।
যদি রে তুই কৃপা ক'রে, দিস্ কিছু ঢেলে মোরে,
তা' হ'লে না ছাড়ি তোরে, হই রে তোর সহচর।

১৬৮। গৌরী—একতালা।

মোরে বল্ রে সাঁজের রবি।
আর কতক্ষণ ও নীল গগন উজল করিয়ে র'বি॥

আশে পাশে অই ছোট ঘনগুলি, নানাবর্ণ-রাগে উঠি' যেন ফুলি',
কত ঢঙে করে কত কোলাকুলি, কি যেন পাইবে ভাবি'।
শাখী দেখি' তোর সোণার কিরণ, শিরে মাখি' সুখে করিছে নর্ত্তন,
নদী খুলি' তা'র হৃদয়-দর্পণ, দেখিছে প্রেমের ছবি।
উদ্যান মাঝারে কত ফুল-কলি, দেখে এই শোভা লাজ-আঁখি খুলি',
গাহে সুগায়ক গৌরী-তান তুলি', রূপের সাগরে ডুবি'।

বুঝিতে যা' পারি হে রাঙা তপন ! এ খেলা তোর না আর বেশীক্ষণ,
ক্ষণপরে করি' বিষাদে মগন, কোথায় লুকায়ে যাবি।
তা'ই বলি, শোন্ আনন্দ-বচন, পাতিয়ে রেখেছি হৃদয়-গগন,
হেথা আয়, র'বি সতত অমন, হরির চরণ পাবি।

১৬৯। সুরট—একতালা।

কেন রে শিখরি! তুমি না করি' বিনত শির।
ধাইতেছ শূন্যপানে হ'য়ে পুষ্ট শান্ত ধীর॥

থাকিতে এ ধরা' পরে, বাসনা কি নাহি করে,
হবে তা'ই ভীতি তরে, না হেরে কেউ হেথা স্থির।
আগে যবে জন্ম নিলে, কতটুকু তুমি ছিলে,
ক্রমশঃ যে বড় হ'লে, তত্ত্ব তা'র সুগভীর।
আগে পাপ কম ছিল, তনু'ও না বেড়েছিল,
ক্রমে পাপ বেড়ে গেল, তুমি বেড়ে হ'লে বীর।
এবে তাহা বাড়ে যত, করিতে তা'র দর্প হত,
তব অঙ্গ বাড়ে তত, ঢাকি' অঙ্গ অবনীর।
আরো বলি, ভাব দেখি,' প্রেম'গারে রয় যে ঢুকি',
বাড়ে নিত্য হ'য়ে সুখী, নিদর্শন ও শরীর।
তরু লতা করী হরি, আছ কত বুকে পূরি'
তবু মাথা নিচু করি', দেখ না তা' যেন পীর।
গিরি রে! যে ধন লাগি', তুমি এত অনুরাগী,
আনন্দে তা'র কর ভাগী, ছড়াইয়া আশা-নীর।

১৭০। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

শোন্ ওরে তরুবর! থাকিয়া ধরণী 'পর।
উচ্চশিরে ঊর্দ্ধদিকে গতি কেন নিরন্তর॥

ধরা-গর্ভে যবে ছিলি, কভু না ভয় পেয়েছিলি,
উঠ্‌লি যবে আঁখি মেলি', পাপ দেখে কি পেলি ডর।
তা'ই কি ধরা পরিহরি', মহাযোগী-ভাব ধরি',
শূন্য পানে শির করি', করিস্ তপ গুরুতর।
যদিও তোর শিরোন্নত, ফলভরে তবু নত,
নত ব'লে গুণী যত, করে কত সমাদর।
শাখী রে! যে প্রেমী তোরে, সাজালো এমন ক'রে,
আনন্দ ত চায় তাঁ'রে, নিবারিতে আশা-জ্বর।

১৭১। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

বীণে! যদি তোর মত সুরগ্রাম লভিতাম।
'স-ঋ-গ-ম-পা-ধা-নি' এ সপ্তসুরে বাজিতাম॥

চিরদিন অনুরাগে, তিনগ্রামে ছয় রাগে,
জাগি' ষট্‌চক্র-যোগে, তারাগ্রামে ঘুরিতাম।
বীণে রে! অই বুকে পূরি', রেখেছিস্ যে সুর-পুরী,
দেখে শুনে মনে করি, কেনা হ'য়ে রহিলাম।
যবে রে তুই পূরা তানে, উন্মত্ত হ'স্ প্রেম-গানে,
যে আনন্দ আসে প্রাণে, ভাবি, প্রাণ সঁপিলাম।

আদরে তা'ই আজি সাধি, দে রে কিছু সুর-নিধি,
আনন্দ তা' পায় যদি, গাবে সুখে বিভু-নাম।

১৭২। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

এই ত সিতাংশু তুই ভাসিয়ে আকাশ-কায়।
আবার এখনি কেন ছুটিয়ে পালাস্ হায়॥

ধরা হ'তে এত দূরে, তথাপি কি ভাব হেরে,
জগৎ আঁধার ক'রে, লুকাতে চাস্ মেঘ-গায়।
বুঝেছি রে নিশামণি! যে ধনে তুই রে ধনী,
মর্ত্তোর জীব তুচ্ছ গণি', ছড়াতে তা' প্রাণ না চায়।
আর এক আছে ভয়, ধরা পাপে ভরা রয়,
হ'তে পারে সুধা-ক্ষয়, দোষে যদি কেহ চায়।
যা' হোক্ আমি ত চেনা, লুকাইলে চলিবে না,
সুধা এবে ঢেলে দে না, দুঃখ বড় নিরাশায়।
বিধু রে! তুই যা'র তরে, বিমণ্ডিত প্রেম-করে,
দীনানন্দ আশ করে, থাকিতে তা'র রাঙা পায়।

১৭৩। সাহানা—যৎ।

না চায় প্রেম দিতে ভার, চায় রে নিতে ভাররাশি।
পরায় না প্রেম কা'রো ফাঁসী, নিজেই পরে ভালবাসি'

প্রেমের ভাব নানা মতে, সুখী ক'রে সুখী হ'তে,
পরকে আপন ক'রে নিতে, প্রেম সতত রয় প্রয়াসী।
বেণের মত বেচা কেনা, প্রেমে কভু আশ করে না,
কামে ঘটে বিপদ নানা, নিষ্কামে প্রেম রহে ভাসি'।
প্রেমটী হয় পাকা সোণা, প্রেমে কভু খাদ থাকে না,
এমন প্রেমী নয় যে জনা, পায় সে দাগা ভবে আসি'।

১৭৪। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

ডাকিতে না বলে কেহ তবু সদা তোমা ডাকি।
দেখিতে না কহে তবু তোমা পানে চেয়ে থাকি॥

না নাচায় কেহ আশে, তবু প্রাণে আশা আসে,
ভালবাসা ভালবাসে, ভালবাসা হৃদে রাখি।
স্বভাব দেখে না হাসি, স্বভাবেই ফুটে হাসি,
স্বভাব-সুষমা-রাশি, স্বভাবে না রাখে ঢাকি'।
ডাকি প্রেমে দিবানিশি, আরো যে তা'র অভিলাষী,—
স্বভাবে যে ভাবে ভাসি, স্বভাবের গুণে থাকি'।
স্বভাবেই পথে বাধা, স্বভাবেই কাটে ধাঁধা,
স্বভাবেই বাড়ে সাধা, স্বভাবে না কিছু বাকী।

১৭৫। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

যদি দূরে রাখি' থাকো তুমি সুখী, দূরে থাকো কাছে এস না
যদি কাছে এসে দূরে চ'লে যাও, আর কাছে যেন'ভেস না॥

দূরে থেকে যদি কৃপা তব পাই, কাছে থেকে কেন প্রমাদ জড়াই,
তুমি দূরে যেন ঘন, কাছে শৈল সম, কাছে আসি' ভালবেসো না।
কাছে এলে তুমি হবে ভাবচোর, দূরে র'লে র'বে ষোল আনা জোর,
শূন্য দূরে দেখি, তবু তাহে থাকি, ভাব-নাশে কাছে ঘেঁষ না।
যে যত নিকটে সে ততই দূরে, যে যত দূরে সে তত কাছে ঘুরে,
দূরে ভাল শশী, কাছে ভাবি দোষী, কাছে বসি' দোষে হেস না।
কাছে কা'রো কিছু নবীনতা নাই, নিত্য নব ভাবে দূরে মেতে যাই,
দূরে প্রেম লাগি' কাছে থাকি জাগি', কাছে ডেকে দূরে ব'স না।

১৭৬। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

কেউ না যদি দেখে তবে উঠে না কি সুধাকর।
তবে কি গাহে না পাখী, না শুনে কেউ যদি স্বর॥

না নিলে কি ছায়া ফল, বিলায় না তা' তরুদল,
না যাচিলে কভু জল, ঢালে না কি ধারাধর।
প্রেমাবেশে হ'য়ে খুসী, প্রেমাকাশে ভাসে শশী,
প্রেমে পাখী গাছে বসি', গাহে গান মনোহর।
প্রেম লাগি' তরুরাজি, পত্র-পুষ্প-ফলে সাজি',
প্রেমাবেশে হয় রাজী, বারি দিতে বারিধর।
তা'রা কা'রো অনুরোধে, কিম্বা ছার মান-বোধে,
আত্মভাব নাহি রুধে, ভাবি' কভু আত্ম পর।

১৭৭। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

ভালবাসা পাবে ব'লে বাজে না এ হৃদি-বীণ।
নিজেই বাজিতে থাকে নিজ ভাবে হ'য়ে লীন॥

কা'রো না শুনাতে পাখী, গেয়ে উঠে গাছে থাকি',
ভুলাইতে কা'রো আঁখি, ফুটে না ফুল নিশি দিন।
শুনিবারে যশোগীতি, না চলে পবন মাতি,'
না সাধিতে নিশাপতি, ভাসিতে নয় উদাসীন।
নিজ ভাবে ডাকে পাখী, পুষ্প হয় ঊর্দ্ধমুখী,
রঙ্গে বায়ু বহে দেখি, ইন্দু-করে নিশা—দিন।
স্বভাবের কি সুরীতি, স্বতঃই প্রাণ গুণে মাতি',
করে সদা গুণি-স্তুতি, সবিনয়ে হ'য়ে দীন।
ভালবাসা, মান-তরে, যে কোন কাজ যেবা করে,
আনন্দ না তা'কে ধরে, না হয় সে প্রেমাধীন।

১৭৮। সুরট—একতালা।

ভবে কে পায় সহজে তা'রে।
সে লভে সে ধন, সাধনে যে জন,
এ ভব-পায়োধি মথিতে পারে।

সে বিকচ গোলাপ গহন কাননে, সে বিমল তারকা সুদূর গগনে,
সে তরু শিরে ফল, সুধা চন্দ্রাননে, মধুক্রমে মধু সুউচ্চ কারে।
সে খনির-যে মণি, আমিহারা ধন, সে মৃণালে সরোজ, সরস-জীবন,
সে প্রেম-জাগরণে ঘুমন্ত স্বপন, রাগের গমক বীণার তারে॥

সে প্রলোভন মাঝে সদা তৃপ্ত মন, সে নিদাঘ তৃষায় জলদ-জীবন,
সে কারণ-হিল্লোলে তুরীয়-শয়ন, রতন, অগাধ অম্বুধি-নীরে।
সে রমণীর ঠাঁই অটুট সংযম, সে অনিত্য সংসারে অকাট্য নিয়ম,
সে স্বর্গ কামনায় নিষ্কাম অসম, স্থির আত্মজ্যোতি সুমতি-হারে ;
সে অণু হ'তে অণু, স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূতে. সে পূর্ণ নিরাকার, সাকার এ ভূ-তে,
সত্য স্বপ্রকাশ অনৃতত্ব-ভূতে, আনন্দ-বিচার, অমিতাচারে।

১৭৯। ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

আয় নারে মন! আয় দু'জনে প্রেমের খেলা খেল্‌তে যাই।
আমি একলা খেলে পাই না মজা, দোসর হ'লে শান্তি পাই॥

একা যখন খেল্‌তে আসি, ভাব-সাগরে নাহি ভাসি,
ভক্ত পেলে হৃদয় খুলে, হরি ব'লে নাচি গাই।
খেলায় যত সঙ্গী যুটে, ততই দেখি তুফান ছুটে,
তুই যুটলে এবে মিল্‌বে সবে. মিল্‌তে কোন বিঘ্ন নাই।
দশের সাথে প্রেমের খেলা, জুড়ায় প্রাণের সকল জ্বালা,
সবে খেল্‌বে এসে ভাবে মিশে, আমার সদা ইচ্ছা তা'ই।
এমন খেলা কোথা আছে, কেউ না ছোট কা'রো কাছে,
নাচে প্রেম-তরঙ্গে সবে রঙ্গে, স্বর্গ যেন সর্ব্ব ঠাঁই।

১৮০। খাম্বাজ—একতালা।

যেন কা'র আশে আমি বাসে রই।
কে সে তা' জানি না কিরূপ দেখি না অথচ দেখার পিয়াসী হই

যে শোভা যখন দেখি মেলে আঁখি, সে শোভায় তা'য় কত ভাবে আঁকি,
সহসা কোথায় ডাকে যদি পাখী, মনে করি ডাকে সে যেন অই।
আনে যবে বায়ু কুসুম-সুবাস, সে আসিবে তবে, পাই সে আভাস,
ভানু সোম জাগি' বাড়ায় বিশ্বাস, কালের আশ্বাসে সকলি সই।
ঘুমাইতে যাই দেখিয়া স্বপন, চকিত পরাণে করি সম্বোধন,
হেন ভাবে আসে জাগর্ত্তি যখন, বলি ক্ষোভে, হায়! কই সে কই।
তবে কি তাহার পাব না দর্শন, ছি-ছি এ কি কথা, সে যে প্রাণধন,
প্রাণ হবে যোগে সুস্থির যখন, তিলেক না র'বে সে আমা বই।

১৮১। খাম্বাজ—একতালা।

তুমি যথা আছ, রহ তথা সদা,
আমি যথা থাকি কাছে আসিব।
আমি যে ভাবেই রই, সে ভাবে তোমার,
সেবায় নিরত থাকিব।

তুমি চিরদিন আপন কিরণে, চির সুশোভিত মহিমা-ভবনে,
থাক অচঞ্চল, শান্ত সুবিমল, সুখে আমি তা'ই দেখিব।
তুমি দিবানিশি বিজ্ঞানে জাগিয়ে, চিদানন্দে রও প্রকৃতি দেখিয়ে,
আমি আশা-হারে হৃদয় সাজায়ে, তব পদে তাহা ঢালিব।
তুমি ভাবিও না আমার লাগিয়ে, আমি তোমা তরে আনন্দে জাগিয়ে,
তোমাকে দেখিয়ে তোমার হইয়ে, তব প্রেম-স্রোতে ভাসিব।

১৮২। ভৈরবী—একতালা।

আমি তা'র খোঁজে কেন ঘুরে মরি।
সে ত সর্ব্বাধারে ব্যাপ্ত ব্যোমাকারে, জাগ্রত স্বরূপে চরি' ॥

ভাসিছে নয়নে নয়ন দেখে না, হৃদয়ে র'য়েছে হৃদয় জানে না
বুদ্ধিতে খেলিছে বুদ্ধি তা' বুঝে না, ভাবে, সে কতই অরি।
কত বিশ্ব তা'র বুকেতে ফুটিছে, কত ভাবে সদা কতই খেলিছে,
যবে যা' যেতেছে তাহাতে ডুবিছে, সে আছে স্বভাব ধরি'।
সে আমার সদা আমি তা'র নই, কোন্ মুখে ইহা কা'রে আর কই
এ সংসারে আর কেহ না সে বই, কা'রো না ভরসা করি।
হৃদে যদি পাই যাহা সদা চাই, অভাব বলিয়ে কোন ভাব নাই,
বুঝিবার ভুলে হেথা সেথা ধাই, একে ওকে তা'কে বরি।

১৮৩। কাফি-সিন্ধু—জলদ একতালা।

আমি দুষ্‌বো কা'রে এ সংসারে হেলা ফেলার কেহই নয়।
যা'কে দেখি যখন যেথা, তা'কেই ভালবাস্‌তে হয়।

তরুর কোলে ফুলের খেলা, নদীর বুকে লহর-দোলা,
গগন-গলে তারার মালা,— ভালবাসার অর্দ্ধোদয়।
ভালবাসা ভুবন ভরা, অসাধ্য তা' বিভাগ করা,
ছাড়িয়ে তা' যায় না সরা, প্রাণকে আছে করি' জয়।

স্বতঃই তাহা স্বত্বে ভাসে, সাজায় জগৎ হৃদয়-বাসে,
প্রাণ থাকিতে কা'রো নাশে, ভালবাসার হয় না ক্ষয়।
ভালবাসায় নাইকো দাবী, নাহি জাগে সুফল ভাবী,
ষোল আনা স্বত্ব বিনা, কা'রো না সে কেনা রয়।

১৮৪। কানাড়া—যৎ।

নদীর ঢেউ নদীর গায়ে উথলে শেষে মিশে যায়।
রূপের ঢেউ কায়ায় উঠি' কায়ায় শেষে মিশায় কায়॥

হাওয়ায় ফুল উঠে ফুটে, সৌরভ তা'র হাওয়ায় ছুটে,
হাওয়ায় ঝ'রে ভূমে লুটে, হাওয়ার আবার পেছন ধায়।
যায় না রাখা রূপকে ধরি', গরজ সেরে দাঁড়ায় সরি',
কেউ না কভু ইচ্ছা করি', তাহার সঙ্গ ছাড়্‌তে চায়।
ক্ষণেকের যে রূপের খেলা, তা'তেই চাই বিন্ন ঠেলা,
যে জন তা' করে হেলা, ঠেকে সে জন অশেষ দায়।
প্রমাণ তা'র পাই দেখিতে, বর্ষাকালে মেঘ উড়িতে,
পূর্ণিমাতে চাঁদ ডুবিতে, ঢাক্‌তে ধরা কোয়াসায়।
এলেই দিন সন্ধ্যা যবে, কেন বৃথা যায় তা' তবে,
দিনের কায পূর্ণ তবে, সঁপ্‌লে সব ভবের পায়।

১৮৫। বারোয়াঁ—দাদ্‌রা।

প্রাণ ভুলানো মূর্ত্তিখানি স্ফূর্ত্তিতে আ'জ প্রাণ জুড়ায়।
আমি একা দেখ্‌ছি তাহা, আর না কেহ দেখ্‌তে পায়

সে রূপ-ঘন হৃদ্-গগন ছেয়ে ফেলেছে,
কত রঙের কতই ভাব ঢেলে দিয়েছে,
সে ভাবময়ী কি মধুময়ী, ঘুমেও ভাবের ঢেউ খেলায়।

এ প্রবাসে তা'র আশ্বাসে বেঁচে র'য়েছি,
রতন উঠাই ফণী নাচাই মৃত্যু ভুলেছি,
দেখি তাহার বলে মনটা দুলে নিত্য নূতন কল্পনায়।

মধুরতা, সুস্নিগ্ধতা ঝরে ভাতিতে,
আরো কত, স্থির থাকে ত পারি বুঝিতে,
সে যে হাওয়ার আগে আত্মরাগে অঙ্গে রূপের খই ফুটায়

শশাঙ্ক-কর বিহগ-স্বর সুম-সুষমা,
কোন ভাবে নাহি চলে তা'র উপমা,
সে স্পর্শমণি—গুণের খনি, আলিঙ্গনে রূপ ফিরায়।

১৮৬। লুম-ঝিঁঝিট—খৎ।

নিকট চেয়ে তফাৎ ভাল, তফাৎ থাক রসময়।
সাম্‌নে এলে সার যা' ভুলে, চলে স্বার্থ-বিনিময়॥

প্রেমের স্মৃতি বাড়ে দূরে, সাম্‌নে যায় তা' ভেঙে চূরে,
দূরে ভাবে বিশ্ব যোড়া, সাম্‌নে তাহা সান্ত হয়।
দূরে লহর প্রাণে জাগে, সাম্‌নে প্রাণে ছাপ না লাগে,
দূরে প্রাণকে বেঁধে রাখে, সাম্‌নে প্রাণ স্থির না রয়।

দূরে গিরি ঘন সম, সাম্‌নে তা' না মনোরম,
সাম্‌নে যাহা সিন্ধু ভীম, দূরে তা' ক্ষেত্ শস্যময়।
সাম্‌নে তোমায় চেনা আছে, নাড়াও মই তুলে গাছে,
দূরে থাক্‌লে আমি—তুমি, আনন্দ-স্রোত সদাই বয়।

১৮৭। মাঝ—পোস্তা।

আঁখি-যাগে যে ভাব জাগে সদাই তা'য় কামোদয়।
কথায় বটে যে ভাব ফুটে তাহে প্রেমের গন্ধ রয়॥

চোখের নেশা ক'দিন থাকে, রূপ টলিলে ঘা দেয় ঢাকে,
কথার নেশায় মনটা পাকায়, প্রেমের ঢেউ হৃদিময়।
রূপ দেখিয়ে যে কাম জাগে, যায় সরি' তা' কথার রাগে,
কথায় কথার ঘটায় বিকার, তবু তা' সার, অসার নয়।
শুধু রূপে ভাব না ভাসে, ভাষার মাঝে আগে আসে,
তা'ই ত ভাষে ভাব বিকাশে, প্রেমের নদী ঢেউয়ে বয়।
আত্মভাবে বিশ্ব যবে, কষিত হেম প্রেমটী তবে,
কামের প্যাঁচে স্বার্থ-আঁচে, কখন তা'র হয় না ক্ষয়।

১৮৮। আড়ানা—জলদ একতালা।

মুখে বাক্ না ব'ল্‌লে কি হয়, আঁখিই প্রাণের ভাব ফুটায়।
প্রেমের ভাব রুখ্‌লে কি রয়, সিন্ধু হ'য়ে উথ্‌লে ধায়॥

হয় বাহিনী গভীর কত, ঢেউ দেখিয়ে হই তা' জ্ঞাত,
মৌচাকে রয় মধু যত, চাক দেখে তা' জানা যায়।

পরাণে যা'র যে ভাব থাকে, রয় ফুটে তা' চোখে মুখে,
তা'ই বদনে চতুর লোকে, স্বভাব-সূচী দেখ্‌তে পায়।
প্রেমে আনন হাসি ভরা, কামে তা' হয় বিষাদ-জরা,
রোষের ভাবে আগুন পারা, লাবণ্যহীন হয় ছলায়।
ফুল সম যে হৃদয়খানি, না রয় কভু অভিমানী,
সদ্ভাব সব কাছে আনি', প্রেমানন্দে লুটায় পায়।

১৮৯। খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

মোঁরে কে তোরা করিলি শান্ত।
আমি ছিলাম মরুতে ত্রিতাপে পুড়িতে, মরীচিকায় হ'য়ে ভ্রান্ত॥

মোরে কুড়ায়ে আনিলি ঘরে, খাওয়ালি কত কি সুখের তরে,
কত আনন্দ বাড়ালি আতঙ্ক তাড়ালি, জুড়ালি প্রণয় করে ;
আমি জানি না কোনও কর্ম্ম, পালি না কোনও ধর্ম্ম,
তবু তোরা সবে রাখিস্ গৌরবে, সেবায় না কভু ক্লান্ত।

এতদিন আমি আপন জানি', যে ধন লভিয়ে ছিলাম মানী,
সে ধন এখন স্বপন-মতন, অনৃত অসার মানি ;
এখন তোদের দেখিয়ে, ধাঁধা যা' গিয়েছে কাটিয়ে,
তত্ত্ব যা' বুঝেছি সত্য যা' চিনেছি, জেনেছি কে প্রাণকান্ত।

১৯০। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

আশা ছিল তোর নাম মুখে আর আনিব না।
তোঁর রূপ-জ্যোতি-জালে বদ্ধ আর থাকিব না।

কি জানি কি ঘুম-ঘোরে, কি যেন এক দেখি' তোরে,
ভাবিয়াছি এ জীবনে, তোকে কভু ভুলিব না।
ভুলিলে না যায় ভোলা, ভুলিতে পারে নি ভোলা,
ভুলি ভুলি করি' মিছা, আর ভুলে পড়িব না।
স্মৃতি-ঘরে তুই যে আসি', যা'স্ কত ভালবাসি,'
এ গুণে ত কেনা আছি, মিছা দোষী করিব না।
ত্যজিয়া সচ্চিদানন্দ, আনন্দ না চায় দ্বন্দ্ব,
জাগ তুমি তব ভাবে, অন্য কিছু কহিব না।

১৯১। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালী।

আমি ভুলিব তাহারে কেমনে।
সে যা' ভাল ভবে, আছে সে বিভবে,
জীবিত নবীন জীবনে।

সে ধন আমার ছিল যবে ঘরে হে,
এ সাজে সাজিয়া বসুধা ব্যাপিয়া জাগিত না সুখ-তরে হে।
শুধু বদনে ভাসিত বিধু, বচনে ক্ষরিত সীধু,
সদা হাসিতে চাঁদিনী ফুটিত আপনি, হ্লাদিনী নলিনী-নয়নে।

ছিল সীমা মাঝে তা'র ক্ষীণ প্রাণ হে,
ছিল না এমন সমুদার মন, এমন করুণা-দান হে;
সে ত খেলিত না হৃদে এত, ভয়, জালা করি'গত,
কভু ভিতরে বাহিরে এরূপ ফিকিরে, ভাসিত না প্রেম-কিরণে।

এবে প্রাণ তা'র মৃদু মন্দ বায় হে,
দয়া যা' গলিয়া তটিনী হইয়া যথা তথা বেগে ধায় হে ;
সে ত কুসুমে ঢেলেছে হৃদি, শুচিতে ভ'রেছে নিধি,
ভাব গুলি তা'র যেন তারাহার, ফুটে প্রভা বাল-তপনে।

ঊষা এবে তা'র অভিলাষ-বাস হে,
সায়াহ্ন গগন—বিলাস-ভবন, নিশা—যোগাবাস হে ;
ভূধরে ভঙ্গিমা-রঙ্গ, স্মৃতি মাঝে কম অঙ্গ,
নয়নে তাহার মাধুরী-বাজার, কৌতুক ব্যাপার—স্বপনে।

মরণ হ'লেও যথা আমি যাব হে,
আশা, তথা তা'রে সুশান্তি আগারে দেখে কত সুখ পাব হে ;
সে তবে আমারে দেখে, লইবে সে ঘরে ডেকে,
আমি তাহার কারণে দুখী না জীবনে, দুঃখ না পাইব মরণে।

১৯২। গারা-ভৈরবী—যৎ।

যে কয় আমি দারাহারা, সে কভু মোর ঘর দেখে না।
যুবতী-কল্পনা-নারী আমায় প্রাণের বা'র করে না॥

শ্বশ্রূ মায়ার গুণের মেয়ে, খুব বেড়েছে আদর পেয়ে,
এখন আমার হাতে প'ড়ে, ভুলেও ছেড়ে পাশ ফিরে না।
অনন্ত রূপ ধরি' রঙ্গে, সদাই রতি পতি-সঙ্গে,
পেলেও কভু ব্যথা অঙ্গে, মনে কোন গোল তুলে না।
এ বিশ্বে যা যে ধন আছে, সে ধন আছে তাহার কাছে,
সুখ ব্যতীত দুখের পাঁক, জাঁক করি' সে গায় মাখে না।

প্রাণটা তা'র এত উদার, খুঁজে কেবল শান্তি আমার,
ঘুম আসিলে আমি ঘুমাই, না জেগে সে স্থির থাকে না।
প্রতিক্ষণে তাহার মত, নব ভাবে কে জাগ্রত,
কাল-ভয়ে সবে ভীত, কালের সে ভয় রাখে না।
দু'য়ে মিশে এক হ'তে, একে বিশ্ব টেনে ল'তে,
আশা যত তা'র সতত, তত আশে কেউ নাচে না।
শুনে এত কেবা কবে, পত্নীহারা আমি ভবে,
অন্য যা' তা' পেত্নী ভেবে, আনন্দের ভাব ছুটে না।

১৯৩। গৌরী—একতালা।

আর কেন টান রে সংসার।
তব স্নেহ দয়া যাহা, বুঝিয়াছি বেশ্ তাহা,
আঁধারে দিয়েছ ঠেলি' শুনি হাহাকার॥

বাজিত যে কালে বাসনা-বাঁশরী, পরাণ-সাগরে উঠিত লহরী,
সে কালে হেলায় মমতা পাসরি', শ্মশান ক'রেছ আনন্দ-আগার।
সে কালে তোমারে কত কি ব'লেছি, হাত পা ধরিয়া কতই কেঁদেছি,
কিছু না তখন জুড়াতে পেয়েছি, স'য়েছি কেবল যাতনা অপার।
চিতায় তুলেছ আনন্দ-জীবন, সাগরে রতন ক'রেছ মগন,
হৃদয়ে পেতেছ বিষাদ-শয়ন, আশায় হেনেছ কঠোর কুঠার।
ঠেকিয়া ঠকিয়া জানিনু যখন, কেবল বিপথে কাটাই জীবন,
ল'য়েছি তখন স্বভাব-শরণ, ঘুচাতে মরণ মানস-বিকার।
দেখ রে এখন র'য়েছি কেমন, যাচি না খুঁজি না কোনও রতন,
তথাপি মিলে তা' মনের মতন, সকলি বলিছে—সকলি আমার।

অই ডাকে শশী "আয় আয়" বলি,' বায়ু বলে—চল্, গায়ে পড়ি' ঢলি,'
নদী বলে, "সাথে আয় প্রেমে গলি'. ভবার্ণবে মিশি' হই একাকার"।
অনন্তের সখা বিহগ গাহিছে, "আয় উড়ে হেথা তোরে কে ডাকিছে",
অনন্ত আকাশ আশ্বাস দিতেছে, "কেহ নাই যা'র আমি রে তাহার"।
হৃদয়-গোলোকে কে যেন এখন, করিয়া আনন্দ-মুরলী-বাদন,
বলিছে "আনন্দ থাক রে চেতন, কি নাই তাহার আমি রে যাহার"।

১৯৪। কেদারা—আড়াঠেকা।

আড়ালে থাকিলে যদি জুড়ায় অন্তর তা'র।
থাকুক্ সে সুখে তথা সাজাইয়া ক্রীড়াগার॥

তাহার যে ছবিখানি পরাণে অঙ্কিত মোর,
সে ত আর তা'র তরে পারে না করিতে জোর,
আমি তা'কে তথা দেখি' কাটাবো বিরহ-ঘোর,
দেখিব সে ছিঁড়ে কিসে, হৃদি-বীণা-প্রেম-তার।

আবার তাহার প্রাণে যখন আমার প্রাণ,
বিছানো বিছানা সম, কমিতে পারে না টান,
না পারে কাহারো হৃদে বাজিতে বিরহ-বাণ,
যে ভাবে যে থাক্ যেথা, নহে দূরে কেহ কা'র।

এ হেন নিগূঢ় ভাবে কি ভয় অমর-সুখে,
বিষাদের শুষ্ক হাসি কখন শোভে না মুখে,
না পারে শোকাশ্রু-মালা খসিয়া পড়িতে বুকে,
এবে সে করুক্ যাহা, মানি তা' আনন্দ-সার।

১৯৫। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

কোটী চাঁদে গড়ি' এ চাঁদ দিল রে কে করে রে।
হাসি-হাসি-মুখে তা'র কত সুধা ঝরে রে॥

চাঁদ বটে মনোলোভা, সুবিস্তার করে শোভা,
বিশ্ব-প্রাণ-আলোকিত, গৃহ-চাঁদ-করে রে।
এ চাঁদ উদে যে কোলে, কভু সে না থাকে গোলে,
ভাবে, স্বর্গ কোথা আর, স্বর্গ বুঝি ঘরে রে।
তরঙ্গিত সিন্ধু-বুকে, নৃত্য করে চাঁদে সুখে,
নাচে এ চাঁদ ভব-বুকে, ভব-সুখ-তরে রে।
ও চাঁদ কলঙ্ক ভরা, এ চাঁদ হেমের সরা,
ও চাঁদ আকাশে ভাসে, এ চাঁদ চিদ্-সরে রে।
ও চাঁদ সদা না উঠে, এ চাঁদ ত করমুঠে,
এ চাঁদ দেখি ও চাঁদ, মেঘাড়ালে সরে রে।
অফুটন্ত যূথী-কলি, এ চাঁদে কি আর বলি,
এ চন্দ্রমা পেয়ে করে, ধন্য ধরা'পরে রে।

১৯৬। আসোয়ারী-মিশ্র—ঠুংরী।

যায় অই প্রাণ মোর যায়।
অই সে যায় রে চ'লে, অতুল সম্পদ ফেলে,
জুড়াতে অমর-প্রাণ অমর-সেবায়।

শূন্যের বিমানে চাপি' অই ত প্রাণের প্রাণ,
প্রণয়-কৌতুক সব ঘনকে করিল দান,
তারাহারে দিল জ্যোতি, শশীকে বিমল মতি,
নভোকে উদার হৃদি, শান্তি—ক্ষণদায়।

সোহাগে বিহগে দিল মাধুরী-লহরী ঢালি',
নিঝুমে কুসুমে দিল সুযশ-সুবাস-ডালি,
কবিকে কল্পনারাশি, বিরহীকে আশা-বাঁশী,
রসিকে রসের ভাষ, কামনা—মাতায়।

পাইয়া সুষমা তা'র প্রকৃতি উঠিল জাগি',
হইল অচল অই তাহার স্থিরতাভাগী,
নিল সিন্ধু ভাব-রত্ন, বায়ু নিল সেবা যত্ন,
ভঙ্গী নিল শৈবলিনী, বিনয়—ধরায়।

বসিল সুযোগে যোগী পেয়ে তা'র ব্রহ্মধ্যান,
শিশু নিল সুখ-নিদ্রা, সুবিচারী—আত্মজ্ঞান,
স্নেহ নিল পুত্রবতী, সরলতা নিল সতী,
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা নিল, বিলাস—রাজায়।

যে যা' পারে নিল ধন, যা' ছিল সঞ্চিত তা'র,
কেবল বঞ্চিত আমি, হ'লাম ভাবিয়ে ছার,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ কায়া,
শুধু এবে গুরু-দয়া ভরসা হেথায়।

১৯৭। খাম্বাজ—পোস্তা।

জোর জবরে প্রেমকে ধ'রে আট্‌কানো না সহজ হয়।
ভুঁইচাঁপা ফুল ভুঁই-ফোঁড় প্রেম, সহজ ভাবে উপজয়॥

ফুল ফুটিলে গন্ধ ছুটে, চাঁদ উঠিলে কিরণ ফুটে,
প্রাণটা তখন কুসুম-বন, হয় যখন প্রেমোদয়।

প্রেমে বারেক প্রাণ মজালে, যায় না তাহা আর ঘোলালে,
প্রাণ গেলেও সে প্রাণের সাথী, ভোলার ধন ভোলার নয়।

সহজ প্রেমের প্রেমিক যা'রা, কেমন যেন পাগলপারা,
সর্ব্বভাবে মুক্ত তা'রা, বিরহের না রাখে ভয়।

সাজ্‌লে প্রেমী স্বার্থে প'ড়ে, দু'দিন ডাগর প্রেমের কেঁড়ে,
খট্‌কা পেলে যায় গো ফেলে, নজর দিয়ে রিপু ছয়।

স্বার্থজ প্রেম কে বলে প্রেম, সহজ প্রেমই প্রেমের হেম,
স্বার্থ প্রেমে কেবল গরল, সহজ প্রেম সুধাময়।

১৯৮। সর্‌ফর্দ্দা-মিশ্র—একতালী।

জা'ত্‌ কুল মান সবার সমান প্রেমের দরবারে।
সেথা রাজা প্রজা সাজা মজা, ভেদ কিছু নাই বিচারে॥

সেথা নাই গুণে আবাহন,
নাইকো দোষে হিংসা রোষে কা'রো বিসর্জ্জন;
তথা সহজ রাগে প্রাণটা আগে ছুটে যায় ব্যোম-আকারে।

প্রাণে তথা রয় না আবরণ,
একই রকম সবার ধরম একই আচরণ,
সবে একই তালে একই বোলে মগ্ন রয় রস-আচারে।

রাজা যিনি এম্‌নি দয়াধার,
সবাকে সব দিয়ে বিভব আপ্‌নি শূন্যাকার ;
তাঁর নাই কোন ভোগ নাই কোন রোগ, নন তিনি যোগ-আচারে।
তবু তাঁ'র সর্ব্বঘটে বাস,
প্রাণে সবার খেল্‌ছে রে তাঁ'র রস-চিদাভাস ;
ভক্ত সেই আভাসে তা'তে ভাসে, রয় না আশে ওঙ্কারে।

১৯৯। মূলতান—দাদ্‌রা।

প্রেমের কেচ্ছা আচ্ছা মজাদার।
প্রেমে নিত্য নূতন রকম রকম ভঙ্গী দেখি চমৎকার॥

কুতূহলে প্রেমের থ'লে উট্‌কাতে যে চায়,
বেলে আর আটুলে প্রেম দেখ্‌তে তথা পায়,
চাট্‌ যাহা তা'র, তাহাও ক্রমে ব্যক্ত হ'য়ে যায় ;
তবে যায় গো বুঝা কিসে মজা, কোন্‌টা খাঁটি দানাদার।

বেলে হেসে উড়ে এসে যুড়ে বসে প্রাণ,
দানে দাতাকর্ণ, বলী, সেবায় যেন বাণ,
বেলের চোরা সান্নিপাতের বেজায় তৃষ্ণা-টান ;
থাকে রূপের ঘরে নজর পেড়ে, হ'য়ে লুঠো চৌকীদার।

লাগিয়ে চারে ভুগিয়ে মারে এম্‌নি ঘুঘুর গুণ,
হিড়িক এলে পলায় ফেলে মাথায় কালি চূণ,
চুঁইয়ে ল'য়ে পরাণ মন শুখিয়ে করে খুন ;
এর চক্‌মকিতে রয় যে মেতে, হয় সে দুখের তল্লীদার।

আটুলে প্রেম পাক্‌ড়ে ধরে নাছোড়বান্দা হয়,
বাসি যত মধুর তত দাপট সুখে সয়,
উড়ায় মায়া জুড়ায় কায়া, তাড়ায় ভ্রান্তি-ভয় ;
রাখে রতন-ঘরে যতন ক'রে, খুলে প্রাণের গুপ্তদ্বার।

মানের আঁচে মুস্‌ড়ে থাকে, জাগায় ন্যায়ে তোড়,
স্বার্থ-খোঁচা লাগ্‌লে বোঁচা, লাগায় চোঁচা দো'ড়,
খট্‌খটে না, চট্‌চ'টে গোছ, জমায় প্রাণের যোড় ;
ভবে যে তা'র ভক্ত, হয় সে মুক্ত, বিশ্ব-চৌকীর জমাদার।

২০০। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরী।

প্রেমে কোথাও ফ্যাসাদ কিছু নাই।
যা' আ'জ আছে কা'ল চ'টে গেল, পীরিত না সে কুরীত ভাই

পীরিতে নাইকো কোন পণ,
পীরিত না যাচে মান ধন,
চায় সে হাজির, ভাবের নজীর, পুরা মণের মন ;
সে খুঁজে না রূপ, বুঝে না ভূপ, পূজে কেবল প্রাণের গাঁই।

প্রেমে দেয় না কিছু বাদ,
নিজেই তাহা পুরায় সকল সাধ,
তাহে নাইকো মানা বাবুয়ানা, ধ'র্‌তে হাতে চাঁদ ;
যথা প্রেম-তরঙ্গ তথায় রঙ্গ, অপরাধ না দেখ্‌তে পাই।

পীরিতের অসীম সহ্যগুণ,
কভু তা' না ধরায় হাড়ে ঘুণ,
কা'রো মুখে দেয় না সুখে, মাখিয়ে কালি চূণ ;
সে গেলেও মাথা দেয় না ব্যথা, কোন ভাবে হয় না চাঁই।

দেখ্‌লে নবীন রূপের হাট,
প্রাণ-গৌরাঙ্গ হয় যে ভাবে কাঠ.
সে ভাব মোটা—স্বার্থ-খোঁটা, লাগায় নানা নাট ;
তা' বাধায় গোল, করে পাগল, নিরানন্দের দেয় গো নাই।

প্রেমকে যেবা ঠাওরে বেণের মাল,
উড়ে তা'র অঙ্গে আগে শাল.
সে শাল শেষে হইয়ে শূল, হয় পীরিতের কাল ;
যেবা প্রেমের বেণে কয় সে খুনে, "পীরিত ছাই ঘোর বালাই"

২০১। ঝুম—একতালী।

পীরিতের রীত বুঝে ক'জন।
যেবা ইয়ার ঝুনো, "বুনো" "কুনো." দুই ভাবে তা' গায় কেমন।

বুনো পীরিত ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়,
আড় নয়ন, মুচ্‌কে হাসি, ঠমক ঠাট চায়.
চায় চক্‌চ'কে মুখ, তক্‌ত'কে বুক, লট্‌ঘ'টে-ভাব প্রস্রবণ।

যেমন রূপে ভাঁটা দেখতে পায়,
বাসি ভেবে আসি ব'লে টাট্‌কা দিয়ে ধায়,
আর রসের কেল্লা, রসগোল্লা, জুড়ায় নাকো প্রাণ তখন।

কুনো পীরিত নববধূর প্রায়,
আস্‌তে কাছে সরে পাছে, সরম বড় পায় ;
যবে চোখোচোখি, মাথামাখি, অমৃতময় হয় জীবন।

যে ভাবে তা' যতই খায় পোড়,
ততই পাকা প্রাণে মাখা, ছুটায় সুখের তোড় ;
সে করি' আড়ি রয় না ছাড়ি', ভুলেও না দেয় বেদন।

দেখ্‌তে পাই বুনো প্রেমিকজন,
কথায় আগে কল্পতরু নাটের মহাজন ;
শেষে উইপোকাটী, সকল মাটি, সার করায় দিক-বসন।

রুইয়ের মত কুনো পীরিতখোর,
আগে ধিমে, ক্রমে ঝিমে, অন্তে টানে ডোর ;
কভু সাজে না চোর করে না জোর, সদাই দেয় সুখ-রতন।

২০২। ঝিঁঝিট—একতালা।

বাঁশীর মত বাজ্‌লো কাণে অই বুঝি প্রাণসখার গান।
অনিল যেন আন্‌লো ব'য়ে, প্রেমভরা তা'র দূরাহ্বান॥

আর কি মন ভাব্‌তে পার, খোঁজ করে না সখা কা'রো,
কেন ভ্রমে ঘুরে মর, বুঝ, তা'র কি উদার প্রাণ।
ছাড় অসার বিষয় এবে, ভুল ক'রেছ তা'কে সেবে,
দেখ্‌লে আগে একটু ভেবে, ছুট্‌তো না এ দুখের বান।

বোঝা ভারী আর না করি', মোহ-বনে আর না চরি',
চল প্রেমের নিশান ধরি', ক'র্‌তে তা'কে আত্মদান।

২০৩। দেশ-মিশ্র—যৎ।

এ ধন ত কবে ভুলেছি।
আর কি ছাড়িতে পারি যবে পেয়েছি॥

সবে ত এই হ'ল দেখা, এরই মাঝে সবই পাকা.
মন প্রাণ যায়নি রাখা, সব ঢেলেছি।
এই যা' আমিত্ব জাগে. তা'র স্বামিত্ব-অনুরাগে,
তা'রই যেন সেবা-যাগে, আমি র'য়েছি।
ছিল যাহা দেখিবার, যত কিছু লভিবার,
এ রতন পেয়ে তা'র, আশা ছেড়েছি।
বিশ্বে যা'র যাহা সার, এ রতনে সত্তা তা'র.
তা'ই এ ত বিশ্বাধার, ব্রহ্ম ভেবেছি।

২০৪। ধানশ্রী—ত্রিতালী।

আমায় ফুটায়ে তুমি কেন ডুবিয়ে।
আমায় ডুবায়ে তুমি উঠ ভাসিয়ে॥

গোমুখী-নিঝর তুমি, নিম্নে ত নিম্নগা আমি,
তবু ভাব-অনুগামী, পদে থাকিয়ে।

অপবিত্র মল মূত্র, শব, শুষ্ক তৃণ পত্র,
গাত্রে ধরি' যত্র তত্র, চলি ছুটিয়ে।
নহি স্থির ক্ষণমাত্র, নাই জ্ঞান পাত্রাপাত্র,
চিন্তা-ভঙ্গে অহোরাত্র, থাকি জাগিয়ে।
আছে বটে তব দয়া, কিন্তু দেখি হেন মায়া,
কায়া ছেড়ে ধ'রে ছায়া, আছি ভুলিয়ে।
অহঙ্কারে জাগে ভ্রান্তি, বৃথা ঘুরি' কর্ম্ম-ক্লান্তি,
বিদূরিত সুখ-শান্তি, তাপে পুড়িয়ে।
যে আমিত্বে এত কষ্ট, আত্মভাব করে নষ্ট,
আনন্দে আ'জ কর তুষ্ট, তাহা হরিয়ে।

২০৫। জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

এত দয়া দয়াল তুমি, কর মোরে বিতরণ।
ক্ষুদ্র হৃদে ধরে না তা', উথ্‌লে পড়ে অনুক্ষণ॥

উছলে যবে গলায় গলায়, তখনো স্থির স্বাধীনতায়,
মুখ ডুবিলে পা উঠে যায়, বাড়ে রে তা'য় সন্তরণ।
গা ভাসায়ে দিতে সাঁতার, দেখে তুমি দয়ার পাথার,
উথলে উঠে হৃদ্‌-পারাবার, হয় দু'য়ের সম্মিলন।
আর না তখন থাকি আমি, আমি তখন দাঁড়াই তুমি,
তা'ই তুমি যা' হৃদয়স্বামি! ব'ল্‌তে নারে বাক্য মন।
মিলন-রাগ ফুটে যখন, কি যেন হই আমি তখন,
এটুক আভাস দেয় গো সুমন, ভেদত্ব রয় যতক্ষণ।

আমিত্বের বাইরে যাহা, ল'য়ে ধী-মাপকাঠি তাহ
কিরূপ কবে রহে কাঁহা, মাপ্‌তে যাওয়া বিড়ম্বন।

২০৬। মল্লার-মিশ্র—যৎ।

সতী যেমন পতি বিনা আর না কা'রো সঙ্গ চায়।
তেমতি এক পতি বিনা, মতি না মোর তৃপ্তি পায়॥

ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নামে, বহু পতি বিশ্বধামে,
মত্ত থাকে যেবা কামে, সে সবার কাছে যায়।
যায় বটে পতি ছাড়ি', লোভে পড়ি' পরের বাড়ী,
তাটে যখন ভাঙে হাঁড়ী, সবার ঠাঁই গালি খায়।
কলঙ্ক বই তখন আর, নাহি অন্য অলঙ্কার,
ছি ছি হেন ব্যভিচার, স্বধর্ম্মের অন্তরায়।
আনন্দের মতি-সতী, আত্মাকে সে মেনে পতি,
রাম শ্যাম পশুপতি, কা'রো দিকে নাহি চায়।

২০৭। খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

আমি যেন আর না হই আমার, আমার সে ধন ভাবিয়ে।
যেন তা' তোমার বলি অনিবার, তোমার সকলি জানিয়ে॥

আর যা' আমার, মানিয়ে সুসার চ'লেছি জীবন-পথে,
তোমার বলিয়ে লও তা' টানিয়ে তোমার বিশাল রথে,
তুমি স্বামিত্ব-কেতন উড়ায়ে, আমিত্ব মমত্ব কুড়ায়ে,
আপন প্রভাবে জাগাও স্বভাবে, আপন মহিমা লাগিয়ে।

মম কোন আশ, যেন রে প্রকাশ, না হয় তোমার কাযে,
তব আশা সব লভুক্ গৌরব, এ নব জীবন মাঝে,
তুমি আপন ব্যাপার দেখিয়ে, স্বভাব-সমতা রাখিয়ে,
গগন সমান থাক বর্ত্তমান, আপন আনন্দে ডুবিয়ে।

২০৮। খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ।

চাঁদিমা ডুবিয়া গেছে, খেলিছে সুষমা তা'র।
সঙ্গীত থামিয়া গেছে, বাজে হৃদি-বীণা-তার॥
তব পূর্ণভাবে কবে, মগ্ন ছিনু আমি ভবে,
আ'জো মনে স্মৃতি তা'র, জাগরিত অনিবার।
তা'ই যেন সর্ব্ব ভাবে, স্থিত হ'তে পূর্ব্ব ভাবে,
তত্ত্ব মাঝে প্রাণ পণে, খুঁজি সেই তথ্য সার।
আর কি প্রেমিক তুমি, জীব-রূপে নিথর আমি,
জানাও তা' হৃদে জাগি', করি' বোধ-সুপ্রসার।

যোগ-সঙ্গীত।

২০৯। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

মন! তোরে ত হুনোর বলি।
তুই ভোগ না করি' যোগী হ'লি॥

বায়ুর কছরৎ খুব মেহনৎ, মন না থাকে তাহে গলি',
বুঝে সুযোগ বাড়াতে ভোগ, চালায় এ যোগ যা'রা ছলী।
সিদ্ধি-রাগে বায়ু যোগে আগে ত জীব কুতূহলী,
নানা রোগে অভিযোগে শেষে দ্বন্দ্ব দলাদলি :
'যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্' সে যোগ নয় ভোগের থলি,
কর্ম্ম ত হয় কাল-ব্যবহার, যোগ-কায যা', কালকে ছলি'।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি যাহা, এক করে তা' যোগকুশলী,
তা'ই 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' গীতার এ বাক্যাবলী।
চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগ, এ মত-প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি,
সংহিতা-মত, ঠিক বায়ু-পথ, চ'লতে যোগে রিপু দলি'।
থাকুক্ যত পথ বা মত, উর্দ্ধ লোকে ক্রমে চলি',
কাল-ভূতের না চাপলে শিরে, ভাবে যোগী প'ড়বে ঢলি'।
কালের শিরে চেপে যে দেয় শিবের পদে আত্মবলি,
না পড়ি' রোগে সেই সুযোগে, হয় সে যোগে আত্মবলী।

২১০। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

প্রেমটী আমার চাবিকাঠি।
হোক্ যেমন তালা যায় তা' খাটি'॥

নয় দেউড়ীর সদর বাড়ীর ত্রিতল যে অন্দর বাটী,
স্তরে স্তরে ছোট বড় ছয় চকে তা' পরিপাটী।
প্রতি চকের তিন দরজা, ভেতরে এক, পার্শ্বে দু'টী,
ভেতর দ্বার সূক্ষ্ম অতি, উপর যা'বার রাস্তা সেটী।
এক তলাতে পাঁচ ভূতেতে দ্বন্দ্বে করে লাঠালাঠি,
দ্বিতল' পরে ছয় ইয়াবে, নাচায় রাজায় ক'রতে মাটি।
ত্রিতলোপর মন্ত্রী বসি' বিচার করে খুঁটি নাটি,
শম দমাদি ছয় প্রহরী আগ্‌লে সদা আছে ঘাটি।
ত্রিতল ভিন্ন অন্য যে এক চন্দ্রশালা আছে খাঁটি,
সাক্ষীরূপে পুরুষ তথা দেখে কালের ছুটাছুটি।
আর এক কথা, আছে তথা চিদানন্দ-সুধার ভাঁটি,
অমর সেজন, তথা যেজন পান করে তা' বাটি বাটি।
আনন্দ কয় প্রেমের চাবী সম্বল যা'র থাকে গাঁটি,
সে তালা টুটে উপর উঠে, দেখে এ সব ধোকার টাটি।

২১১। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা

সাধ ক'রে কি তোরে বরি।
তুই নাচলে শিরে আমি তরি॥

নীচুর তলায় ঘুমাস্ যখন উপর তলা পরিহরি',
আমি তখন মোহে মগন তোর না কিছু সেবা করি।
জাগিস্ যবে মনকে ল'য়ে, উঠিস্ উপর সূত্র ধরি',
ছয় তলাতেও পাই নিশানা, সাত তলাতে পড়িস্ সরি'
তখন কি তুই, আমিই বা কি, এ সব কিছু নাহি স্মরি,
চিত্তাকাশে শুধু ভাসে চিদাত্মা এক অবিকারী।
গুণের খেলা যত বেলা ততক্ষণই হর হরি,
নির্গুণে হয় নাম-রূপ লয়, স্বরূপে মোর সদা চরি।
প্রজ্ঞা বিনা স্বরূপ ঠিক যায় না জানা কালকে হরি',
হঠে কভু কাল্ না হটে, মনটা বটে প্রাণোপরি।

২১২। ঝিঁঝিট-মিশ্র — একতালা।

বাজার ঘাটে যোগ যা' চলে।
কেবল লোকভুলানো কলে ছলে॥

প্রাণভুলানো যোগে আগে যোগীর যদি মন না টলে,
ভেল্কী করি' ক'দিন বল রাখ্‌বে আগুন পাশের তলে।
আ'জ কাল যা' যোগের ডিপো খুল্‌ছে ভোগী নানাস্থলে,
সে ডিপোযোগের মাহাত্ম্য এই—দু'দিনে দেয় রসাতলে।
যোগ আছে ত বহু রকম, সব না কিন্তু ভাল ফলে,
আত্মভাবে মনের লয়, যোগী এ যোগ শ্রেষ্ঠ বলে।
এ যোগে নাই কছলং ছল, বনে বাস বা তরুতলে,
নাইকো কোন বাগাড়ম্বর, কর্ম্মত্যাগী হওয়া বলে।

এ যোগের নাই কালাকাল, না চায় ইহা কোন দলে,
এ যোগ হয় যথা তথা, যখন তখন সুকৌশলে।
তবে বলি, চিত্ত যদি পূর্ণ থাকে পাপ-মলে,
ক্রমশঃ তা' যায় সরিয়ে, দগ্ধ হ'লে জ্ঞানানলে।
সদ্ভাব কি, ক'রলে বিচার, নিশ্চিত প্রাণ প্রেমে গলে,
প্রেমে যবে পূর্ণরতি, আর না মন ভ্রমে টলে।
নাক টেপাদি যে ডিপো-যোগ, চ'ল্‌ছে এবে ভোগীর দলে,
সে যোগ করি' রোগ ব্যতীত অন্য কোন ফল না ফলে।
সুযোগের এই উপায় আজি আনন্দ কয় কুতূহলে,
আমিত্ব-খাদ দাও মিশায়ে আত্মানন্দ-সাগর-জলে।

২১৩। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

* জাপ রুসে আর কি রণ চলে।
দেহে চ'ল্‌ছে তা', রণ যা'কে বলে॥

কলুষ হয় প্রবল রুষ, সবল-মন-জাপ-বলে,
নাশিতে যায় সদা তেড়ে, দেখায়ে বল নানা ছলে।
মায়া-আর্থার যেরূপে রুষ সাজায়েছে দুঃখ-কলে,
দ্বেষ হিংসাদি লক্ষ সৈন্য ঘুর্‌ছে তাতে কুতূহলে।
আশা-য়'লুব বেলায় তবে জাপ বলে যে রুষকে দলে
রুষ না তাতে চিরনষ্ট, পুষ্ট হয় সে তলে তলে।
দাপ-স্বার্থাদি যে ক'টা বীর গেছে রুষের রসাতলে,
তেমন বীর অনেক আসি' যুট্‌ছে দলে প্রতিপলে।

* এই গানটী রুসো-জাপান যুদ্ধের সময় বিরচিত।

যে ছয় পাকা সেনাপতি যোগ দেছে সে রুষের দলে,
যুদ্ধে তা'রা বিশেষ পটু, জল স্থল কি নভোস্থলে।
আপাত বটে জাপের জয় যোগ্য মন্ত্রী-বুদ্ধিবলে,
জিত্‌লে কি হয়, জেতায় তা'র বিষম হা'র দেখি ফলে।
রুষের যখন পণ ভীষণ রাখ্‌তে জাপে করতলে,
প্রাণ-কোরিয়া হাত করিয়া, লবেই ল'বে সুকৌশলে।
রুষের নাই ধন-জনাভাব, জাপের ঋণ-ফাঁসী গলে,
দৈববল পায় যদি সে, থাকৃতে পারে অবিহ্বলে।
আনন্দ কয় এবে যে কাল, সত্য মগ্ন মিথ্যা-মলে,
যথা ধর্ম্ম তথায় জয়, শুন্‌লে লোকের প্রাণটা জ্বলে।

২১৪। ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভাল ফ্যাসাদ হ'ল খ্যাপা ঘরজামাই ল'য়ে।
নয় থাকৃতো আমার কুণ্ডলিনী আজন্ম আইবড় মেয়ে॥

সাবাস্ গুরু-ঘটক বেটা, ক'র্‌লে এমন গড়াপেটা,
মেয়ের বিয়ের বাড়্‌লো ঘটা, বাস্তু ভিটা ভেটী দিয়ে।
মেয়ে যদি ভাল হ'ত, বাসের ঘর ছেড়ে দিত,
বুড়ো বাপকে না তাড়াতো, সাত চকের বাড়ী পেয়ে;
প'রলে যেমন বর-মালা, দেখ্‌লে বাসর চন্দ্রশালা,
অম্‌নি কাল-সর্পী-বালা, ব'স্‌লো লাজের মাথা খেয়ে।
মাগীটাকে ব'ল্‌লুম্ এত, রাখ কিছু বাসের মত,
উল্‌টে সে ত ব'ল্‌লে কত, মার্‌তে এল আরো ধেয়ে;
দেখি ত সে জামাই-ভক্ত, মেয়ের ঠাঁই দিবানক্ত,
আমি ভাবে অতি শক্ত, দেখ্‌লো না তা'ই মোরে চেয়ে।

মেয়ে তা'রে আদর করে, সে নয় সুখে থাক্‌তে পারে,
আমি যাই গো কাহার দোরে, কা'রে ধরি' জুড়াই হিয়ে ;
ভাল কাল পুষেছিলাম, মাগের সঙ্গে সুখ না পেলাম,
অ[illegible]শেষে প্রাণে ম'লাম, ঝি জামায়ের হাতে গিয়ে।

২১৫। বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সুশান্ত সমাধি-সিন্ধু, নাহিক তরঙ্গ-লেশ।
নাহি আদি নাহি অন্ত, কি অনন্ত নির্ব্বিশেষ॥

নাহি বিম্ব ফেণাকার, বহিত্র বা কর্ণধার,
নাহি কাল-ব্যবহার, জন্ম মৃত্যু রাগ দ্বেষ।
ন তথা ভাসতে ভানু, ন মৃগাঙ্ক ন কৃশানু,
নাহি তনু নাহি অণু, ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্যোমকেশ।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সুপ্তি ঘোরে শূন্যাকার,
প্রকৃতি জাগে না আর, রুদ্ধ তা'র ভাবোন্মেষ।
শুদ্ধ এক সত্ত্বাভাস, ব্যোম সম স্বপ্রকাশ,
নাহি নাম রূপ ভাষ, শূন্যে সব মাত্রা-শেষ।
বিশ্ব আর কোন ছন্দে, নাহি ভাসে গুণ-দ্বন্দ্বে,
অখণ্ড সচ্চিদানন্দে, পরিপূর্ণ সর্ব্বদেশ।

২১৬। ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

টাট্‌কা প্রেমে খট্‌কা টুটেছে।
দেখে আট্‌কা ঘরের মট্‌কা-কুঠী, চট্‌কা টা বেশ্‌ ভেঙেছে॥

মেজে প'ড়ে ছিলাম যবে সাপের ভয়ে কাল কেটেছে,
রক্ষা, গুরু ছিল চেতন, কেবল ওম্‌ রব ছেড়েছে।
শব্দ শুনে গর্ত্ত ছেড়ে মাথা নেড়ে সাপ উঠেছে,
রাস্তা পেয়ে এসে ধেয়ে, চিলের কোটায় ওত পেতেছে।
সাবাস্‌, সাবাস্‌, গুরুর কি গুণ, যেমন তা'রে কোল দিয়েছে,
অমনি সেই কালভুজগী চিন্ময়ীর রূপ ধ'রেছে।
ভূত পেতিনী ছিল যে সব ব্যাপার দেখে ঘাট্‌ মেনেছে,
হ'য়ে দ্বারী আজ্ঞাকারী, বিনা গোলে ঢেউ তুলেছে!
আর এখন আঁধার নাই, দিব্যালোকে ঘর ভ'রেছে,
সুবিশ্বাসে যোগ-বিলাসে মনটা মুক্তি-ফল পেয়েছে।
দেহের দশা যেমনই হোক্‌, মনের দশা দূর হ'য়েছে,
নিরানন্দ-দিন গিয়েছে, আনন্দের দিন এসেছে।

২১৭। সরস্বতী-কানাড়া—ত্রিতালী।

গন্ধ চায় রস-সরে আত্মবিসর্জ্জন,
রস চায় গন্ধে দিতে প্রাণ;
রূপ চায় স্পর্শ-সুখ করিতে চুম্বন,
স্পর্শ চায় রূপ মাঝে স্থান।

শব্দ চায় মনাকাশে করিতে ভ্রমণ,

মন চায় শব্দে পেতে মান ;

অহঙ্কার চায় সদা ধীষণা-সদন,

বুদ্ধি চায় অহমিকা-তান।

প্রকৃতি ত চায় সাম্যে ঢালিতে জীবন,

সাম্য চায় প্রকৃতি-বিতান :

সদাত্মায় নিত্য ভাতি চাহে গো চেতন,

আত্মা চায় স্বাত্মতা-বিজ্ঞান।

২১৮। পঞ্চম—ত্রিতালী।

নহে সোজা বুঝা এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার।

এ রহস্য জানিবারে, কত যোগী অনাহারে,

লক্ষ্য রাখি' সহস্রারে পালে যোগাচার।

অনুলোম-পরিণামে যথা তত্ত্ব সুবিকাশ,

প্রতিলোম পরিণামে তথা তা'র হয় নাশ,

এই দুই পরিণাম, ধরি' জন্ম-মৃত্যু-নাম,

খেলিতেছে অবিরাম কাল-পারাবার।

যতদিন তত্ত্বোপরে আসন যে না বিছায়,

চিন্ময়-স্বরূপ ধ্যানে অহমিকা না ডুবায়,

কাল-রাজ্যে ততদিন, আসে যায় থাকে হীন,

শিব-পদে সমাসীন নহে হৃদি তা'র।

প্রতিলোম-পরিণামে স্থূল ভূত করি' লীন,
প্রকৃতিতে ঢালি' মন না রয় যে তত্ত্বাধীন,
স্বপ্রকাশ চিদাকাশে, অনাহত নাদে ভাসে,
সেই বুঝে জ্ঞানাভাসে কি খেলা মায়ার।